যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

("রাজ-জীবনী", "ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়", "পাষাণ-প্রতিমা,"
" বিধবার দাঁতেমিশি " প্রভৃতি প্রণেতা।)

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

Printed by Ambicá Charan Chattapadhyaya at the
ANNADA PRESS,—No, 113 Grey Street.

১২৯০।

মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

উৎসর্গ।

প্রাণপ্রতিম

শ্রীযুক্ত বাবু স্বরত লাল মুখোপাধ্যায়

অভিন্নহৃদয়েষ

প্রিয়তম!

সাংসারিক সম্বন্ধে তুমি আমার মাতুল; কিন্তু বাল্যাবধি একত্রবাসে কেমন একটী অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, তোমাকে প্রাণপ্রতিম মিত্র ভিন্ন মাতুল বলিয়া পূজা করিতে ভুলিয়া যাই। সেই প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়াই, যৌবনে-যোগিনীকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। অপরে যা বলে বলুক, তুমি ভাল বলিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

তোমার—

গোপাল চন্দ্র—

কলিকাতা; আহিরীটোলা,
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১২৮২ সাল।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পৃথ্বীরাজ	দিল্লী এবং আজমীর-পতি।
সমর সিংহ	চিতোর-পতি।
ভীমদেব	গুজরাট-পতি।
মহম্মদঘোরী	গিজনী-পতি আলাবুদ্দীনের ভ্রাতা।
কৃষ্ণরাও	পৃথ্বীরাজের মন্ত্রী।
গণেন্দ্রদেব	গুজরাটের সেনাপতি।
কুতব উদ্দীন	মহম্মদঘোরীর সেনাপতি।
শঙ্করাচার্য্য	বৌদ্ধ আচার্য্য।
বামদেব	পুরোহিত।

আর্য্যরাজগণ, অশ্বারোহী সৈন্যগণ, জাতীয় ও যবনপদাতিগণ, ব্যাধদ্বয়, দস্যুগণ, রক্ষকগণ, দূতগণ এবং নাবিকগণ।

স্ত্রীগণ।

মায়াবতী	গুজরাট রাজকুমারী।
অম্বালিকা	মায়াবতীর সহচরী।
সিদ্ধেশ্বরী	যোগিনী।

ভারতভূমি, ভারত-লক্ষ্মী, রণদেবী, স্বাধীনতা এবং পরিচারিকা।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

প্রথম দৃশ্য।

আজমীর—পাটনগর—উগ্রচণ্ডাদেবীর
মন্দিরাভ্যন্তর ।

(বামদেবের প্রবেশ।)

বামদেব। (স্বগত) পৃথ্বীরাজ, যে দিন হতে মাতামহ-রাজ্য দিল্লীর সিংহাসন পেয়েছেন, সেই দিন অবধি তিনি দেবীকে একেবারেই ভুলে গেছেন! এই আজমীর তাঁর পিতৃরাজ্য, মহামায়া তাঁর পৈতৃক কুল-দেবী; এই দেবীর সম্মুখে পৃথ্বীরাজ, নিজ পিতার আজ্ঞায় পিতাকেই বলিদান করেছেন! তখন দেবীর প্রতি তাঁর কত ভক্তি ছিল, এখন মাসান্তেও চরণ দর্শন কোর্ত্তে আসেন না। সেই কারণে আমার অর্থোপার্জ্জনেরও ব্যাঘাত হয়েছ। আজ কালের মধ্যে তাঁর এখানে আসবার কথা ছিল, এলেন কৈ? মা উগ্রচণ্ডিকে! দাসের প্রতি সদয়া হও। মা! তুমি অনেক নরবলি গ্রহণ কোরেছ; এখন হয় আমায় গ্রহণ কর, নৈলে দুর্দ্দিন দূর কর। মা! সংসারির অর্থ না থাকলে অনেক কষ্ট। সন্ধ্যা হয়ে এল। (প্রকাশ্যে) পরিচারিকে!—

(নেপথ্যে আজ্ঞে)

দেবীর আরতির আয়োজন কোরে দাও, সময় হয়ে এল।

(এক জন রক্ষকের প্রবেশ।)

সংবাদ কি?—মহারাজ এসেছেন?

রক্ষক। আজ্ঞে, সে কথা বলতে পারিনে। এখন গুজরাটপতি মহারাজ ভীমদেবের কন্যা, সেনাপতির সঙ্গে দেবীর চরণ দর্শনের জন্যে আগমন করেছেন।

বাম। গুজরাটপতি ভীমদেবের কন্যা? কোথায় তাঁরা?

রক্ষ। দ্বারে।

বাম। ঐ যে আসচেন, আসুন, আসুন।

(মায়াবতী এবং অম্বালিকার প্রবেশ ও প্রণাম।)

বাম। আপনারা কি একাকিনী এসেছেন?

অম্বা। না, সেনাপতি মহাশয় সঙ্গে এসেছেন।

বাম। আপনি কে?—আর ইনিই কে?—পরিচয় দান করে বাধিত করুন।

অম্বা। ইনি গুজরাট-রাজকন্যা—মায়াবতী, আমি এঁর সহচরী—নাম অম্বালিকা।

বাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের দর্শন পেলেম। দেবী উগ্রচণ্ডিকা আপনাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করুন।

অম্বা। আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়।

বাম। একটী কথা বলি, গুজরাট বহু দিনের পথ; আপনাদের রাজবংশের রমণীদের কখনও এখানে আগমন হয় নাই, অতএব হঠাৎ আপনাদের এ স্থানে আগমনের কারণ কি? বিশেষ আমাদের মহারাজের সঙ্গে গুজরাটপতির মনোভঙ্গও হয়েছে।

অম্বা। হাঁ, সে সত্য বটে, কিন্তু আমরা গোপনে এসেছি, গোপনেই যাব। প্রাণের ভয় থাকলেও আত্মস্বার্থের জন্যে হিংস্রজলচরপূর্ণ সাগরোদরেও লোকে প্রবিষ্ট হয়।

বাম। হাঁ, তা আগমনের কারণ কি?

অম্বা। অনেক কারণ আছে। মশক, বিনা কারণে সিংহ-বিবরে প্রবিষ্ট হতে পারে, হরিণী সহজে নয়।

বাম। যদি কোন বাধা না থাকে, জ্ঞাত করলে চরিতার্থ হই।

অম্বা। প্রথম কারণ মুণ্ডমালিনীর চরণপূজা। দ্বিতীয়—এই রাজকুমারী যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন গণকেরা গণনা কোরে বলেন, ইনি যোগিনী হবেন। সেই সংবাদে এঁর পিতা মাতা যে কতদূর উৎকণ্ঠিত হন, তা সহজেই জানতে পাচ্চেন।

বাম। তা আর একবার বোলতে?

অম্বা। পরে এক মাস হল, এই মহামায়া, মহারাজ ও মহারাণীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আজ্ঞা প্রদান কোরেছেন যে, ভগবতীর পূজা দিলেই রাজকুমারী আর যৌবনে যোগিনী হবেন না।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

বাম। সেই কারণেই এখানে আসা? ভগবতী অবশ্যই আশা সফল করবেন। রাজনন্দিনীর রূপ দর্শনে বোধ হচ্চে, এঁর তুল্য সুন্দরী ভারতে নাই। ইনি যৌবনে যোগিনী হলে, দুঃখের আর সীমা থাকবে না। পূর্ণিমার চন্দ্রিকা সমস্ত রজনী মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কে না তাপিত হয়?

মায়াবতী। আপনি অন্যায় বলচেন।

বাম। না মা! আমার মায়ের এই মন্দিরে অনেক রাজবধূ, রাজমাতা, রাজকন্যা আসেন, কিন্তু এই মায়ের সাক্ষাতে বলছি, আপনার তুল্য রূপবতী চক্ষে দেখি নাই। মা উগ্রচণ্ডা আপনার মঙ্গল করুন।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাজ আসচেন।

বাম। কি সৌভাগ্য! আজ অতি শুভ দিন।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

মায়া। কোন্ মহারাজ সখি?

অম্বা। (বামদেবের প্রতি) কোন্ মহারাজ?

বাম। আজমীর ও দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ ও দেবীকে প্রণাম।)

মহারাজের জয় হউক, দেবী মঙ্গল করুন।

পৃথ্বীরাজ। এ রমণী দুটী কে?

বাম। ইনি গুজরাট-পতির দুহিতা, ইনি এঁর সখি।

পৃথ্বী। ইনিই মহারাজ ভীমদেবের নন্দিনী? পরম পরিতুষ্ট হলেম। তা আপনারা আমার আলয়ে না এসে, স্বতন্ত্র বস্ত্রাবাস স্থাপন করেছেন কেন? গুজরাট-পতির সহিত আমার এমন কি শত্রুতা হয়েছে, যাতে তাঁর কুমারী আমার আতিথ্যস্বীকারও করবেন না?

অম্বা। আপনি নাকি এ নগরে ছিলেন না, কাজেই স্বতন্ত্র বাসা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ আমাদের এ স্থলে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য—

পৃথ্বী। হাঁ, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য, আপনাদের সেনাপতি নিকট অবগত হয়েছি। এখন মা উগ্রচণ্ডিকা আপনাদের মঙ্গল করুন।

অম্বা। রাজ-আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হয় না।

বাম। মহারাজ! অনুমতি হয় ত দেবীর আরতি করা যায়।

পৃথ্বী। বিলম্বের কি আবশ্যক?

(বামদেব কর্ত্তৃক আরতি।)

(নেপথ্যে বাদ্য।)

(পৃথ্বীরাজ এবং মায়াবতী ব্যতীত সকলের প্রণাম।)

অম্বা। সখি! দেবীকে প্রণাম করলে না?

মায়া। অ্যাঁ!—ভুলে গেছি। (প্রণাম)

অম্বা। (স্বগত) ভুলে গেছি কি?—এ কেমন কথা?—নন্দনকাননে গিয়ে, কেউ কি পারিজাতচয়ন কোর্ত্তে ভোলে?

পৃথ্বী। (স্বগত) আমি কি দেবীকে প্রণাম করি নাই? (প্রণাম) যুবতীর কি মনোরম রূপ! আহা! যে পুরুষের ভাগ্যে এই রমণীরত্ন লাভ হবে, তার মানবজন্ম সার্থক। কি মধুময় কটাক্ষ! রণবাদ্য, যেমন বীরের প্রাণের ভয় দূর করে, তেমনি যতক্ষণ আরতি হয়েছিল; সুন্দরী কটাক্ষে কটাক্ষে আমাকে জর জর কোরে, একেবারে মন, প্রাণ, জ্ঞানকে হরণ কোরেছেন। আমি পৃথ্বীরাজ,—আমি ভারতের অসংখ্য সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু এমন সুধাময়ী সুন্দরী কোথাও দেখি নাই। আহা! ইনি আবার যৌবনে যোগিনী হবেন! কনক কমলিনী অনাঘ্রাতা হয়ে পরিশুষ্ক হবে! বিধির কি বিবেচনা! নগেন্দ্রনন্দিনী আশুতোষের প্রেমভিখারিণী হয়েই যৌবনে যোগিনী হয়েছিলেন; ইনি কার জন্য যোগিনী হবেন? আহা! আবার

কটাক্ষ! জনরবে এঁর যেরূপ কমনীয় রূপের কথা শুনেছিলেম, আজ প্রত্যক্ষ দেখে তা অপেক্ষা সহস্র অংশে সুন্দরী বলে বোধ হচ্চে। রামরাবণের যুদ্ধ যেমন রামরাবণেরি তুল্য হয়েছিল, তেমনি সুন্দরীর রূপ সুন্দরীই তুল্য, অপরের সঙ্গে তুলনা সম্ভবে না।

মায়া। (স্বগত) কি চমৎকার রূপ! ইনিত পৃথ্বীরাজ নন, ইনি ত্রিভুবনরাজ—সাক্ষাৎ রতির হৃদয়সরোজরাজ। কি শুভক্ষণেই দেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েছি। আমি কি যৌবনে যোগিনী হব? না—কেন হব? যারা বলে তারা পাগল। আমি কি দেখছি? আমার মন এখন কোথায়? আমি না দেবীর চরণপূজা কোর্ত্তে এলেম? এখন এ পাপনয়নে কারে দর্শন কচ্চি? আমার মন এমন হল কেন? আমি ষোড়শী যুবতী, কৈ এক দিনের জন্যেও ত আমার মন এমন হয় নাই। কেন মন কেবল ঐ রূপামৃত পান কর্চ্ছে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না পিতা আমায় মায়া-মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন? না—ঐ যে পৃথ্বীরাজ করুণানয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কচ্চেন। কি মধুর দৃষ্টি! যেন বিন্ধ্যাচলে তরুণ অরুণোদয়!

বাম। মহারাজ! দেবীর চরণামৃত পান করুন।

মায়া। (স্বগত) আঃ, এ আবার ব্যাঘাত দিতে এল কেন?

বাম। (স্বগত) মহারাজ কি শুনতে পাচ্চেন না? (প্রকাশ্যে) চরণামৃত পান করুন।

পৃথ্বী। অ্যাঁ?—দিন। (চরণামৃত পান।)

(নেপথ্যে মেঘগর্জ্জন।)

বাম। মহারাজ! বোধ করি ঘোর বৃষ্টি হচ্চে।

পৃথ্বী। বৃষ্টি?—কৈ?—না।

(মেঘগর্জ্জন।)

বাম। আকাশে গর্জ্জন হচ্চে, শুনতে পাচ্চেন না?

পৃথ্বী। বটেই ত!

(মেঘ গর্জ্জন।)

অম্বা। সখি! ঘোর বৃষ্টি হচ্চে, সেনাপতি মহাশয় এখনও এলেন না, উপায় কি?

মায়া। তা আর কি হবে?

অম্বা। সে কি?—ও কি কথা? তুমি এমন হলে কেন? কি ভাবছ বল দেখি?

মায়া। না ভাব্‌ব আবার কি?

অম্বা। না, তোমার মুখ দেখে বিলক্ষণ বোধ হচ্চে, তুমি যেন কি ভাবছ। ভারবাহী জলযান সহজেই চিন্তে পারা যায়।

মায়া। কিরূপে?

অম্বা। ভারশূন্য তরী নদীবক্ষে বড় দেখায়, আর যতই ভার ধারণ করে, ততই নদী-গর্ভে দেহ ঢাকে। তুমি এতক্ষণ ভাবনাশূন্য থেকে, ক্রমে ক্রমে ভাবনাভারে আক্রান্ত হচ্চ, তোমার আকৃতি তার পরিচয় দিচ্চে।

পৃথ্বী। ভাবনা কি? আপনারা যখন আমার রাজ্যে পদার্পণ করেছেন, তখন কোন বিষয়েই চিন্তিতা হবেন না।

(মেঘগর্জ্জন।)

অম্বা। সে কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদের সেনাপতি মহাশয় এখনও এলেন না, বৃষ্টিও হচ্চে, তাই বল্‌ছি।

বাম। তার ভাবনা কি? মহারাজের কল্যাণে এ মন্দিরে কোন দ্রব্যে-রই অভাব নাই। বোধ করি রাজকুমারী ক্ষুধাকাতরা হয়েছেন। তা দেবীর প্রসাদ আছে, আমি আহারের আয়োজন করিগে।

অম্বা। দেবীর প্রসাদ আমাদের চিরপ্রার্থনীয়; কিন্তু এখন আমাদেরত ক্ষুধা নাই; সময়ে অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন কোরব।

বাম। না, না, সেকি কথা?

পৃথ্বী। আপনি আয়োজন করুন গে।

বাম। যে আজ্ঞে।

(বামদেবের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। আপনি রাজনন্দিনীর প্রিয় সখী, জগতের মধ্যে আপনিই সুখী।

অম্বা। সঙ্গিনী বটে, কিন্তু উনি ফুল্ল নলিনী, আমি কণ্টকী, সুখ কোথা?

পৃথ্বী। কণ্টক না থাকলে কমলের মান থাকতো না, দুঃখ না থাকলে

সুখের নাম হত না। আপনার সখির সরলতা, সুধা, আর প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখেই যখন সকলে সুখী হয়, তখন ওঁর সহবাসে আপনি আরো যে সুখী, তার সন্দেহ কি ?

অম্বা। আপনি রাজ্যেশ্বর, আপনার সকল কথাই শোভনীয় ও কমনীয়।

পৃথ্বী। ও আপনার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাপ্রকাশ। যাহক, আমার একটী বাসনা আছে, যদি অভয় দান করেন, প্রকাশ করি।

অম্বা। সে কি! আমরা আপনার দাসীর যোগ্যও নই, আমাদের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ অকল্যাণকর। আপনার কি আজ্ঞা কোর্ত্তে বাসনা হয়েছে বলুন ?

পৃথ্বী। গুজরাট-পতি কার হৃদয়সরোবরে এই কনককমলিনীকে ভাসাবেন ?

মায়া। (স্বগত) কারে ?—আমায় ?—আমার আবার বিবাহ ?

অম্বা। এখনও স্থির হয় নাই।

পৃথ্বী। রাজনন্দিনীর আগমনে আমি কত আনন্দ লাভ করেছি, তা যে প্রকাশ করি এমন ক্ষমতা নেই। আনন্দের চিহ্নস্বরূপ এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটী যদি দয়া দানে গ্রহন করেন, তা হলে চরিতার্থ হই। (অঙ্গুরী প্রদান)

অম্বা। আপনার প্রসাদ লাভ করা সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম নয়। সখি! নাও। (অঙ্গুরী প্রদান)

মায়া। (স্বগত) আমি আর কি দেব ? আমার নবীন যৌবন, জীবন, মন ওঁর করে অর্পণ কল্লেম। অঙ্গুরীটীতে কি লেখা আছে না ?—"ভুলো না আমায়"—আহা! আপনি কি ভোলবার ধন ? আপনি অন্তরের ধন, অন্তরের ধন নন।

অম্বা। সখি! দেখছি ঠাকুর যথার্থই আয়োজন কোর্ত্তে গেছেন। আজ উপবাসে থেকে কাল দেবীর চরণপূজা কোর্ত্তে হবে, আমরা কেমন কোরে আহার কোর্ত্তে পারি ? তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি আয়োজন কোর্ত্তে নিষেধ কোরে আসি।

মায়া। যেন বিলম্ব না হয়।

পৃথ্বী। (স্বগত) এইত সুসময়, মাহেন্দ্রযোগ। (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! যে মন খুলে কথা কয়, তারে লোকে কি বলে?—রাজকুমারি! নীরবে রইলেন যে?

মায়া। পণ্ডিতেরা বলেন, মনের ভাব গোপন করবার জন্যই কথার সৃষ্টি হয়েছে। আপনি মহারাজ, পরম পণ্ডিত, যে মন খুলে কথা কয়, লোকে তারে কি বলে, এ কথার প্রকৃত উত্তর দিলে আপনি ভাবতে পারেন, আমি মনের ভাব গোপন কচ্চি, তাই নীরবে আছি।

পৃথ্বী। মনোরম রূপ ও যৌবনের ন্যায় বিদ্যাধনেও যে আপনি ধনী, তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এখন আপনি বলুন, যে মন খুলে কথা কয়, লোকে তারে কি বলে?

মায়া। পাগল।

পৃথ্বী। আপনি?

মায়া। আমি তারে সরলপ্রকৃতি বলে মানি।

পৃথ্বী। কুমারি! বসন্ত-সমাগমে মলয়ানিল যেমন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, সেইমত যৌবনোদ্যমে আপনার অতুল রূপ-সৌরভও দিকদিগন্তব্যাপী হয়ে অনেক ভাগ্যবান ভ্রমরের হৃদয় পরিচালিত কচ্চে। আমিও যে দুরাশার বশম্বদ হয়ে প্রার্থনা কর্ত্তে—

মায়া। মহারাজ! বুঝেছি অধিক বলতে হবে না। কিন্তু যে শশধর অনন্ত জলধিজলে ক্রীড়া কোরেও সুখী হতে পারেন না, ক্ষুদ্র সরোবরে তাঁর আশা কেন?

পৃথ্বী। কাননে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বটে, কিন্তু ফুল্ল নলিনীর মধুর গন্ধে অন্ধ না হয়ে, কি কেউ কখন কুন্দ পুষ্পের গন্ধে আনন্দ লাভ কোর্ত্তে ইচ্ছা করে? আপনি যদি আমায় অন্তরে স্থান দেন, তা হলে ভারতের সমস্ত সুন্দরীই আমার অন্তর হতে অন্তরে থাকবে, এটী বেদবাক্যের মত জানবেন।

মায়া। পুরুষের বাক্যে কিছুমাত্রও বিশ্বাস হয় না। পুরুষেরা কঠিন আগ্নেয় পর্ব্বতের মত; উপর সুন্দর আবরণে আবরিত, কিন্তু হৃদয়ে ছলনা, কপটতা, চাতুরী, স্বার্থসাধন-আশার বাসা।

পৃথ্বী। রাজকুমারি! এই রাজমুকুট ও বীরের জীবনসদৃশ এই তরবারি আপনার পদতলে রেখে অন্তরের সহিত বলছি, আমার হৃদয় আপনা ভিন্ন কোন রমণীর নিকট অবনত নয়। আপনার জন্যে এ রাজমুকুটও পরিত্যাগ কোর্ত্তে কুণ্ঠিত নই।

মায়া। মহারাজ! প্রণয়পারিজাতলাভের জন্যে যে যেমন পুরুষ, সে সেইমত প্রতিজ্ঞা কোর্ত্তে প্রস্তুত হয়। আপনি ভারতের অদ্বিতীয় বলশালী মহারাজ, আপনি প্রেমের জন্যে রাজ্যপরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা কোর্ত্তে পারেন; ভিখারী ভিক্ষার ঝুলি পরিত্যাগ কোর্ত্তে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই দেখা যায় না।

পৃথ্বী। সুন্দরি! আমি এই মহামায়ার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, আপনার প্রত্যেক আজ্ঞাই আমি অন্তরের সহিত—যত্নের সহিত পালন কোরব।

মায়া। কেন আর প্রতিজ্ঞা কোচ্ছেন?—এর উত্তর ত আমি পূর্ব্বেই দিয়েছি।

পৃথ্বী। বরাননি! তবে কি আপনি আমায় হৃদয়ে স্থান দেবেন না? বলুন, (পাতিতজানু হইয়া উপবেশন) এই দেবীর সমক্ষে পিতার আজ্ঞায় পিতাকে বলিদান দিয়েছি, এক্ষনে বলুন, না হয়, আপনার জন্য এ জীবনকেও বলি দিই। (তরবারি নিষ্কাশন)

মায়া। করেন কি মহারাজ? (হস্তধারণ) উঠুন, উঠুন, আপনি রাজ্যেশ্বর, আমি সামান্যা রমণী, আমার জন্যে আপনার এ কার্য্য করা কখনই শোভনীয় নয়।

পৃথ্বী। আপনি বলুন আমার বাসনা কখনই বিফল হবে না।

মায়া। আমি স্বেচ্ছাচারিণী ও পিতামাতার অবাধ্য হতে, কখনই স্বীকার কোর্ত্তে পারি না।

(অম্বালিকার প্রবেশ।)

অম্বা। সখি! বৃষ্টি থেমেছে, মন্ত্রী মহাশয়ও আসচেন।

মায়া। (স্বগত) আঃ কি ব্যাঘাত! ইচ্ছা ছিল মহারাজের মন আরো পরীক্ষা করি, তা হল না। আর পরীক্ষা কোর্ত্তে বাকিই বা কি আছে?

(গজেন্দ্র দেবের প্রবেশ।)

গণেন্দ্রদেব। মহারাজের জয় হোক!

পৃথ্বী। সেনাপতি মহাশয়! আসুন। একটী কথা বলি, যদিও দৈবাধীনে গুজরাটপতির সঙ্গে আমার পূর্ব্বমত মৈত্রতা নাই, কিন্তু যখন আপনারা আমার রাজ্যে দৈবকর্ম্মে আগমন করেছেন, তখন আমার ভবনে অবস্থান না কোরলে বিশেষ অসুখী হব।

গণে। মহারাজ! শরৎকালের বারিধারার ন্যায় নৃপতিগণের মিত্রতা, শত্রুতা স্থিরস্থায়ী নয়। যদিও আপনার সঙ্গে গুজরাটপতির কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু তাত আর আন্তরিক নয়। আপনার আর গুজরাটপতির ভবনে বিভিন্ন থাকলে, আমাদের এখানেই বা আগমন হবে কেন? রাজকুমারী বিশেষ দৈবকর্ম্মের জন্য এসেছেন; সমস্ত দিন উপবাসী, কল্য প্রাতে দেবীর পূজা কোর্ব্বেন, শুদ্ধাচারে থাকতে হবে, অতএব এবিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পৃথ্বী। সমস্ত দিন উপবাসী! তবেত ওঁকে এতক্ষণ বিলক্ষণ কষ্ট দিয়েছি।

মায়া। (স্বগত) কষ্ট?—একে কষ্ট বলে? তবে সুখ কি?

অম্বা। মহারাজ! দেবীর আর আপনার চরণদর্শনেই সমস্ত কষ্ট দূর হয়।

গণে। বৃষ্টি থেমেছে, অনুমতি হয়ত এখন এঁদের নিয়ে যাই।

পৃথ্বী। যান, কিন্তু অতি অসুখী হলেম।

গণে। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আসুন।

মায়া। (স্বগত) আহা! এসুখে বঞ্চিত কল্লে কেন? আবার কবে এমন নবীন সুখ আমার ভাগ্যে লাভ হবে?

(গণেন্দ্র, মায়াবতী এবং অম্বালিকারপ্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) এ নন্দন-পারিজাত—কনককমলিনীর অঙ্গ, ভঙ্গী সকলিই মধুময়ী। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দেখলে সাগর যেমন স্ফীত হয় না, সেইরূপ এত দিন ভারতের অসংখ্য সুন্দরী দেখে আমার হৃদয়সাগর প্রকম্পিত হয় নাই। শরতের পূর্ণ শশধর যেমন সাগরকে আকুলিত করে, এই মনোরমা আমার হৃদয়সাগরকে সেইমত ঘোর আকুলিত কোরে গেলেন। এ নিধিলাভের উপায় কি?

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান (এবং বামদেবের প্রবেশ।)

বাম। কি আপদ! বড় ঘাই দেখে রুই মাছ মনে করে টোপ ফেল্‌লেম, উঠল কি না একটা কাঁকড়া! তাড়াতাড়ি আহারের আয়োজন কোর্ত্তে গেলেম, কেবল পরিশ্রমই সার! একটা পয়সা দিয়েও দেবীকে প্রণাম কল্লে না! রাজার কন্যা—গুজরাট-রাজার কন্যা এত কৃপণ! আর আমাদের রাজা, ইনি এত দিনের পর এলেন, উনিও তাই হয়েছেন। কি আপদ! যৌবনে যোগিনী যাতে না হয়, তাই এথানে পূজা কোর্ত্তে এসেছে; যোগিনী হবে না, পাগলিনী হবে। এমন আক্কেল হল না যে, সুধু হাতে দেবী দর্শন কোর্ত্তে নেই? মা উগ্রচণ্ডিকে! সাধে কি বলি যে, হয় তুমি আমাকে বলি গ্রহণ কর, নইলে পটলতোল? তোমার সেবা কোরে আমার আর কিছু হবেনা। যা হবার তা পৃথ্বীরাজের পিতা রাজা সোমেশ্বর হতে হয়েছে। এখন ঘোর কলি, এখন তোমারও মুখ ফুটে কথা কৈবার যো নেই, আমারও উপায় নেই।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরিচারিকা। শুনেছেন?

বাম। কি?

পরি। কাল গুজরাটরাজকন্যে মায়ের পূজ দেবেন। হাজার টাকা দক্ষিণে।

বাম। হাঁ, হাঁ, হাজার টাকা দেবে, একটা পয়সা দিয়েও আজ প্রণাম কল্লে না।

পরি। আমি কি মিথ্যে বলছি?

বাম। তবে চল, তাদের বাসায় গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

পরি। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আরাবলী পর্ব্বত।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্করাচার্য্য। (স্বগত) দিলেও দিতে পারেন। কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র আর্য্যাবর্ত্তের মহামান্য নরপতি। তাঁর পক্ষে দ্বিলক্ষ মুদ্রা দান অসম্ভব নয়; বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যে। যদিও তাঁরে আমি স্বধর্ম্মে দীক্ষিত কোর্ত্তে পারি নাই, কিন্তু তিনি যখন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তখন অবশ্যই দান কোরবেন। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এটী ভগবান বুদ্ধদেবের পরম আজ্ঞা। তাঁর সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে মহাপাপ। কিন্তু করি কি? অন্য উপায় নেই, কাযেই যবনসম্রাট মহম্মদঘোরীর মনস্তুষ্টি—বিশেষ ভগবান বুদ্ধদেবের মহিমা পুনঃ প্রচারের জন্যে আমাকে এই উপায়ই অবলম্বন কোর্ত্তে হচ্চে। মহারাজ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে নরপতি জয়চন্দ্রের বিলক্ষণ জাতক্রোধ স্থাপন করা গেছে। যবনসম্রাট আমারে যা দান কোর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা পেলে আমাকে অন্য কারও আর মুখাপেক্ষা কোর্ত্তে হবে না। যবনসম্রাট যে কয়বার ভারতে এসেছেন, প্রাণপণে সহায়তা করেছি। আমারই দুর্ভাগ্য, তাই তিনি গতবারের যুদ্ধে জয় লাভ কোর্ত্তে পেলেন না। কিন্তু এবার নিশ্চয় তিনি ভারতজয়ী হবেন। এবার তাঁর জয়লাভের সহায়তা কোর্ত্তেও ত্রুটি কচ্চি না। জাতীয় বিচ্ছেদ যতদূর হওয়া সম্ভব, তা কোর্ত্তে কুণ্ঠিত নই। জয়চন্দ্রের সঙ্গে এক রূপত হয়েছে, এখন অন্যান্য নরপতির সঙ্গেও যাতে পৃথ্বীরাজের বিচ্ছেদ সহজে ও সত্বরে হয়, তার চেষ্টা দেখা যাক। আমার এক মাত্র সহায় ভগবান বুদ্ধদেব। আহা! যে ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ধর্ম্ম প্রায় সমগ্র ভারতে—এমন কি চীন, তাতার থেকে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; অসংখ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ, মন্দির, মঠ যাঁর মহিমা উজ্জল

করেছিল, অসংখ্য নরপতি যাঁর পদসেবা কোর্ত্তো, সেই ভগবান বোধিসত্বের ধর্ম্ম-কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি লুপ্তপ্রায় হচ্চে, আমি তাঁর শিষ্য হয়ে জীবন থাকতে কেমন কোরে এ চক্ষে দেখবো? কখনই না, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" যে উপায়ে হক, এ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কোরে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন কোর্ত্তে হবেই হবে। আমার পাপ হয় হবে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি কোনমতেই সহ্য কোর্ত্তে পারব না। পৃথু যেমন জয়চন্দ্রের হৃদয়ে দারুণ বেদনা দিয়েছেন, সেইরূপ অলক্ষ্যে পৃথুর হৃদয়ে বেদনানল প্রজ্বলিত কোর্ত্তে পারলে, জয়চন্দ্র আমায় দ্বিলক্ষ মুদ্রা দান কোরবেন। দেখা যাক, এক সূত্রে দুই কার্য্যসাধন কোর্ত্তে পারি কি না, এক আঘাতে দুই পক্ষী হত হয় কি না। মহম্মদঘোরী ও জয়চন্দ্রের বাসনা স্বতন্ত্র—এক কৌশলে সফল কোর্ত্তে পারি কি না, দেখা যাক। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" মন! এখন এই ধুয়াই সার কর—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" ভুলে যাও। ভগবান বুদ্ধদেব! ক্ষমা করুন, আপনার কার্য্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ কোরেছি; সমস্ত পৃথিবীতে আপনার জয়পতাকা উড্ডীয়মান না হলে ক্ষান্ত হব না। বেলাও যে দেখ্‌ছি অবসান হয়ে এল; ঐ যে সূর্য্যদেব লোহিতবরণে অস্তাচলে গমন কোচ্চেন। আর বিলম্বের আবশ্যক কি? শীঘ্র শীঘ্র এখন দিল্লীতে উপনীত হতে পারলেই মঙ্গল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই। নেই বা হল, ক্ষতি কি? বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ কোল্লেই পাপ, রোগ, শোক দূর হয়, ক্ষুধা কোন ছার? ঐ অদূরে ঝরণা রয়েছে, জল পান করে ক্ষুধা শান্তি করিগে। (ঝরণায় জলপানোদ্যত) না, পান করা হল না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মত কি প্রবাহিত হচ্চে। না, ও কঙ্কর। না—না—সূর্য্য-রশ্মিতে ওরূপ দেখাচ্চে। (ঝরণায় জলপান)

(নেপথ্যে—পালা—পালা)

অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি—কি?

(একজন ব্যাধের প্রবেশ।

ব্যাধ। পালা—পালা।

শঙ্ক। কেন? বাপু!—কেন?—কেন?—কি হয়েছে?

ব্যাধ। বাঘ, বাঘ, পালা।

শঙ্ক। বাঘ! কোথা?—কোথা?—জয় বুদ্ধদেব! রক্ষাকর, রক্ষাকর! কোথায় বাঘ বাপু? আমায় ধর।

ব্যাধ। (উচ্চৈস্বরে) কাস্তে রে!—

(নেপথ্যে ও)

শঙ্ক। একি!—তুমি কে?

ব্যাধ। পালা, পালা, বাঘ।

(বেগে ব্যাধের প্রস্থান।)

শঙ্ক। কি বিপদ!—ভগবান বুদ্ধদেব! রক্ষা করুন। এখন যাই কোথায়? বাঘটা কি এই দিকে আস্‌চে? অ্যাঁ!—যাই কোথা? ভগবান বুদ্ধদেব! রক্ষা করুন। কি বিপদ! ঐ যে, ঐ আস্‌চে, ঐ বাঘ নে আস্‌চে।

(মৃত ব্যাঘ্রস্কন্ধে দুইজন ব্যাধের প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল খেমটা।

পীরিত করে নয়ানজলে ভেসতেছে পরাণ।
আড়াল থেকে উঁকি মেরে বিঁধছে বুকে বাণ।
কয়না কথা ডাকলে পরে,
নবীন যৈবনের ভরে,
হেলে দুলে যায় সে চলে ঢেকে চাঁদবয়ান।

শঙ্ক। আরে একি?

প্রথম ব্যাধ। বাঘ।

শঙ্ক। হত্যা করেছ নাকি?

প্র—ব্যা। হাঁ।

শঙ্ক। করেছ কি? জীব হত্যা! ছি ছি! তোমরাত মহাপাতকী। অহিংসা পরমোধর্ম্ম, তোমরা কি জান না? জীবহত্যায় যে মহাপাপ।

দ্বিতীয় ব্যাধ। রেখে দে মহাপাপ। এইনই যে এক কামড়ে অক্কা পাইয়ে দিত, তখন মহাপাপ কোথায় থাকত?

শঙ্ক। সে কি কাযের কথা ?

প্র—ব্যা। কাযের কথা কেন হবে ? তখন বাঘের নাম শুনে, ভালুকের কম্পজ্বরের মতন কাঁপছিলে কেন ?

দ্বি—ব্যা। ও সব কথা রেখে দে, এখন চল।

শঙ্ক। না বাপু ! তোমরা বুদ্ধদেবের নাম লও, জীবহিংসা কোরনা, জীবহিংসায় মহাপাপ।

দ্বি—ব্যা। আঃ—কি ধর্ম্মশিক্ষে দিতে এলেন ! আমাদের বুদ্ধ নেই যাও, যাও।

শঙ্ক। বুদ্ধিত নেই, বলি ভগবান বুদ্ধদেবের নাম লও।

দ্বি—ব্যা। রেখে দে তোর বুদ্ধু, বুদ্ধু ; সারাদিনটে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান গেল, একটা হরিণও পাওয়া গেল না। ঘরে গিয়ে খাব কি তার ঠিক নেই, চলরে চল।

(ব্যাধদ্বয়ের প্রস্থান।)

শঙ্ক। এরা মহাপাতকী। ইতরশ্রেণীর মানবদের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে হবে ?—আমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সন্ধ্যা হয়ে এল, অন্ধকারে আবার পদদ্বারা কীটাদি হত্যা কোরব, এই বেলা যাই।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—রাজোদ্যান—গোলাবকুঞ্জ।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) উপায় কি ? জড়জগতের প্রত্যেক দ্রব্যই যেমন পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণীশক্তিবলে স্থানছাড়া হয় না, তেমনি সুন্দরীর সংমিলনরূপ আশাই আমার জীবনকে দেহে আকর্ষণ কোরে রেখেছে, নইলে এত দিনে পতন হত। সহস্র শত্রুমধ্যে—ঘোর সংগ্রামমধ্যে পতিত হয়ে আমার

হৃদয় যতদূর ব্যাকুলিত না হয়েছে, একমাত্র মায়াবতীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনাবধি তদপেক্ষা সহস্র গুণে আকুল। শাণিত অসির প্রভা দর্শনে যে নয়ন সতত ইচ্ছুক, সেই নয়ন এখন কেবল হৃদয়বাসিনীর মধুর মূর্ত্তিই দর্শন কোচ্চে। অঙ্কশাস্ত্র যেমন সর্ব্বময়, সেইমত নয়ন কেবল হৃদয়ে নয়, জগতের যে দিকে যে পদার্থে দৃষ্টিপাত কোচ্চে, সেই দিকেই—সেই পদার্থেই দেখচে, যেন মধুরহাসিনী, কোমল ভুজবল্লী বিস্তার কোরে, আলিঙ্গন কোত্তে আসচেন। আবার কখন কখন দেখছে, প্রেয়সী, যেন যোগিনী হয়ে, পুণ্ডরীকমালা নিয়ে প্রেমনাম জপ কচ্চেন। আহা! সে মূর্ত্তি কি কমনীয়!—যে শ্রবণযুগল, যুদ্ধাবশেষে জয়ী সৈন্যগণের "ভারতের জয়" গান শুন্‌তে একান্ত অভিলাষী, সেই শ্রবণযুগল এখন কেবলমাত্র সেই প্রাণপ্রতিমার মধুময়ী নাম শুনতেই ব্যস্ত! যে হৃদয়, কেবল প্রজাপালন-চিন্তায় মত্ত ছিল, সে হৃদয়ে এখন সে চিন্তা নেই—এখন কেবল মিলন-চিন্তা। মন আর এখন আমার নয়, মনের গতি এখন আকাশের ন্যায়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্চে, সাগরতরঙ্গের মতন আবার আর একটী কল্পনা এনে সেটীকে ত্যাগ কর্চ্চে, কিন্তু যাতনা, আর সহ্য হয়না। প্রেমের যাতনা অসহ্য। রোগের যাতনা, দুঃখের যাতনা, শোকের যাতনা, সকল যাতনাপেক্ষা প্রেমের যাতনাই ভয়ঙ্কর—প্রাণহর। উঃ! প্রেমের কি কঠোর শাসন! সকল রোগের অসংখ্য ঔষধ আছে, কিন্তু প্রেমরোগের এক বই দুই ঔষধ নাই, তাও দুর্লভ।

(একজন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা কচ্চেন।

পৃথ্বী। কে?—শঙ্করাচার্য্য? আসতে বল।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

হাঁ, সুযোগ বটে, শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে ভারতের সকল রাজারই প্রণয়—সর্ব্বত্রই গতি আছে। তাঁর দ্বারা এ কার্য্যসাধন হলে হতে পারে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্করাচার্য্য। মহারাজের জয় হউক। বুদ্ধদেব মঙ্গল করুন।

পৃথ্বী। আসুন।

শঙ্ক। মহারাজ! আজ এমন বিমর্ষভাবাপন্ন দেখছি কেন? শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট উপস্থিত হয়নিত?

পৃথ্বী। কষ্ট নেই বটে, কিন্তু—

শঙ্ক। আমাকে আপনার উন্নতিকামুক ভিন্ন শত্রু ভাববেন না। যদিও আমার রাজগিরিরাজ্য বহুকাল হতে আপনার রাজ্যভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর রাজ্যশাসন-বাসনা নেই, বুদ্ধদেবের চরণপূজাই আমার বাসনা— জীবনের কার্য্য।

পৃথ্বী। তা বিলক্ষণ অবগত আছি; আপনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বপ্রিয় এবং ভক্তিভাজন। রাজপুত্র হয়ে, যখন একমাত্র ধর্ম্মপ্রচারই আপনার জীবনের কার্য্য হল, তখন আপনার তুল্য পুণ্যাত্মা আর কে আছে?

শঙ্ক। ও কথা মহারাজের অনুগ্রহপ্রকাশক।

পৃথ্বী। আমার একটী কার্য্যে আপনার অনুগ্রহ বিশেষ আবশ্যক হচ্চে।

শঙ্ক। আপনার কার্য্যের জন্য জীবনকে উৎসর্গ কোর্ত্তেও কুণ্ঠিত হই না।

পৃথ্বী। কার্য্যটী গোপনীয়। আপনার দ্বারা সাধিত হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

শঙ্ক। আজ্ঞা করুন।

পৃথ্বী। গুজরাটপতি ভীমদেবের কন্যা ময়াবতী অনুঢ়া—

শঙ্ক। তা জানি।

পৃথ্বী। তাঁর পানিগ্রহণপ্রত্যাসী হয়েছি।

শঙ্ক। অতি আনন্দের বিষয়। আপনি ভারতভূমির সর্ব্বপ্রধান নরপতি, মহাবীর, অতুল ক্ষমতাবান; গুজরাটপতির পরম সৌভাগ্য যে, আপনি তাঁর নন্দিনীর পাণিগ্রহণ কোর্ত্তে অভিলাষী হয়েছেন।

পৃথ্বী। আমি এই দুই খানি পত্র লিখে রেখেছি। আপনি অনুগ্রহ করে এই খানি গুজরাটপতিকে আর এই খানি কোন কৌশলে তাঁর কন্যার করে প্রদান কোরবেন। এক্ষণে ভীমদেবের সঙ্গে আমার তত প্রণয় নেই বটে, জয়চন্দ্রের সহিত গত যুদ্ধে যদিও তিনি আমার অনেক অনিষ্ট করেছেন, কিন্তু তাতে আমি তাঁর প্রতি কুপিত নই। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে মধ্যস্থ

হলে, কোন বিঘ্ন না হতে পারে। (পত্রদ্বয় দান) আপনি একার্য্য সাধন কল্লে, আপনার ধর্ম্মোন্নতির জন্যে আমি বিশেষ সাহায্য কোরব।

শঙ্ক। ভগবান বুদ্ধদেবের করুণায় এ কার্য্য অবশ্যই সফল হবে। গুজরাট-পতি অবশ্যই আপনারে কন্যাদানে সম্মত হবেন। জ্ঞান, বিদ্যানেরই লভ্য।

পৃথ্বী। মায়াবতীর পত্র খানি অতি সংগোপনে, সাবধানে প্রদান কোরবেন। তিনি কি উত্তর দেন, তা জানবার জন্যে নিতান্ত উৎসুক হইলেম।

শঙ্ক। (স্বগত) বুদ্ধদেবের অপার মহিমা! কেমন সুযোগ উপস্থিত! এর দ্বারা জয়চন্দ্র ও যবনসম্রাট উভয়েরই বাসনা সফল হতে পারবে। এখন দেখা যাক, কি হয়।

পৃথ্বী। এখন আর বিলম্বের আবশ্যক কি?

শঙ্ক। কিছুই না, আমি এ কার্য্য সম্পন্ন কোরে, সত্বরেই শুভ সংবাদ লয়ে আসব।

পৃথ্বী। আপনার পাথেয় যা কিছু আশ্যক, কোষাগারাধ্যক্ষের নিকট হতে লয়ে যাবেন। বিলম্ব যেন না হয়।

শঙ্ক। যে আজ্ঞা।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) দেখা যাক, এখন কি ঘটে। গুজরাটপতি যদি একান্তই তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ না দেন, শেষে এই তরবারি অবলম্বন কোরব। কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমুঞ্জরীকে যে ভাবে অর্জ্জন করা গেছে, শেষে না হয় সেই উপায়ই অবলম্বন করা যাবে। জগতে এমন নরপতি নেই যে, পৃথ্বীরাজের মস্তককে অবনত করে। ভারতের সমস্ত নরপতি যদিও অসাক্ষাতে আমার নিন্দা করে, কিন্তু সকলেই বশীভূত—এই তরবারির বশীভূত। গুজরাটপতি আমার নিকট জম্বুকসমান। আমার প্রার্থনা বিফল করেন, তাঁর এমন সাহস কখনই হবে না।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মন্ত্রী মহাশয় দ্বারে অপেক্ষা কচ্চেন।

পৃথ্বী। আঃ! মন্ত্রী আমায় পাগল কোরলে। আসতে বল।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

যে দিন সেই মায়াবতী হৃদয় অধিকার করেছেন, সেই দিন অবধি হৃদয়ে রাজা-চিন্তা যেন শূলবিদ্ধ কোচ্চে।

(কৃষ্ণ রাওয়ের প্রবেশ।)

কি সংবাদ বল ?

কৃষ্ণ রাও। ঈশ্বরের কল্যাণে আপনার সকলই সুসংবাদ।

পৃথ্বী। তা জানি, এখন কি আবশ্যক বল ?

কৃষ্ণ। চরমুখে অবগত হলেম, মহম্মদঘোরী পুনরায় অসংখ্য সৈন্য লয়ে ভারতে উপস্থিত।

পৃথ্বী। মহম্মদঘোরী ?—

কৃষ্ণ। আজ্ঞা হাঁ।

পৃথ্বী। মহম্মদঘোরী ?—

কৃষ্ণ। এবার নানা দেশ থেকে অগণ্য বলশালী সৈন্য সংগ্রহ কোরেছে।

পৃথ্বী। সৈন্য লয়ে কি কোরবে ? সমরাগ্নিতে প্রাণত্যাগ ?

কৃষ্ণ। ঈশ্বর করুন তাই হক। এবার অসংখ্য সিথিয়ান সৈন্য সংগ্রহ কোরেছে।

পৃথ্বী। সিথিয়ান সৈন্য ? অতি উত্তম। মহম্মদঘোরীর কি লজ্জা নেই ? বার বার রণে পরাজিত হয়ে, আবার কোন্ সাহসে যুদ্ধ কোর্ত্তে উপস্থিত ? এবার নিশ্চয়ই অসিকে তার রক্তপান করাব।

কৃষ্ণ। মহম্মদ, সিন্ধুনদীতীরে উপনীত হয়েছে, মহারাজের এই সময় হতে যুদ্ধের আয়োজন করা——

পৃথ্বী। মন্ত্রি! তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ ? জম্বুকশিকারে সিংহের আবার আয়োজন কি ? তুমি কি জান না, পৃথু মনে করলে এই অসি দ্বারা সমস্ত জগৎ পরাজয় কোরতে পারে ? তুমি কি জাননা, পৃথুর নামে প্রত্যেক বীরের হৃদয় কম্পিত হয় ? স্বাধীনতা ভারতের চিরস্থায়ী ধন—ঈশ্বরদত্ত ধন ; জগতে এমন কে আছে যে, জননী ভারতভূমির গলে অধীনতাশৃঙ্খল প্রদান করে ? ভারতবাসীরা কি মৃত ? না যবনের ন্যায় অসভ্য বন্য মেষ ? মন্ত্রি ! তুমি ভ্রমেও ভেবোনা যে পৃথুর করে তরবারি থাকতে, দুরাত্মা যবন, ভারতকমলিনীকে দলন কোরতে পারবে। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর না।

কৃষ্ণ। মহারাজ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু মহম্মদ না কি এবার মহাবীরদর্পে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আসচে, তাই—

পৃথ্বী। তাই কি?—যখন আসবে তখনকার কথা; এখন সে সিন্ধুনদী-তীরে, বহু দূরে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) গতিক ভাল নয়। ভারতলক্ষ্মী নিশ্চয় চঞ্চলা হয়েছেন। নইলে যে পৃথ্বীরাজ সংগ্রামের নাম শুনলে আনন্দে অসিকে চুম্বন কোরতেন, সেই বীর আজ নিরুদ্যম! সংগ্রামে বিরক্তি! কি ভাবনায় যে ওঁকে আজ কদিন ধরে বিমর্ষ দেখছি, তা স্থির কোরতে পাচ্চি না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ!—

পৃথ্বী। কি বল? আমি অধিক কথা শুনতে চাই না।

কৃষ্ণ। মহারাজ! কান্যকুব্জপতির সঙ্গে যুদ্ধে আপনার একশত আট-জন সেনাপতির মধ্যে আটষট্টিজন জীবিত আছেন! অনেক সৈন্যও নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় নিরুদ্যমে কাল যাপন করা শোভা পায় না। বিশেষ এখন জয়চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন জাতীয় শত্রুও বৃদ্ধি হয়েছে।

পৃথ্বী। মন্ত্রি! আমি কোন কথা শুনিতে চাই না। তোমার যা ইচ্ছা করগে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) সম্পূর্ণ বিপদ! কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমুঞ্জরীকে হরণকরাবধি ওঁর অন্তঃপুরেই সিংহাসন স্থাপিত হয়েছিল, এখন আবার আর একটী নবীন ভাবাপন্ন দেখছি। মা ভারত ভূমি! তোমার মুখকমল মুদিত হয়ে এল দেখছি! আর্য্যরাজপতাকা দেখছি আর তোমার বক্ষে শোভিত হয় না!

(কৃষ্ণ রাওয়ের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্যের আসতে বোধ করি অধিক বিলম্ব হবে না। গুজরাটপতির সঙ্গে জয়চন্দ্রের অধিক সৌহার্দ্দ বটে, কিন্তু সে কি এই অসির ভয়ে কন্যাদানে স্বীকৃত হবে না? অবশ্যই হবে। সন্ধ্যা হয়ে এল দেখছি। এই যে চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে উদয় হচ্চেন। আজ পূর্ণিমা, তাই পূর্ণরূপে উদিত হচ্চেন।

(আকাশে পূর্ণচন্দ্রোদয়।)

(নেপথ্যে বৈতালিক কর্তৃক গীত।)

রাগিণী খট,—তাল ঢিমা তেতালা।

আইল রজনী, ধরিল ধরা ধনী,
চারুবেশ উল্লাসে।
বিমল আকাশে, বিধু মৃদু হাসে,
কিবা বিভা বিকাশে!
নবীন সোহাগে, প্রেম-অনুরাগে,
ডাকিছে কুমুদী ঐ——
মলয়াহিল্লোলে, কিবা হেলে, দোলে,
সুখসাগরে ভাসে।
মধুলিহকুল, বিকচ মুকুল,
চুমিছে করি গুণ গুণ—
যুবকযুবতী, প্রমোদিতমতি,
রত প্রেমবিলাসে।

পৃথ্বী। সকলে বলে মধুর সংগীতে পশু পক্ষীর-হৃদয়কেও মোহিত করে, কিন্তু কৈ? আমার বিরহানলদগ্ধহৃদয়কেত শীতল কোরতে সমর্থ হল না। পৃথিবীতে মিলন ভিন্ন প্রণয়যাতনার দ্বিতীয় ঔষধ নেই। যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিগে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

গুজরাট—রাজঅন্তঃপুর—সংগীতশালা।

(মায়াবতী বীণাহস্তে আসীনা।)

মায়াবতী। (স্বগত) বায়ুশূন্য স্থান যেমন এ জগতে নেই, চিন্তাহীন মানুষ তেমনি এ জগতে দেখা যায় না। কি মহারাজ, কি তপাচারী যোগী, কি ধনী, কি ভিক্ষুক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয় সদাই এক একটী চিন্তা অধিকার কোরে আছেই আছে। সকলের চিন্তা সমান নয়; কেউ চিন্তাদ্বারা সুখলাভ করে, কেউ দগ্ধ হয়। রাজার রাজ্যচিন্তা, ভিক্ষুকের অন্নচিন্তা, যোগীর ঈশ্বরচিন্তা; প্রেমিক প্রেমিকার মিলনচিন্তার ফলাফল বিভিন্ন। সকল চিন্তার চেয়ে মিলনচিন্তাই জীবকে অধিক জীবন্মৃত করে। আমি কি ছিলেম, আর এখন কি হয়েছি! আমি সেই রাজনন্দিনী মায়াবতী—আমি সেই সকল সুখ, সচ্ছন্দতাই ভোগ কচ্চি, কিন্তু এখন যেন আমি সে মায়াবতী নই। পিতা, মাতা, সখী, সকলেই বলচেন, "সে মায়াবতী নয়" কেন নয়?—এ কথার উত্তরে বলেন, "আকৃতি, বর্ণ বিষণ্ণ" কেন বিষণ্ণ? তা জানেন না। একজনের জন্যে—এক ধনের জন্যে—সে ধন দুর্লভ। সে ধনে ধনী হব কি না, মা উগ্রচণ্ডিকাই জানেন। এখন উপায়?—নিরূপায়। কবিরা বলেন, "অবলা রমণীর উপায়—সম্বল—মান" এখন আমি মানিনী হলে কি আমার আশা সফল হবে? কখনই না। কার উপর মান করব?—আমাদের উপায় নেই। আমাদের উপায় মা উগ্রচণ্ডিকার চরণ কমল; তিনি যা করেন তাই উপায়। কাল হৃদয়রাজকে স্বপ্নে দেখেই যখন নিদ্রা ভঙ্গ হল, তখন দেখলেম, যেন মা উগ্রচণ্ডিকা আমার করে ধরে বলচেন "বাছা! ভয় নেই, যোগিনী হবে, বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" তবে আমি কি যোগিনী হব? না—না, কেন হব? হৃদয়রাজের জন্যে? যৌবনে

যোগিনী হব? হলেমই বা; যোগিনী হলে যদি তাঁকে পাই, তা হলে কেন পাগলিনী হয়ে এখানে মিছে দগ্ধ হই? আমি যোগিনী হব, তিনি?—সেই মনোচোর?—তিনি কি যোগী হবেন? ছি! কি দুরাশা! তিনি রাজরাজেশ্বর, তিনি এই পাপিনীর বাসনায় যোগী হবেন! কি দুরাশা!

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

রেখেছি প্রাণ যতন করে প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব বলে।
পোড়া বিধি হয়ে বাদী ভাসালে নয়নের জলে!
মনের আশা ভালবাসা,
সে আশা হল নিরাশা,
মিট্‌ল না প্রেম-পিপাসা; প্রাণ জ্বলে যাতনানলে।

(অম্বালিকার প্রবেশ।)

অম্বালিকা। একি!—সখি! কাঁদচ নাকি? আহা! তোমার সকল কাজেরই যে শোভা দেখতে পাই? তোমার যেমন রূপের শোভা, গুণের শোভা, তেমনি রোদনেরও শোভা দেখছি। লোকে বলে, কমলে কমল জন্মে না. সে কথা আমি আর বিশ্বাস করিনা। একে তোমার বদনকমলে নয়নকমল শোভা পাচ্চে, তাতে আবার সেই নয়নকমল হতে বিন্দু বিন্দু কমল পোড়ে কত শোভাই বিস্তার কচ্চে! ঠিক যেমন হিমালয়ের হেম-শিখরে রক্তিম আকাশের আভা পোড়েছে, আর সেই শিখর থেকে ধীরে ধীরে অমল জল পোড়ে শোভা বিকাশ কচ্চে!

মায়া। আমি জান্‌তেম, তুমি আমার প্রিয়সখী, কিন্তু ব্যাভারে পরিচয় দিচ্চ যেন, ঘুঁটে পুড়চে, গোবর হাসচে।

অম্বা। ঠিক কথা, আমার ভুল হয়েছে। আমিও তবে তোমার মতন কাঁদি?

মায়া। কাঁদ।

অম্বা। চক্ষে জল আসে না যে?—লঙ্কা দেব কি?

মায়া। শুনেছি ভারতের এক জাতি, কোন আত্মীয় মলে, কাঁদবার জন্যে লোক ভাড়া করে আনে। আমিত তোমায় সেরূপ আনিনে।

অম্বা। তবে হাসি?

মায়া। হাস।

অম্বা। (হাস্য)

মায়া। তোমার সঙ্গে কথায়—কার্য্যে পেরে ওঠা অসাধ্য।

অম্বা। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি! অতি সুসংবাদ পেয়েছি।

মায়া। কার?

অম্বা। আমার।

মায়া। কি?

অম্বা। আমার বিয়ে হবে।

মায়া। বর কে?

অম্বা। যম।

মায়া। ঘটক?

অম্বা। পোড়া মদন।

মায়া। কবে বিয়ে হবে?

অম্বা। চুল পাকলে, দাঁত পড়লে।

মায়া। অনেক বিলম্ব।

অম্বা। আর যদি আজ হয়?

মায়া। বাঁচি।

অম্বা। আমি মলে তুমি বাঁচ?

মায়া। হাঁ।

অম্বা। তবে আমি মরিগে?

মায়া। মরগে।

অম্বা। আমি মলে তুমি কি কোরবে?

মায়া। সমরণে যাব।

অম্বা। আমায় দেখতে পার না, আমার সমরণ?

মায়া। তা বল্লে কি হয়? পৃথিবীতে এখন তুমি আর তিনি ভিন্ন আমার আর কেউ নাই। তুমি যত দিন আছ, তত দিন প্রাণের আশা ছাড়তে পাচ্চিনে। তুমি মলেই আমিও মরব, সকল ভাবনা, যাতনা দূর হবে। আরত যাতনা সইতে পারি না। কেবল তোমার কথাতেই জীবন ধরে আছি।

অম্বা। পৃথ্বীরাজ এখানে দূত পাঠিয়েছেন।

মায়া। অ্যাঁ?—দূত?—কেন?

অম্বা। আমাকে বিয়ে কোরবেন বলে।

মায়া। না সই! তোর পায়ে পড়ি, সত্য বল কে এসেছে?

অম্বা। শঙ্করাচার্য্য।

মায়া। তবে মিথ্যা কথা।

অম্বা। কেন?

মায়া। শুনেছি শঙ্করাচার্য্য রাজগিরির রাজা। পৃথ্বীরাজের মাতুল দিল্লীপতি রাজা জীবন সিংহ তাঁরে রাজ্যচ্যুত করেন। শঙ্কর সিংহ সদাই বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্যে—প্রজাদের বৌদ্ধ করবার জন্যে অত্যন্ত উপদ্রব করায়, জীবন সিংহ তাঁরে রাজ্যহীন করেন। তিনি যে, সেই শত্রুর ভাগিনেয় পৃথ্বীরাজের দূত হয়ে আসবেন, এ কথা বিশ্বাস হয় না।

অম্বা। সত্য বটে পৃথ্বীরাজের মাতুল তারে রাজ্যচ্যুত করেছেন, সত্য বটে রাজা শঙ্কর সিংহ এখন আচার্য্য উপাধি নিয়েছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মনের ভাব এখন সেরূপ নেই, এখন তিনি যোগীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ও বৌদ্ধধর্ম্মোন্নতির জন্যে জীবনকে নিযুক্ত করেছেন, ভ্রমেও আর রাজ্য-কামনা করেন না। যদিও করেন, তা সফল হওয়া কঠিন। শুনেছি শত্রুর ভাগিনেয় বলে অনিষ্ট করা দূরে থাক, বরং সতত পৃথ্বীরাজের মঙ্গলচেষ্টাই করেন।

মায়া। তা তিনি এখানে এসেছেন কেন?

অম্বা। ঐ যে বল্লেম, আমার বিয়ের জন্যে।

মায়া। না সই! তোমার পায়ে ধরি, বল?

অম্বা। তোমার বিয়ের জন্যে মহারাজকে পত্র লিখেছেন।

মায়া। কে বল্লে ?

অম্বা। আমি এই শঙ্করাচার্য্যকে দেখে এলেম।

মায়া। তিনি তোমায় কি বল্লেন ?

অম্বা। তোমাকে পত্র লিখতে বল্লেন।

মায়া। কাকে লিখব ?

অম্বা। পৃথ্বীরাজকে।

মায়া। তিনি কি কোন পত্র দিয়েছেন ?—তার কি উত্তর দিতে হবে ?

অম্বা। না, আগে তোমায় লিখতে হবে।

মায়া। তা লিখব ; তিনি কোন পত্র দিয়েছেন কি ?

অম্বা। বল্লেন, দিয়েছিলেন, আন্‌তে ভুলে গেছেন।

মায়া। তবে পৃথ্বীরাজ দাসীকে ভোলেন নাই ?

অম্বা। বাক্য কি অর্থ ভুলে থাকে ?

মায়া। পৃথ্বীরাজ কেমন আছেন ?

অম্বা। বড় ব্যারাম।

মায়া। বল কি ?—কি হয়েছে ?

অম্বা। ক্ষুধা পেলেই আহার করেন, রজনীতে নিদ্রা যান !

মায়া। তুমি কি আর পরিহাসের সময় পেলে না ?

অম্বা। সুখের সময়েই পরিহাস শোভা পায়। এত দিন অন্তর কাঁদছিল, এখন অন্তর আনন্দে ভাসছে।

মায়া। যতক্ষণ না অন্তরে অন্তরে মিশবে ততক্ষণ সুখ কোথা ?

অম্বা। যখন মিশবে, তখন আমার পরিহাসও বাড়বে।

মায়া। এখন কি করি বল ?

অম্বা। খাঁচা খুলে বসে থাক।

মায়া। তার পর ?

অম্বা। পাখী এসে ধরা দেবে।

মায়া। পরে ?

অম্বা। দাঁড়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াবে।

মায়া। আর ?

অম্বা। রাধাকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে "মায়াবতী" বলাবে।

মায়া। তুমি কি কোরবে?

অম্বা। তুড়ি দিয়ে নাচাব।

মায়া। পার্‌বে?

অম্বা। নাচাতে হবে না, আপনিই নাচবে।

মায়া। কারণ?

অম্বা। মেঘ দেখলেই ময়ূর নাচে।

মায়া। আমি কি মেঘ?

অম্বা। নয়ত কি?

মায়া। কৈ, আমিত বর্ষণ করি না?

অম্বা। না, তা কর্‌বে কেন? যে দিন থেকে উগ্রচণ্ডার মন্দিরে চারি চক্ষে শুভদৃষ্টি হয়েছে, সে দিন থেকে আমিই কেবল কাঁদি, না?

মায়া। তা যেন হল, মেঘে দামিনী দেখা দেয়, তা কৈ?

অম্বা। ঐ যে, আমি যখন তাঁর নাম করি, তখন যে মুচকে হাস।

মায়া। মেঘে চন্দ্রোদয় হয়, তা কৈ?

অম্বা। বদনখানি কি?

মায়া। চকোর?

অম্বা। চঞ্চল চক্ষু দুটী।

মায়া। তারা?

অম্বা। কুন্দ দন্তগুলি।

মায়া। মেঘত কাল আমি তবে তাই।

অম্বা। কাযেই।

মায়া। কিসে?

অম্বা। ভেবে ভেবে।

মায়া। মেঘত পৃথিবীতে বর্ষণ করে, আমি?

অম্বা। তোমার হৃদয় পৃথিবী।

মায়া। পৃথিবীতে সকলেরই অধিকার আছে, আমার হৃদয়ে তা নেই।

অম্বা। ওকথা শুনিনে, দয়া সকল জীবকেই তোমার হৃদয়ে স্থান দেয়।

মায়া। তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠা ভার। এখন কি কর্‌তে হবে বল?

অম্বা। পত্র লেখ।

মায়া। কি লিখব?

অম্বা। আমি বলে দিচ্চি।

মায়া। বল?

অম্বা। লেখ, "মহারাজ! গত কল্য রজনীতে আমার বিবাহ হইয়াছে। আশা পরিত্যাগ করুন।"

মায়া। তোমার মুখে আগুন।

অম্বা। তা হলে কত মজা কর্‌তেম।

মায়া। কি? কি?

অম্বা। আদ্‌পোড়া মদনকে একেবারে পোড়াতেম।

মায়া। আর?

অম্বা। সুন্দর পুরুষদের মুখগুলো ঝোলসে দিতেম।

মায়া। তাদের দোষ কি?

অম্বা। তোমাদের মতন যুবতীদের পাগল করে।

মায়া। সকলকেই কি করে?

অম্বা। সকলেই সকলকে করে।

মায়া। তোমায় কে করেছে?

অম্বা। আগেই বলেছি যমে।

মায়া। যমের ত আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই যে, তোমায় নিয়ে টানাটানি করবে।

অম্বা। তাত বোঝ না, আমায় নিলে, তুমি আর পৃথ্বীরাজ মিলন বিনে খেদে কেঁদে মর্‌বে, তা হলে তার দুটো শিকার লাভ হবে। আমি থাক্‌লে না হবার সম্ভাবনা।

মায়া। ও কথা মুখের, কাজের কই?

অম্বা। হাতে দৈ, পাতে দৈ, তবু বল কই কই? এই বল্লেম দূত এসেছে, আবার বল কই? ছি সই!

মায়া। তবে আমি পত্র লিখি?

অম্বা। লেখ, আমি ততক্ষণ দূতের সঙ্গে দু একটা কথা গড়াপেটা করে আসিগে।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

মায়া। (স্বগত) কি লিখব?—তিনি পত্র দিয়েছিলেন, দূত হারিয়ে এসেছে। আমারি অদৃষ্ট! তিনিও খুঁজে খুঁজে দূত পেলেম না, এক বুড় বৌদ্ধ পুরুতকে দূত কোরে পাঠালেন! এখন কি লিখি?—(পত্র লিখন) পড়ে দেখি কি লেখা হল। (পত্র পাঠ) "প্রাণেশ্বর! সত্য সত্যই কি আপনি আমার? সত্য সত্যই কি দাসীরে চরণে স্থান দিবেন? আপনি ভারতচূড়ামণি, আমি গুণহীনা অবলা—আপনার শ্রীচরণে স্থান প্রার্থনা আমার দুরাশা। যে দিন দেবী উগ্রচণ্ডিকার মন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ, সেই দিন সেই শুভ দিন—"

(ভীমদেব, শঙ্করাচার্য্য এবং গণেন্দ্রদেবের প্রবেশ।)

ভীমদেব। পাপিনি! আমার মস্তক অবনত করবার জন্যেই কি তুই জন্ম গ্রহণ করেছিলি? করেছিস কি?

মায়া। কেন পিতা!—কি করেছি?

ভীম। আবার কি?—বংশের অপমান! নির্ম্মল বংশে কলঙ্ক! হতভাগিনি! আমি কি কলঙ্ক অর্জ্জনের জন্যে তোকে আজমীরে পাঠিয়েছিলাম?

মায়া। আমিত কিছু করিনি।

ভীম। একি? দেখ, (পৃথ্বীরাজের পত্র প্রদান) পাপিষ্ঠ পৃথ্বীরাজ কি লিখেছে দেখ।

মায়া। (স্বগত পত্রপাঠ)। আমি এর কিছুই জানি না।

ভীম। আবার না! ও কি লিখছিলি, দেখি, (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) এ কারে লিখছিলি? হতভাগিনি! নারীহত্যা মহাপাপ, তাই তোর প্রাণদণ্ড রহিত হল, কিন্তু আর তোর নিস্তার নেই। সেনাপতি! এই দেখ কুলকলঙ্কিনী কি লিখেছে। (পত্র দান) দুশ্চারিণি! তুই আমার কন্যা হয়ে জগতে কলঙ্ক কিন্‌লি! তোর বিবাহের জন্যে আমি কি না করছি বল?

তোর যদি একান্তই সেই লম্পট পৃথুকে বিবাহ কোরতে ইচ্ছা হয়েছিল, আমাদের জানালিনি কেন? গুপ্তপ্রেমে মত্ত হয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি। ভারতে এ কথা প্রকাশ হলে, আমার কি অপমানের শেষ থাক্‌বে? তুই জানিসনে পৃথ্বীরাজ আমার পরম শত্রু, কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের কন্যাকে হরণ করাবধি তার সঙ্গে কত বিবাদ হয়েছে? পাতকিনি! কেবল তোর মঙ্গলের জন্যেই গোপনে তোকে আজমীরে পাঠিয়ে ছিলেম, তুই যে এমন সর্ব্বনাশ কর্‌বি, তা ভ্রমেও ভাবি নাই। এখন তোর আর মৃত্যু ভিন্ন মঙ্গল নেই। সেনাপতি! কি জন্যে তোমায় এর সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলাম? অপমান সঞ্চয়ের জন্যে?

গণেন্দ্র। আমি সততই রাজকুমারির সঙ্গে থাকতেম, এর বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না।

ভীম। আর কি প্রমাণ চাও?—এই পৃথ্বীর পত্র, এই পাপিনীর পত্র, আর শঙ্করাচার্য্য কি তোমার মত বিশ্বাসঘাতক, না মিথ্যাবাদী?

গণে। অম্বালিকা ক্ষণমাত্রও রাজনন্দিনীর সঙ্গ ছাড়া ছিল না।

ভীম। সে কাজের কথা নয়।

(অম্বালিকার প্রবেশ।)

ভীম। আত্মবিনাশের জন্যেই রজ্জুভ্রমে এই কালসর্পিনীকে পুষেছিলেম। দুশ্চারিণি! তোর এই কাজ?

অম্বা। মহারাজ! এ দাসীত ভ্রমেও কথন আপনার অনিষ্ট করেনি।

ভীম। আবার না?—এই দেখ (পত্রদ্বয় দান) কি সর্ব্বনাশ করেছিস।

অম্বা। (স্বগত পত্রপাঠ) সর্ব্বনাশ! আর প্রাণের আশা নেই। সখির জন্যে প্রাণ যায় দুঃখ নেই, কিন্তু—

ভীম। সেনাপতি!

গণে। আজ্ঞা করুন।

ভীম। যাও, অন্তঃপুরের গুপ্ত কারাগারে এ দুই পাপিনীকে বদ্ধ করগে। যদি আমার অনুমতি ভিন্ন এদের ছেড়ে দাও, তা হলে তোমার প্রাণ এই অসির অধীন জানবে।

মায়া। পিতা! আমায় ক্ষমা করুন। আমি কুলকলঙ্কিনী নই—

ভীম। সেনাপতি! কেন বিলম্ব কোচ্চ? এখনই নিয়ে যাও।

অম্বা। আপনি ধর্ম্মরাজ, যথার্থ বিচার না কোরে এরূপ দণ্ডদান—

ভীম। দুশ্চারিণি! নীরব হ, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। তোর মন্ত্রণাতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে। যা, এখনই যা, নচেৎ এখনই প্রাণদণ্ড কোরব।

মায়া। (রোদন) পিতা! বিনা দোষে আপনি আমায় কারাগারে দিচ্চেন।

ভীম। (অসি নিষ্কাশণ পূর্ব্বক) যাও এখান থেকে।

গণে। মা! চল।

মায়া। (রোদন) মাগো! পিতা আমায় বিনা দোষে কারাগারে দিচ্চেন। মা! আমি কোন দোষে দোষী নই।

ভীম। আবার, কলঙ্কিনি! এখনই আমার সম্মুখ হতে দূর হ।

(মায়াবতী, অম্বালিকা এবং গণেন্দ্রদেবের প্রস্থান।)

ভীম। মহাশয়! আমারে যে উপকার সূত্রে বদ্ধ কোল্লেন, তা এ জন্মে ভুলিবার নয়।

শঙ্করাচার্য্য। আমি সততই আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কান্যকুব্জ-পতি জয়চন্দ্র আপনার হৃদয়বাসী বান্ধব, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কি জন্যে আমি পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ কোরতে উদ্যত হয়েছি, তাত জানেন।

ভীম। আজ্ঞা হাঁ, পৃথ্বীরাজ লম্পট, কাপুরুষের শেষ। যদিও সে ভারতের সর্ব্বপ্রধান নরপতি, সর্ব্বপ্রধান বীর, কিন্তু তার দৌরাত্ম্য অসহ্য। পূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। কয়েকবার একত্র সংগ্রামে মহম্মদঘোরীকে পরাস্ত কোরেছি, তার দ্বারা অনেক উপকারও পেয়েছি বটে, কিন্তু তার অত্যাচার অসহ্য। গত যুদ্ধে কান্যকুব্জপতির পক্ষ হওয়ায়, পাপিষ্ঠ আমার বিশেষ অপমান ও ক্ষতি করেছে; তার করে আবার কন্যা দান কোরব? আপনি জানবেন, তার তরবারির ভয়ে এ প্রাণ কখনই ভীত হবে না। সংগ্রামে প্রাণত্যাগ বীরের পরম ধর্ম্ম। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, পাপিষ্ঠ, মায়াবতীর কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কোরতে পারবে না।

শঙ্ক। তা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আপনি একজন মহাবীর প্রবল পরাক্রমী। জয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেক নরপতিও আপনার প্রিয় মিত্র। পৃথ্বীরাজ, সহস্র বলশালী হক না কেন, আমি তার অন্তরে থেকে সর্ব্বনাশ কোরব; সমস্ত বলের মূলচ্ছেদ কোরব। পৃথ্বীরাজ আমাকে আত্মীয়মতই ভাবেন, কিন্তু আমি যে তাঁর সুখসূর্য্য অস্তগমনের মূল, তা তিনি জানেন না। কিন্তু এ কেবল আপনাদের কল্যাণের জন্যে, আর ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মোন্নতির জন্যে।

ভীম। তা সত্য বটে। আপনাদের ইষ্টগুরু বুদ্ধদেবের ন্যায় আপনিও যখন রাজ্যলাভবাসনা পরিত্যাগ কোরেছেন, তখন আপনাকে স্বার্থপর বলা মূর্খতার কর্ম্ম। যদিও এখন আপনার পৈত্রিক রাজগিরী রাজ্য পৃথ্বীরাজের কবল হতে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে দুরূহ—

শঙ্ক। সে রাজ্যটী থাকলে, তার আয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উন্নতি কোরতে পারতেম বটে, কিন্তু আপনারা যখন সহায় হয়েছেন, তখন আর আমার ভাবনা কি?

ভীম। অবশ্য, প্রিয় মিত্র জয়চন্দ্র যখন দ্বিলক্ষ মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তখন আমিও সাধ্যমত সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হব না। বিশেষ আপনি আমার যে উপকার কোরলেন—

শঙ্ক। এমন কি উপকার করেছি, যে তার জন্যে আপনি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কচ্চেন?

ভীম। বলেন কি? আপনি আমাদের চির উপকারী। পৃথ্বীরাজ আমার বক্ষে যে শূল নিক্ষেপ কোরতে উদ্যত হয়েছিল, আপনি যদি করুণা কোরে প্রকাশ না কোরতেন, তা হলে জগতে কলঙ্ক প্রকাশ হবার কি শেষ থাকত?

শঙ্ক। এখন একটী কথা বলি, রাজকুমারীকে কোনমতে চক্ষের অন্তরালে রাখবেন না, তা হলেই সর্ব্বনাশ। যখন পাপিষ্ঠ পৃথ্বীরাজ রাজনন্দিনীর সরলান্তকরণকে বিচলিত করেছেন, তখন মঙ্গল নেই, বিশেষ বিভ্রাট ঘটবার সম্ভব।

ভীম। সে বিষয়ে অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্য।

শঙ্ক। কি জানি যদি কন্যা বলে মায়াবশতঃ—

ভীম। মায়া! আবার মায়া? বীরের অপমানের নিকট মায়া? প্রাণত্যাগ কোরব সেও স্বীকার কিন্তু আর ভ্রমেও মায়ার মুখ দেখবনা।

শঙ্ক। সেই শত্রুরাজ্য আজমীরে রাজকুমারীকে পাঠান কর্ত্তব্য হয় নাই।

ভীম। কি করি বলুন?—দেবী উগ্রচণ্ডিকার আজ্ঞায় ওর মঙ্গলের জন্যেই পাঠিয়েছিলাম। আমি জানতেম, পৃথু এখন দিল্লীতেই থাকে, আজমীরে আসে না, তাই গোপনে ছদ্মবেশে বিনাড়ম্বরে পাঠিয়েছিলেম, এমন সর্ব্বনাশ ঘটবে জান্‌লে কখনই পাঠাতেম না।

শঙ্ক। তা সত্য বটে। কুমারী বিশেষ বয়স্কা হয়েছেন, তবে এত দিনেও বিবাহ হয় নাই কেন?

ভীম। তার কারণ—গণকেরা গণনা কোরে বলেন, ও যৌবনে যোগিনী হবে; তাই বিবাহ দিতে রাজ্ঞীর ইচ্ছা নয়। কিন্তু এবার আর না, কালীঞ্জরপতির জ্যেষ্ঠপুত্রের করে অর্পণ কোরব, মনে মনে এমন বাসনা আছে।

শঙ্ক। উত্তম পাত্র; কালীঞ্জরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম রূপবান, অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। শুভস্য শীঘ্রং, বিবাহের বিলম্ব হলেই অমঙ্গল ঘটবে।

ভীম। আবার বিলম্ব! এই মাসেই এ কার্য্য সম্পন্ন কোরব।

শঙ্ক। পৃথ্বীকে এখন কি বলা যায়?

ভীম। বলবেন আর কি? ভীমদেবের প্রকৃতি এত নীচ নয়, সৈন্যবল এত ক্ষয় পায় নাই, প্রাণ এত ভীত হয় নাই যে, পৃথ্বীরাজের তুল্য লম্পটের করে কন্যা সম্প্রদান কোরবে।

শঙ্ক। (স্বগত) না, এ কথা বলা হবে না, তাহলে যুদ্ধ বেধে যাবে। পৃথ্বীরাজ মহাবলী, সহজে জয় লাভ কোরবে, তাতে আমার অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নেই। জাতীয় যুদ্ধে যবনসম্রাটের সুবিধা বটে, কিন্তু এখন যুদ্ধ ঘট্‌তে দেওয়া উচিত নয়। যবনসম্রাট ভারতে উপনীত হলেই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত কোরে দেব। এখন পরস্পরের মনান্তর ও শত্রুতা বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) এ উত্তম উত্তর। তবে এক্ষণে আমি বিদায় হই।

ভীম। চলুন আমিও যাই, আপনার পাথেয়াদি দিতে অনুমতি করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লী—রাজপ্রাসাদ—মন্ত্রণাগৃহ।

(পৃথ্বীরাজ এবং সমরসিংহের প্রবেশ।)

সমরসিংহ। বলেন কি? ভারতে এমন সুন্দরী দ্বিতীয়া নেই?

পৃথ্বীরাজ। নেই।

সম। বিশ্বাস হয় না।

পৃথ্বী। কারণ?

সম। যে যারে ভালবাসে, মনে করে তার তুল্য সুন্দরী জগতে নেই।

পৃথ্বী। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আমার অন্তঃপুরে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই এক একটী কমলিনী আছে, কিন্তু মায়াবতীর মত সৌরভময়ী কমলিনী কোথাও দেখি নাই।

সম। হতে পারে, কিন্তু তা বলে সমস্ত ভারতের রমণীকুলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না। বঙ্গেশ্বরের কন্যা হিরন্ময়ীর তুল্য সুন্দরী আমিত দেখি না।

পৃথ্বী। বোঝা গেছে। ভাই! তুমি আমার মনকে মায়াবতীর চিন্তা হতে বিচ্যুত করবার জন্যেই ও কথা বোল্‌চ। কিন্তু এ মন ভোলবার নয়। প্রবল প্রভঞ্জনে গিরীশৃঙ্গ নড়ে না।

সম। না, না, আমি তা বলি না; বলি, দুরাত্মা যবন মহম্মদঘোরী প্রায় নিকটাগত, এ সময়ে আপনি প্রেমে মত্ত থাকলে ভারতভূমিকে দেখবে কে?—

পৃথ্বী। তুমি মহম্মদ মহম্মদ কোরেই পাগল হলে। সে বহু দূরে, তার জন্যে এত ভয় কেন?

সম। (স্বগত) এ সময়ে একথা শোভা পাবে না। (প্রকাশ্যে) এমন কিছু ভয়ের বিষয় নয় বটে, তবে কি না জিজ্ঞাসা কোরছিলেম। তা গুজরাটপতির নিকট যে দূত পাঠিয়েছেন, সে ফিরে এসেছে কি?

পৃথ্বী। না।

সম। আমার বোধ হয়, গুজরাটপতি কন্যাদানে স্বীকৃত হবে না। জয়চন্দ্র তার পরম মিত্র, গত যুদ্ধে সে গোপনে কত অনিষ্ট কোরেছিল জানেন ত।

পৃথ্বী। সহজে স্বীকার না পায়, এই তরবারি আছে।

সম। হাঁ, তা বটে, কিন্তু নিকটে মুসলমান উপস্থিত, এ সময়ে জাতীয় যুদ্ধ ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অমঙ্গলকর।

পৃথ্বী। ভাই! এখন এ প্রাণ সেই মায়াবতীর, তার অপেক্ষা রাজসিংহাসন আমার সুখকর নয়।

সম। জন্মভূমি?

পৃথ্বী। সহস্র অংশে সুখকর—রক্ষণীয়, কিন্তু মন এখন তা মানে না।

সম। (স্বগত) বিপদ সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত! রত্নময়ী ভারতের জন্যে লৌহময় পরাধীনতাশৃঙ্খল পৃথ্বীরাজ আপনি সহস্তে নির্ম্মাণ কোরচেন! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি মহাবীর এটী স্মরণ কোরবেন।

পৃথ্বী। প্রণয়পারিজাতাপেক্ষা কি বীরত্বকমল প্রার্থনীয়?

সম। তা জানি। (স্বগত) রমণীর সৌন্দর্য্য যেমন পুরুষের সর্ব্বনাশক, পুরুষের চাটুকারিতাও তেমনি রমণীর সর্ব্বনাশক। উভয়েই উভয়ের শত্রু।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। আসুন, আসুন।

শঙ্করাচার্য্য। বুদ্ধদেব আপনাদের মঙ্গল করুন।

পৃথ্বী। সংবাদ কি?

শঙ্ক। আমার অতি দুর্ভাগ্য।

পৃথ্বী। কিরূপ?

শঙ্ক। আমার গুজরাটগমনের পূর্ব্বেই মায়াবতী যোগিনী হয়ে, গুজরাট হতে অন্তর্হিত হয়েছেন।

পৃথ্বী। অ্যাঁ!—বলেন কি? যোগিনী!—যৌবনে যোগিনী?

সম। মহাশয়! মায়াবতী যোগিনী হয়েছেন?

শঙ্ক। হাঁ, যৌবনে যোগিনী।

সম। যৌবনে যোগিনী! কারণ?

শঙ্ক। ললাটলিখন।

সম। কোন্ যোগির জন্যে যোগিনী হলেন?

শঙ্ক। বুদ্ধদেব জানেন। মহারাজ! এক্ষণে একটী কথা আছে।

পৃথ্বী। কি বলুন?

শঙ্ক। ভারতের সমস্ত স্থলেই আমার গতিবিধি আছে। যেখানে পৌত্তলিক যোগী যোগিনীর আশ্রম, সেই সমস্ত স্থল অন্বেষণ কোরলে অবশ্যই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গুজরাটপতিও দেশবিদেশে চর প্রেরণ করেছেন।

পৃথ্বী। আর সন্ধান! আর কি সে হৃদয়বিলাসিনীকে পাব? তিনি যোগিনী—যৌবনে যোগিনী! সখে! চিতোরপতি! আমি চল্লেম। আর না, রাজ্য, সিংহাসন রৈল, দেখো, আমি চল্লেম। আমি যোগী হব, ভারতভ্রমণ কোরে অনুসন্ধান কোরে বেড়াব—"মায়াবতী যৌবনে যোগিনী"——

সম। সে কি মহারাজ! বলেন কি? আপনি মহাবীর, মহাজ্ঞানী, আপনি বালকের ন্যায় বিলাপ কোরচেন! ভারতের দিকে চেয়ে দেখুন, অলক্ষ্যে কৃষ্ণমেঘ উদয় হচ্চে; এ সময়ে আপনি কাতর হলে, আর্য্যবংশের মান রক্ষা কোরবে কে?

শঙ্ক। (স্বগত) গুজরাটপতির সঙ্গে পৃথ্বীরাজের শত্রুতাস্তম্ভত এক প্রকার দৃঢ়রূপেই প্রোথিত করা গেছে; এখন চিতোরপতির সঙ্গে পৃথ্বীরাজের মৈত্রতা ভঙ্গ করাই আবশ্যক। যে ফাঁদ পেতেছি, এতে পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর বাহিরে না নেগেলে, সুবিধা নেই। দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! স্থির হন, আমি প্রতিজ্ঞা কোরচি, যেরূপে হক, আপনার প্রার্থিত নিধিকে এনে দেবই দেব।

পৃথ্বী। আর না, লোকে বলে আশার পার নেই, কিন্তু আমি শেষ পারে এসেছি। মায়াবতী যৌবনে যোগিনী—আমি রাজা ছিলেম, এখন যোগী,

আশার শেষ মিলন এই। এ জন্মে দেখা হয় হবে, না হয় খেদ নেই, কারণ তিনি যৌবনে যোগিনী—আমি যোগী—হৃদয়ের বাঞ্ছা এখন—মরণ।

সম। বীরচূড়ামণি! আমি এই অসি স্পর্শ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরচি, যেখানে পাই, আপনার মায়াবতীকে এনে দেব। কাননে থাক, নগরে থাক, ভূধরে থাক, সাগর-বক্ষে থাক, আশ্রমে থাক, গহন বনে থাক, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কোরে রতনে রতন মিলিয়ে দেব।

পৃথ্বী। ভাই! বাল্যাবধি সৌহার্দ্দশৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ কোরেছ। তুমি অসিহস্তে সংগ্রামানলমধ্যে যখন ঝম্প প্রদান কোরে 'জয় ভারতের জয়' বলে শত্রুশিরশ্ছেদ কর, তখন তোমার সেই বীরমূর্ত্তি—প্রিয়বাক্য শুনে আমি যত দূর আনন্দসংগ্রহ কোর্ত্তে সমর্থ না হই, তোমার এখনকার এই বাক্য শুনে, আমি তার চেয়ে সহস্রগুণে আনন্দসৌরভে মত্ত হলেম। ভাই! তুমিও চল, আমিও যাই, অসংখ্য চরও পাঠাই। ভাই! এখন ভারতচিত্রকে অন্তর হতে অন্তরে রেখে, সেই মায়াবতীকে স্মরণ কর, বদনে বল—যৌবনে যোগিনী—কার্য্যের মধ্যে সার কর—যৌবনে যোগিনী—আচার্য্য! আপনি করুণা করুণ, অনুসন্ধানে বহির্গত হন, নিয়ে আসুন—যৌবনে যোগিনী।

শঙ্ক। এ আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনি মহীপতি, আমি ক্ষুদ্র জীব; আপনার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। যেখানে পাই, অবশ্যই এনে দেব—যৌবনে যোগিনী

পৃথ্বী। সখে! চল, আর কেন? কি ভাবছ? ভাই! এখন সার কর—যৌবনে যোগিনী। তুমি আমার প্রাণপ্রতিম বন্ধু, ধ্যান কর যৌবনে যোগিনী।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গুজরাট-রাজ-অন্তঃপুরস্থ গুপ্তকারাগার।

(মায়াবতী এবং অম্বালিকা উপবিষ্টা।)

মায়া। সখি!

অম্বা। কি?

মায়া। উপায়?

অম্বা। মরণ।

মায়া। সুযোগ কই? নিকটে অস্ত্র নেই, রজ্জু নেই।

অম্বা। উপবাসে।

মায়া। লোকে বলে, রমণীর মন, প্রাণ, দেহ, সব কোমল, কিন্তু আমি বলি সে কল্পনামাত্র। উপবাসেওত আছি, তবু প্রাণ যায় কৈ?

অম্বা। পৃথ্বীরাজের নামসুধা পান কর, তাই প্রাণ যায় না।

মায়া। তবে কি তাঁকে ভুলে যাব?

অম্বা। যাও।

মায়া। যাঁর জন্যে এত কষ্ট, তাঁকে ভুলব?

অম্বা। করাগারের এই কষ্টই যদি বিশেষ কষ্ট হয়, তবে তুমি তাঁরে অন্তরের সহিত ভালবাস না।

মায়া। কিসে?

অম্বা। তা হলে তাঁর জন্য কারাবাসকে কষ্টকর বোলতে না।

মায়া। আমিত তা বলি না, তাঁর অদর্শনই কষ্ট। এখন উপায় কি? পিতামাতা ত একবারও দেখা দিলেন না। যে মায়াবতী তাঁদের অন্তরের নিধি, তাকে পা দিয়ে ঠেললেন! সখি! আমার কি দুরদৃষ্ট! রাজ-নন্দিনী হয়ে কারাবাসিনী! হায়! জীবনকে ধিক! ধিক আমায়! ধিক পিতামাতার স্নেহে!

অম্বা। বিলাপ করোনা, এখন বিলাপের সময় নয়, পলায়নের উপায় দেখ। নইলে পৃথ্বীরাজের আশা ত্যাগ কর।

মায়া। পলায়নের আর কি উপায় আছে বল? পিতার আজ্ঞা ভিন্ন পক্ষী মাত্রেরও এর মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা নেই। এই কারাগার এখন আমার পৃথিবী, আমি দেহ, তুমি প্রাণ, আহার পৃথ্বীরাজের নাম, রক্ষক যম, পিতা বিধাতা, মাতা পিশাচী, পৃথ্বীরাজ স্বর্গ, পিতামাতার স্নেহ নরক, তাদের বাক্য নরকযন্ত্রণা, আর শঙ্করাচার্য্য নরকের কীট।

অম্বা। শঙ্করাচার্য্যই এই সর্ব্বনাশের মূল।

মায়া। তা আর একবার বলতে? সেই আমার ভাগ্যে আগুণ জ্বেলে দিলে।

অম্বা। পৃথ্বীরাজ জ্ঞাত হলে তার উচিত ফল দেবেন।

মায়া। সে কথা থাক, আজ দেবীসিদ্ধেশ্বরী যে এখনও এলেন না?

অম্বা। তাঁর উপর বিশ্বাস নেই।

মায়া। কেন? তাঁর প্রত্যেক কথাতেই ত কৃপার ছায়া দেখা যায়।

অম্বা। তিনি তোমার মন পরিবর্ত্তনের জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন বৈতনয়।

মায়া। সাগরগামিনী নদীর বেগ ফিরায় কার সাধ্য?

অম্বা। এদিকে প্রহরীদের অর্থদ্বারা বশীভূত করবার উপায় নেই যখন দুর্ভাগ্য হয়, তখন চারিদিক হতেই বিপদ আসে। একটী শৃগাল ডাকিলেই সমস্ত দলটী ডেকে উঠে।

মায়া। দেবী সিদ্ধেশ্বরীকে আজ এ কথা খুলে বোলব কি?

অম্বা। বোলতে হানি নেই, কিন্তু সফল হওয়া সন্দেহ।

মায়া। তিনিত বলেন, পিতা আজকালের মধ্যেই কারাগার হতে নিষ্কৃতি দেবেন।

অম্বা। সে কেবল মন বোঝান কথা।

(গীত গাহিতে গাহিতে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী ললিত, তাল একতালা।

জয় শশীশেখর, দেব দিগম্বর,
রজতভূধররূপধারী।
ভালে অনল জ্বলে, নরশির গলে,
পঞ্চবদন মদনারি।
ত্রিতাপবারণ, সংহারকারণ,
ভীষণ শ্মশানবিহারী।
মহাযোগী ভব, ভবানীবল্লভ,
বিভূতিভূষণ ভয়হারী।

(মায়াবতী এবং অম্বালিকার প্রণাম।)

সিদ্ধেশ্বরী। মা! বস বস। ভগবতী তোমার মঙ্গল করুন।

মায়া। এখন মরণই মঙ্গল।

সিদ্ধে। সেকি কথা? তুমি রাজনন্দিনী—রাজসোহাগিনী।

মায়া। তা হলে কারাবাসিনী হতেম না।

সিদ্ধে। এ নামমাত্র কারাগার। মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হলে, পরাজিত রাজাদের যে সব অন্তঃপুরবাসিনী অবিবাহিতা কুমারী হরণ কোরে আনেন, কেবল তাদেরই এই খানে রাখেন বৈত নয়। তা তুমি এই কারাগারে আছ বটে, কিন্তু আহারাদিরত কোন কষ্ট নাই। প্রাসাদে যেমন থাক্‌তে এখানেওত সেই সুখে আছে।

মায়া। শত্রুকেও যেন এ সুখে থাক্‌তে না হয়।

সিদ্ধে। আতপতাপেও নলিনীর কষ্ট হয় বটে; আর অধিক দিন তোমায় এখানে থাকতে হবেনা। কালীঞ্জরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ উপস্থিত, সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, এই পক্ষেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হবে।

মায়া। কালীঞ্জরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র!—কে সে?—তাকে আমি বিবাহ কোরব? এ প্রাণ থাকতে? কখনই না। আপনি আমার পিতা মাতাকে

বোলবেন, মায়াবতী জ্বলন্ত চিতানলে দগ্ধ হবে, এ দেহ সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হবে, তথাপি পৃথ্বীরাজ ভিন্ন অপর কারেও হৃদয়সিংহাসনে স্থান দেবেনা। দেবি! আপনি সত্য বলুন, পিতা কালীঞ্জরপতির পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন কি না? তা হলে (সিদ্ধেশ্বরীর হস্ত হইতে ত্রিশূল লইয়া) এই ত্রিশূলাঘাতেই প্রাণত্যাগ করি।

সিদ্ধে। হাঁ—হাঁ—করকি? (ত্রিশূল গ্রহণ)

অম্বা। দেবি! আপনি মায়াবতীর বিষয়ে কি বিবেচনা করেন? উনি পৃথ্বীরাজ ভিন্ন অন্য কারেও পতিত্বে বরণ কোরবেন বোধ হয়?

সিদ্ধে। ভাবে বোধ হয় না।

অম্বা। এক্ষণে আপনি যদি কৃপা দান করেন, তবেই উনি জীবিতা থাকেন, নইলে বোধ হয়, এ কমলকলিকা অকালে শুষ্ক হবার বিলম্ব নেই।

সিদ্ধে। অম্বালিকে! আমি সমস্তই জানি। আমি মনে কোরলে ওঁকে কারাগার হতে উদ্ধার করতে পারি—বাসনা পূর্ণ কোরতে পারি—কিন্তু যদি—

মায়া। কি বলুন?

সিদ্ধে। যদি পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর

মায়া। আবার!—প্রাণ থাক্‌তে না।

সিদ্ধে। মায়াবতী! আমি তোমার জন্মাবধি তোমারে আপন কন্যার মত জ্ঞান করি। তোমার কষ্ট, আমার পক্ষে বিষাক্তবাণ। আমি নিজ-কৌশলে মহারাজকে সন্তুষ্ট করে, তোমার মন পরিবর্ত্তনের ছলে, এই কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছি। আমার ইচ্ছা ছিল, তুমি পিতা মাতার বাধ্য হয়ে, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট বরে মাল্য দান কোরবে, কিন্তু দেখছি তা অসম্ভব। তোমার মন এখন সেই পৃথ্বীরাজের চরণে। যাহক, কাল রজনীতে স্বপ্নে দেবী উগ্রচণ্ডিকা আমায় যে আজ্ঞা প্রদান কোরেছেন, সেটী সফল করা কর্ত্তব্যবোধেই আজ একটি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য—

অম্বা। দেবী উগ্রচণ্ডার কি আজ্ঞা বলুন?

সিদ্ধে। মায়াবতীর পক্ষে অতি শুভ।

মায়া। কি ?

সিদ্ধে। এ জন্মে কখনও কারো নিকট প্রকাশ কোরবেনা ?

মায়া। এ জন্মে না।

সিদ্ধে। দেবীর আজ্ঞা, তোমাকে এ কারাগার হতে নিষ্কৃতিদান। তাই আজ আমি তোমারে উদ্ধার কোরতে এসেছি। তোমার যথা ইচ্ছা গমন কোরতে পারবে।

মায়া। দেবি! (চরণ ধারণ) দেবি! আপনিই আমার জননী—বিপদহারিণী।

সিদ্ধে। অম্বালিকা! তোমাকে আজ্ঞার বাধ্য হতে হবে।

মায়া। এ দাসী চিরদিনই বাধ্য আছে।

সিদ্ধে। আমি দুখানি গেরুয়া বসন এনেছি। মায়াবতী! তুমি এই বসন পরিধান কোরে, ত্রিশূল করে নিয়ে, আমি যেমন আসি, তুমি সেইমত নির্ভয়ে কারাগার হতে বরাবর রাজপথ দিয়ে, আমার মন্দিরে যাও। কোন ভয় নাই, আমরা সত্বরেই সেখানে যাচ্চি।

মায়া। যদি প্রহরীরা জানতে পারে ?

সিদ্ধে। কিছু না। যোগিনীবেশে যাবে, তারা মনে কোরবে আমিই যাচ্চি। এখন সন্ধ্যাও হয়েছে।

মায়া। সখি যাবে কি করে ?

সিদ্ধে। কেন ? এই আর একখানি বসন এনেছি ; তোমায় গমনের পরেই একেও যোগিনীবেশে পাঠাব। কেবল এই কারাগারের চারজন প্রহরীর নিকট হতে পার হলেই নিস্তার বৈত নয়, তার সুযোগও করেছি ; শ্রীমন্দির হতে আসবার সময় একটা বড় কলশে কোরে সিদ্ধি ধুতুরা প্রস্তুত কোরে এনে ছিলেম। সকল প্রহরীকেই দেবীর প্রসাদ বলে তাই পান করিয়েছি। ক্ষণেক পরে তারাও মত্ত হয়ে, জ্ঞান থাকবে না ; তখন যোগিনীবেশ দূরে থাক, এই বেশেই অম্বালিকা যেতে পারবে।

মায়া। আপনার এ উপকার ইহজন্মে পরিশোধ কোরতে পারব না।

সিদ্ধে। যখন পৃথ্বীরাজের বামে বসবে, তখন তুমি উপকার বোধ কোরো। আশীর্ব্বাদ করি, সে আশা সত্বরেই পূর্ণ হক। মা! এই নাও,

ও বেশ ত্যাগ কোরে যোগিনীর বেশ ধারণ কর। গহনাগুলি সব খুলে রাখ, কবরী খোল।

(মায়াবতীর নিজবেশ ত্যাগপূর্ব্বক যোগিনী বেশধারণ)

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঢিমাতেতালা।

প্রেমকি বিধানে, নবীন পরাণে,
যৌবনে যোগিনী রে!
শ্যামধন লাগি, গেহ সো তেয়াগি,
আজু বিবাগিনী রে!
চলত সুন্দরী, শিরপরি ধরি,
প্রেমধন ডালি রে।
কানুক চরণে, জীবনে যৌবনে,
দেয়ব সো ঢালি রে।
বংশীবটতট, যমুনানিকট,
না ভেল মিলন রে!
মরমে গুমরি, ধাওত কিশোরী,
যাঁহা সে রতন রে!

অম্বা। কার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে বলা যায় না। শুনেছি, পশুপতির প্রেমে পাগলিনী হয়ে ভগবতী যৌবনে যোগিনী হয়েছিলেন, আর আজ চক্ষে দেখছি, পৃথ্বীপতি পৃথ্বীরাজের প্রেমে পাগলিনী হয়ে, মায়াবতী যৌবনে যোগিনী।

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী।)

সিদ্ধে। মা! ঐ শোন, ভগবতী উগ্রচণ্ডিকার আজ্ঞা, তুমি আজ যৌবনে যোগিনী।

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী।)

মায়া। মা! উগ্রচণ্ডিকে! তোমার আজ্ঞায় আমি আজ যৌবনে যোগিনী।

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী।)

সিদ্ধে। মা! নির্ভয়ে গমন কর।

মায়া। সখীকে সত্বরে পাঠিয়ে দেবেন।

(মায়াবতীর প্রস্থান।)

অম্বা। দেবি! আপনিত উদ্ধার কোরলেন, পরে?

সিদ্ধে। ভগবতী যা করেন।

অম্বা। যদি আমরা ধরা পড়ি, তা হলে—

সিদ্ধে। তা হলে আর কি হবে? আমি এখানে থাকছি না, কামাখ্যায় যাব।

অম্বা। আমাদের উপায়?

সিদ্ধে। আজমীরে দেবী উগ্রচণ্ডিকার মন্দিরে পাঠিয়ে দেব। কিম্বা চিতোরপতির নিকট পাঠাব, তা হলে সহজে বাসনা পূর্ণ হবে।

অম্বা। উত্তম কথা।

সিদ্ধে। তুমি এক কর্ম্ম কর, মায়াবতীর এই হীরকের গহনা ও বসন খানি সঙ্গে লয়ে, গায়ে গেরুয়াবসন ঢাকা দিয়ে অগ্রসর হও।

অম্বা। মায়াবতী এই যাচ্চেন, আমি এখনই গেলে জান্‌তে পারবে।

সিদ্ধে। (দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া) ঐ দেখ, একজন প্রহরী অচৈতন্য হয়ে পড়েছে, ঐ দেখ আর একজন ঢুলছে। বহির্দ্বারের প্রহরীরাও যে ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ। তুমি যাও, কোন ভয় নাই, যদি বিপদ ঘটে, ঘটবে, তা কি কোরবে বল?

অম্বা। সখির জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, অন্য বিপদ কোন্ ছার?

সিদ্ধে। তুমি নির্ভয়ে যাও।

(গাত্রে গেরুয়াবসনাচ্ছাদনে অম্বালিকার প্রস্থান।)

সিদ্ধে। (স্বগত) গণকেরা যখন গণনা কোরে বলেন, মায়াবতী যৌবনে যোগিনী হবেন, তখন আমি বলেছিলেম কখনই না। কিন্তু আজ আমা হতেই সে কার্য্য সাধন হল। দেবীর আজ্ঞা কি কখন বিফল হয়?

যা হক, এখন মায়াবতী যাতে চিরযোগিনী না হয়ে, রাজরাণী হয় এই আমার বাসনা। দেবী উগ্রচণ্ডিকা বোধ করি সে বাসনা সফল কোরবেন। চিতোরপতির সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিশেষ প্রণয় আছে, তাঁর দ্বারাই এ কার্য্য সাধন কোরতে হবে। চিতোরপতি আমায় যথেষ্ট মান্য করেন, তাঁকে একখানি পত্র লিখে, মায়াবতীকে চিতোরে পাঠিয়ে দিই। পৃথ্বীরাজ যখন বিবাহের জন্যে এখানে দূত পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁকে অনুরোধ ও জানাতে হবে না। কিন্তু আমার এই রাত্রেই গুজরাট পরিত্যাগ করা উচিত। ওদেরও একজন লোক সঙ্গে দিয়ে ছদ্মবেশে—ঐ যোগিনীবেশেই পাঠান কর্ত্তব্য।

(সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

(বিন্ধ্যপর্ব্বতসন্নিহিত বনমধ্যস্থ পথ।)

(দস্যুচতুষ্টয়ের প্রবেশ)

প্রথম দস্যু। আজ সমস্ত দিনটে মিছে গেল।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজেই।

তৃতীয় দস্যু। পৃথ্বীরাজের জ্বালায় আমাদের অন্ন উঠল।

চতুর্থ দস্যু। মহম্মদঘোরী আবার আসচে। এবার কিছু হবে।

দ্বি-দ। কিছু কেন? বিলক্ষণ লুটব। আগে দিল্লী।

তৃ-দ। একটা পড়েছে।

প্র-দ। কৈ রে?

তৃ-দ। ঐ দেখ, ঐ আসচে।

দ্বি-দ। তাইত রে। একলা না?

চ-দ। একলাই ত।

প্র-দ। সাবধান হয়ে দাঁড়া, এই দিকে আসচে।

তৃ-দ। না হে বসি এস, চুপ করে বস।

(সকলের উপবেশন।)

চ-দ। ব্যাটা যোগী যে রে!

দ্বি-দ। তাইত! তবে আর কি হবে? ও ব্যাটার সম্বলত ঐ কপনি আর ঝুলি।

প্র-দ। তাই লাভ। ঝুলিতে কিছু না কিছু আছে।

তৃ-দ। চুপ কর।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

দ্বি-দ। মশায়! কোথায় যাবেন?

শঙ্করাচার্য্য। গুজরাট—রাজবাটী।

প্র-দ। কোথা হতে আসচেন?

শঙ্ক। দিল্লী।

তৃ-দ। বসুন, ঠাণ্ডা হন।

শঙ্ক। না, বসব না, অনেক দূর যেতে হবে।

চ-দ। আঃ, তার ভার ভাবনা কি? আমরা আগলে দেব।

দ্বি-দ। মন্ত্র পড় হে।

প্র—দ। একি!—ঝুলি!—বাঃ! বড় চমৎকার!

শঙ্ক। ওকি? কেন ওতে হাত দাও?—ওতে কিছু নেই।

তৃ-দ। (ঝুলির মধ্যে হস্তার্পণ) এ কিরে! ফল! হাঃ হাঃ পাহাড়ে ফল।

শঙ্ক। রেখে দাও, আমি অন্য কিছু আহার করিনা, ঐ আমার সম্বল।

প্র-দ। ব্যাটা বলে কিরে? তবে মন্ত্র পড়ে কি হবে?

তৃ-দ। দেখাই যাক কত ধানে কত চাল আছে।

দ্বি-দ। (ঝুলিঝাড়ন) একি ঠাকুর! টাকা যে?

শঙ্ক। রেখে দাও বাপু, হাত দিও না।

প্র-দ। আর কি আছে বার কর, গয়ের কাপড় খানা দাও।

শঙ্ক। তোমরা কে?—দস্যু?—দোহাই বাপু! রক্ষাকর প্রাণে মের না।

প্র-দ। মারব না, কি আছে আগে দে, নইলে কেটে ফেলব। (অসি নিষ্কাশণ)

শঙ্ক। আর কিছু নাই বাপু! এই একশ টাকা ছিল্‌।

প্র-দ। দিবিনি ব্যাটা ? তবে কাটি। (কাটিতে উদ্যত)

শঙ্ক। দিচ্চি, দিচ্চি, কেটনা, কেটনা—

প্র-দ। দে ব্যাটা, দে, ধর ব্যাটার হাত ধর।

শঙ্ক। না, না, এই নাও, দুখানা মোহর আছে নাও। আমায় ছেড়ে দাও, আমি পালাই।

প্র-দ। তোকে না কাটলে নিস্তার নেই। তুই পৃথ্বীর লোক, তোকে আগে কাটব।

শঙ্ক। না বাপু! আমায় কেটনা, আমি পৃথ্বীর লোক নই, পৃথ্বীর শত্রু। দোহাই বাপু! আমায় কেট না, দোহাই বুদ্ধদেব! আমায় কেট না, তোমাদের যথেষ্ট উপকার কোর্‌ব।

প্র-দ। তোরত এখন এই ঝুলি সার, তুই আবার কি উপকার কোর্ব্বি ? আর টাকা আছে ?

শঙ্ক। না বাপু! আর টাকা নেই।

প্র-দ। তবে কাটী।

শঙ্ক। বাপু! আর টাকা নেই।

প্র-দ। তবে কাটী।

শঙ্ক। বাপু! আমার নাম শঙ্করাচার্য্য, অমি বৌদ্ধ পরিব্রাজক। আমি মোলেও কখন কার মন্দ করিনা।

দ্বি-দ। তোমার নাম শঙ্করাচার্য্য ? তুমি না রাজগিরির রাজা ছিলে ?

শঙ্ক। হাঁ বাপু! পৃথ্বীরাজের মামা সে রাজ্য কেড়ে নেছে।

প্র-দ। তা জানি। এখন তুমি থাক কোথায় ?

শঙ্ক। আমার থাকবার স্থান সর্ব্বত্রে।

তৃ-দ। তোমায় কিন্তু ছাড়বনা, কাটব।

শঙ্ক। না বাপু! কেটনা, তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে অনেক টাকা পাবে।

দ্বি-দ। কি বল ?

শঙ্ক। গুজরাট-রাজকন্যা মায়াবতী, রাজবাটী থেকে পলায়ন করেছে, যদি তার সন্ধান কোরতে পার, তাহলে অনেক টাকার গহনা পাও। তার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক আছে মাত্র।

চ-দ। তারে কোথায় পাব ? আর তার সঙ্গে যদি গয়না না থাকে ?

শঙ্ক। আমি বিশেষ সংবাদ পেয়েছি, সে এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী-প্রদেশে বেড়াচ্চে, সঙ্গে অনেক মহামূল্য গহনা আছে। আমি এই কাছের গ্রাম থেকে শুনে এলেম, দুটী স্ত্রীলোক কাল সেখানে ছিল, আজ প্রাতে কোথায় গেছে; আমার বোধ হয়, তারাই হবে। তা সে যদি এখানে না থাকে, অন্য স্থানেও ত তার সন্ধান কোরলে পেতে পারবে। তোমরা যদি তাকে ধরে দিতে পার, তা হলে আমি আরো অনেক টাকা দেব, তার সব গহনাও দেব, কিন্তু তাকে দেব না।

তৃ-দ। সে পরের কথা।

প্র-দ। তা সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে কেন ?

শঙ্ক। পৃথ্বীরাজের জন্যে যৌবনে যোগিনী হয়ে পালিয়েছে।

দ্বি-দ। যোগিনী ?—তবে আর তার ঠেঁয়ে কি আছে ?

প্র-দ। থাকলেও থাকতে পারে, রাজার মেয়েত।

শঙ্ক। আমি নিশ্চয় বলছি, তার কাছে অনেক টাকার গহনা আছে।

প্র-দ। কে যায় হে ?

দ্বি-দ। কৈ ?

প্র-দ। ঐ যে আসচে, দুজন মেয়ে মানুষ !

শঙ্ক। তাইত ! যোগিনীবেশে আসচে, তারাই বা হবে।

চ-দ। এই দিকে আসচে।

শঙ্ক। তারাই—মায়াবতী আর তার সখী ! তোমরা এক কর্ম্ম কর, আমি লুকাই গে, তোমরা আগে ঐ সখীটেকে মেরে ফেল, পরে আমি দেখা দেব। কোথায় লুকাই বল দেখি ?

প্র-দ। ঐ দূরে একটা বড় গর্ত্ত আছে, তার ভেতর লুকোও গে যাও।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান)

দ্বি-দ। এ বেটীদের কাছে কিছু থাকতে পারে।

তৃ-দ। রাজার মেয়ে, কম কথা।

প্র-দ। ইচ্ছে হয় ওকে বে করি।

দ্বি-দ। দূর পাগল।

প্র-দ। আরে অমন টুক টুকে বৌ পাবি কোথায় ?

তৃ-দ। শেষে প্রকাশ হলে যমের বনের সঙ্গে বে কোর্ত্তে পাঠাবে।

প্র-দ। ওকে যদি পাই, তা হলে তাতেও দুঃখ নেই।

চ-দ। আগে হাত কর।

প্র-দ। চুপ কর, ঐ এল বলে। আমরা একটু সরে দাঁড়াই আয়।

(সকলের অন্তরালে অবস্থান এবং মায়াবতী ও অম্বালিকার প্রবেশ।)

মায়া। সখি! কোথায় এলেম? এ যে ঘোর বন! পথ যে আর শেষ হয় না। পা জ্বলছে। দেবী সিদ্ধেশ্বরী যে লোকটী সঙ্গে দিলেন, সেই বা গেল কোথায় ?

অম্বা। তাইত, তাকে বাঘেই খেলে, কি সাপে কামড়ালে, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। সন্ধ্যাও হয়ে এল, কোথায় যাই, পথ চিনিনে, কি করি, কিছুই ভেবে স্থির কোরতে পাচ্চিনে।

মায়া। সখি! এখন যদি এই বিজন বনে মরি তাতেও দুঃখ নেই। জগতশুদ্ধ লোকে বোলবে, মায়াবতী যৌবনে যোগিনী হয়ে, পৃথ্বীরাজের জন্যে প্রাণত্যাগ করেছে। এ জন্মে এই আমার শেষ সুখ—পরম সুখ।

অম্বা। চুপ কর, ওরা কে দাঁড়িয়ে? ঐ দেখ, ঐ এই দিকে আসচে।

মায়া। সখি! ওরা কে?—দস্যু নাকি?—আঁ্যা—

(দস্যুচতুষ্টয়ের প্রবেশ)

মায়া। সখি! ধর—(পতন)

অম্বা। হাঁ! কি হল! ওগো তোমরা আমাদের মেরনা, রক্ষা কর, ইনি গুজরাটরাজকন্যা, এঁকে মের না। একটু জল দাও, এঁর মাথা ফেটে গেছে। জল দাও।

প্র-দ। থাম্, থাম্।

অম্বা। মের না, বাবারা মের না।

দ্বি-দ। এ বেটী বড় ঘাগী, না, না, মারব না, তোর ঠেঁয়ে কি আছে দে।

অম্বা। দিচ্ছি বাবা, আগে একটু জল দাও, ইনি অজ্ঞান হয়েছেন। একটু জল দাও, দোহাই বাবা—

তৃ-দ। এ বেটী বড় দুষ্টু, পুঁটুলীটে কেড়েনে। দে বেটীকে গর্ত্তে ফেলে চাপা দে।

অম্বা। বাবা দিচ্ছি, দিচ্ছি, মের না, গর্ত্তে ফেল না, দোহাই বাবা মের না।

চ-দ। দে, বেটী দে। (পুঁটুলী গ্রহণ)

প্র-দ। ধর, পা ধর, দে, ঐ গর্ত্তে ফেলে।

(তিনজন দস্যু কর্ত্তৃক অম্বালিকার হস্তপদধারণ।)

অম্বা। মা গো! বাবা গো! মলেম গো! মেরে ফেল্লে গো! মলেম গো! ও বাবা! ও মা! মরি, মরি! ও সখি! মরি, মায়াবতী মরি—

(অম্বালিকাকে নিকটস্থ গর্ত্তে নিক্ষেপ ও গর্ত্তমুখে প্রস্তরাচ্ছাদন।)

প্র-দ। এ বেটীকে দড়ী দে বাঁধ, পরে পুঁটুলী খোলা যাবে।

(রজ্জুদ্বারা মায়াবতীর হস্তপদবন্ধন।)

দ্বি-দ। (পুঁটুলী খুলিয়া) হীরের গয়না রে!

প্র-দ। তাইত! অনেক যে! এ গুলোর নাম কিরে?

চ-দ। শঙ্করাচার্য্য যা বলেছে মিথ্যে নয়।

প্র-দ। ও যা বলবে, তাই শুনতে হবে, ওকে আমাদের সর্দ্দার কোরব।

তৃ-দ। তা হলে ঢের লুঠতে পারব। ও ব্যাটা ছিল রাজা, এখন দস্যু।

দ্বি-দ। এ দুখানা কি হে?

প্র-দ। কিসের পত্তর, ফেলে দে।

চ-দ। একটা কথা বলি, আমরা আজ এই যে গয়না গুলো পেলেম, এ গুলো আমাদের দলের আর কাকেও ভাগ দেব না।

তৃ-দ। একশ জনকে এর ভাগ দিতে গেলে থাকবে কি?

দ্বি-দ। ওরে মেয়েটা নড়ছে, জ্ঞান হয়েছে।

মায়া। সখী কোথা? সখি! সখি! আমায় বাঁধলে কে?—দস্যুতে?—অ্যাঁ! তারা কোথা? ও সখি!—অম্বালিকে! সখী নেই, তাকে দস্যুরা

মেরে ফেলেছে! অঁ্যা! উঃ! মাথা জলছে যে! উঃ! বড় জ্বালা, প্রাণ যায়। আমি রাজবালা, আমার অদৃষ্টেও এই ছিল! বিজন বনে আমার প্রাণত্যাগ! হা! উঃ! বড় যাতনা! প্রাণ যায়! মা গো! প্রাণ যায়! কথা কইতে পারিনে। জল—জল—জল! বুক ফেটে যায়! মরি, মরি! হা পৃথ্বীরাজ! দেখা দাও, একবার দেখা দাও, অভাগী মায়াবতীর প্রাণ যায় দেখা দাও। হা নাথ! তোমার জন্যেই পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করে, সকল সুখে বিসর্জ্জন দিয়ে যৌবনে যোগিনী হয়ে, তোমারই অন্বেষণে বেরিয়েছি; নাথ! দেখা দাও। আমি হতভাগিনী, তাই তোমার চরণদর্শন পেলেম না। প্রাণ যায়, উঃ! বড় যাতনা, ও মা!—হাঃ! উঃ! মরি-মরি! হা পৃথ্বীরাজ! প্রাণ যায়! দেখা দাও, আমায় বেঁধেছে, আমায় হত্যা কোরবে! হায়! উঃ! মরি, মরি—জল—

চ-দ। মরে গেছে।

মায়া। অঁ্যা!—তোমরা কে?—দস্যু? আমায় মেরনা, আমার পৃথ্বীরাজের কাছে নে যাও। আমায় মেরনা, আমার সখী কোথায়?—আমায় জল দাও, প্রাণ যায়। আমায় বেঁধেছ কেন? দড়ি খুলে দাও।

প্র-দ। সুন্দরী আমায় বে কোরবে?

মায়া। উঃ! প্রাণ যায়! হা পৃথ্বীরাজ! তুমি বীরচূড়ামণি, দস্যুহস্তে তোমার প্রণয়নীর প্রাণ যায়—দেখা দাও, উঃ! ওমা!—মরি গো—

তৃ-দ। মরবে কেন?—ভয় কি?

মায়া। তোমরা আমায় কেটে ফেল, কাট, কাট, সতীত্ব নষ্ট কোর না।

চ-দ। ওরে পালাই চল, ঐ দেখ, অনেক সৈন্য আসচে।

প্র-দ। তাইত রে, পালা, পালা।

(দস্যুচতুষ্টয়ের প্রস্থান।)

মায়া। সখি! এ সময় কোথায় গেলে? আমার প্রাণ যায়, দেখা দাও, জল—জল—জল। উঃ! বড় যাতনা—মাথা গেল! মরি—মরি—পৃথ্বীরাজ! এই শেষ বিদায়, আর বাঁচব না। আর তোমার চরণ দর্শন কোরতে পাব না, মনের আশা মনেই রৈল। মা উগ্রচণ্ডিকে! আমার দশা কি কোরলে

মা! মা গো! তোমার কি এই দয়া? প্রাণ যায়, জল—জল—উঃ! আবার কে আসচে—উঃ!—

(অশ্বারোহণে সমর সিংহ এবং সৈনিকচতুষ্টয়ের প্রবেশ।)

সমরসিংহ। একি! স্ত্রীলোক! রক্ত যে! (অশ্ব হইতে অবতরণ) একজন অশ্বকে ধর—নেযাও, দূরে নেযাও। মাথা কেটে গেছে, আহা! হস্তপদ বাঁধা! (বন্ধনমোচন) জল আন—

প্রথম সৈনিক। এখানে জল পাই কোথা?

সম। অশ্বারোহণে যাও, যেথান থেকে পাও আন।

(প্রথম সৈনিকের অশ্বারোহণে প্রস্থান।)

সম। স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কোন দস্যু বোধ করি এই স্বর্ণকমলিনীকে এমন ছিন্ন ভিন্ন কোরেছে, তার সন্দেহ নেই। এঁর যে রূপ আর বেশ দেখছি, তাতে বোধ হয়, ইনিই মায়াবতী—পৃথ্বীরাজের যৌবনে যোগিনী। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। ব্যজন কর।

(দ্বিতীয় সৈনিক কর্ত্তৃক ব্যজন।)

সম। এখনও চেতনা হয় নাই। আহা! কি চমৎকার রূপ! পৃথ্বীরাজ যে বলেন, এঁর তুল্য সুন্দরী দ্বিতীয়া নাই, তা মিথ্যা নয়। এঁর জন্য যে তাঁর হৃদয় বিচলিত হবে, তা আশ্চর্য্য কি?

তৃ-সৈ। মহারাজ! বড় রক্ত পড়ছে।

সম। এক কর্ম্ম কর, ঐ কাপড় ছিঁড়ে মাথায় বেঁধে দাও। না, ওঁর বসন ছিঁড় না।

চ-সৈ। আমার কাছে গামছা আছে।

সম। দাও, বেঁধে দাও।

তৃ-সৈ। (মায়াবতীর মস্তকে বস্ত্রবন্ধন করণ।)

সম। বোধ করি অধিক লাগে নাই, কোমল শরীর, তাই এত রক্ত পড়ছে।

(প্রথম সৈনিকের অশ্বারোহণে প্রবেশ।)

প্র-সৈ। বহু কষ্টে এক ডোবা থেকে জল আনলেম। পাত্র পওয়া গেল না; তাই তরবারির খাপে করে এনেছি।

সম। দাও। (মায়াবতীর মুখে জলদান)

মায়া। আঃ—বাঁচলেম—জল—জল—

সম। (জলদান) আপনার ভয় নাই, ভয় নাই।

মায়া। আপনারা কে?

সম। আপনি সুস্থ হউন পরে বলছি।

মায়া। আমাকে মেরে ফেলবেন নাত? যদি মারেন, একবার দয়া কোরে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে মারবেন।

সম। (স্বগত) আর কোথা যায়?—ইনিই মায়াবতী যৌবনে যোগিনী। (প্রকাশ্যে) রাজনন্দিনি! ভয় নাই, আমরা দস্যু নই, পৃথ্বীরাজের আজ্ঞাবহ। আমি চিতোরপতি, এরা সৈনিক। আপনার অনুসন্ধানেই আমরা কয় পক্ষ ধরে নানা দেশ ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্চি। ভাগ্যগুণেই আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল!

মায়া। পৃথ্বীরাজ কোথায়?

সম। পৃথ্বীরাজ আপনার জন্যে আমার মত নানা স্থান ভ্রমণ করে বেড়াচ্চেন! এখন তিনি কোথায়, তা জানি না।

মায়া। দস্যুরা কোথায়?

সম। কৈ? আমরা ত এখানে কোন দস্যুকে দেখতে পাই নাই।

মায়া। দস্যুরাই আমার এ দুর্দ্দশা করেছে। সখী অম্বালিকা কোথায়?

সম। তাঁকে ত দেখতে পাচ্চিনে!

মায়া। অ্যাঁ! সখী নাই!—

সম। আপনার সখী যেখানে থাকুন, আমি সন্ধান কোরে দেব। (সৈন্যেগণের প্রতি) যাও তোমরা দুজনে যাও, বনের চারিদিক সন্ধান করগে, যে কোন স্ত্রীলোককে দেখতে পাবে, নিয়ে আসবে।

প্র-সৈ। আমরা ত তাঁকে চিনি না।

মায়া। তাঁর বেশ আমার মত নয়, কেবল গায়ে একখানি গেরুয়াবসন আছে।

(গর্ত্তমধ্য হইতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে—মায়াবতী! আমি এখানে—)

সম। ও কি! কোথা হতে শব্দ আসছে? দেখত।

(গর্ত্তমধ্য হইতে—আমি গর্ত্তে)

সম। গর্ত্তে ?—কোথায় গর্ত্ত ?—দেখ—দেখ।

তৃ-সৈ। ঐ যে গর্ত্তের মুখে পাতরখানা নড়ছে।

সম। তাইত, তোল, তোল, পাতর তোল।

(দুইজন সৈনিক কর্ত্তৃক প্রস্তরোত্তোলন।)

সম। এই যে স্ত্রীলোকটী জীবিত আছে। এস, উঠে এস, ধর, তোমরা ধর।

(অম্বালিকাকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন।)

অম্বা। আমার সখী কোথায় ?—মায়াবতী ? এই যে সখী—

মায়া। আর সখি !—উঠবার ক্ষমতা নাই, মাথা ফেটে গেছে। দস্যুরা পালিয়েছে। ইনি চিতোরপতি, ইনি আমাকে উদ্ধার করলেন।

অম্বা। অপনি চিতোররাজ ? (প্রণাম) আপনার অনুসন্ধানেই আমরা বেরিয়েছিলাম। ভগবতী সিদ্ধেশ্বরী, আপনাকে এক পত্র দিয়েছিলেন, দস্যুরা দেখছি তা নিয়ে গেছে।

সম। কিছু ভয় নাই, পত্রের আবশ্যক নাই। আমি আপনাদের জন্যই বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্চি। এখন আর বৃথা বিলম্ব করবার কি আবশ্যক ? দুইক্রোশ দূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করেছি, চলুন, সেখানে যাই। (মায়াবতীর প্রতি) আপনি অশ্বারোহণে চলুন।

মায়া। না, শরীর কাতর, পড়ে যাব।

সম। একজন এই অশ্বারোহণে সত্বরে স্কন্ধাবারে গিয়ে, একখানি শিবিকা নিয়ে এস, আমরা ততক্ষণ ধীরে ধীরে যাই।

(অশ্বারোহণে দ্বিতীয় সৈনিকের প্রস্থান।)

অম্বা। আপনিই আজ আমাদের জীবন দান কোরলেন। পৃথ্বীরাজের জন্যে ইনি যৌবনে যোগিনী—এখন আপনার করুণায় মিলন হলেই সুখের বিষয়।

সম। আর ভয় কি ? যখন সাক্ষাৎ হল, তখন অচিরেই জলে জল মিশবে।

(সকলের প্রস্থান এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্ক। (স্বগত) মজাটা হল না, এমন সুযোগ ফস্‌কে গেল ! চিতোর-রাজার হাতে যখন পড়েছে, তখন ও অচিরেই পৃথ্বীরাজের বামে মায়াবতীকে

বসাবে, তা হলে আমারত আর কৌশল খাটল না—জয়চন্দ্রের বাসনাও পূর্ণ হল না। এখন কি করি? মায়াবতী, সমর সিংহকে বলবেই যে, আমি দূত হয়ে গিয়ে, গুজরাটপতিকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কোরে দিয়েছি। তা হলে পৃথ্বীরাজের কাছে আমার আর যাতায়াত হয় না। করি কি?—হয়েছে; সমর সিংহের পৃথ্বীর নিকট যাবার পূর্ব্বে যাওয়া যাক। তাকে বলিগে, সমর, মায়াবতীর সতীত্ব নষ্ট করেছে, তা হলে বন্ধুবিচ্ছেদ সহজে ঘটবে, মহম্মদঘোরীর বাসনা অনেকটা পূর্ণ হবে। আমার প্রতি পৃথ্বীর যতদুর ভক্তি, তাতে সহজে একথা বিশ্বাস কোর্ত্তেও পারে। এ দুখানা কি পড়ে রয়েছে?—পত্র না? (পত্রোত্তোলন) এত দেখছি স্ত্রীলোকের লেখা। (পত্রপাঠ)

পরম কল্যাণীয় প্রবলপ্রতাপান্বিত

শ্রীশ্রীমম্মহারাজ সমর সিংহ

চিতোরপতি সমীপেষু।

আশীর্ব্বাদ জানিবেন। দেবীর কল্যাণে সমস্ত মঙ্গল। আপনার রাজলক্ষ্মী অচলা হউন। গুজরাটরাজকুমারীর প্রমুখাৎ সমস্ত জ্ঞাত হইবেন। যাহাতে বাসনা পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে আত্যন্তিক অনুরোধ জনিবেন। আমি কামাখ্যায় চলিলাম।

নিত্যাশীর্ব্বাদিকা

সিদ্ধেশ্বরী।

এত দেখছি, গুজরাটের সেই যোগিনী সিদ্ধেশ্বরী সমর সিংহকে লিখেছে। এখানা কি দেখি (দ্বিতীয় পত্র পাঠ)

প্রাণেশ্বর!

আপনার জন্য যৌবনে যোগিনী হইয়া কাঙালিনীর মত পথে পথে, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। হৃদয়ে এমন সাহস হয় না যে, সহসা আপনার চরণসদনে উপনীত হই, কি জানি যদি অনাথিনী বলিয়া ঘৃণা করেন। এই লোক মুখে সমস্ত শুনিতে পাইবেন। যদি দাসী বলিয়া কৃপা করেন, আপনার চরণ দর্শনে গমন করিব, নচেৎ যৌবনে যোগিনী চিরযোগিনী হইবে।

আপনার শ্রীপদপ্রার্থিনী।

মায়াবতী।

হয়েছে। আর না, এতেই সর্ব্বসিদ্ধি হবে। এখন দস্যুদের দেখা পেলে অনেক উপকার হত।

(দস্যুচতুষ্টয়ের প্রবেশ।)

প্র-দ। কি গো! খবর কি?

শঙ্ক। আর সংবাদ? চিতোরপতি তাকে নিয়ে গেছে। তোমরা এক কর্ম্ম কোর্ত্তে পার?

দ্বি-দ। কি বলুন?—

শঙ্ক। তোমাদের সঙ্গে আর লোক আছে?

প্র-দ। কত চান?

শঙ্ক। তোমরা যদি এ সময়ে আমার সহায়তা কর, তা হলে এ জন্মে আর একাজ কোর্ত্তে হবে না পৃথ্বীর শত্রু রাজা জয়চন্দ্র তোমাদের অসংখ্য অর্থ দেবেন।

দ্বি-দ। কি কর্ত্তে হবে বলুন?

শঙ্ক। চিতোরপতির সঙ্গে অধিক লোক নাই, তোমরা এই সময়ে দলবল নিয়ে মায়াবতীকে তাদের কাছ থেকে হরণ করে আনতে পার? বুদ্ধদেবের দিব্য দিয়ে বলছি, তা হলে যথেষ্ট পুরস্কার দেব।

তৃ-দ। এই কথা? আচ্ছা।

প্র-দ। চল তবে, আড্ডায় খবর দিয়ে যাওয়া যাক।

শঙ্ক। তারা এতক্ষণ যে অনেক দূরে গেছে।

দ্বি-দ। তার জন্যে ভয় করিনে।

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

দিল্লী—যমুনাতীর।

(পৃথ্বীরাজ এবং দুইজন রক্ষকের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। (স্বগত) শান্তি কারে বলে?—মহাবিদ্রোহ—মহাযুদ্ধাবসানের নাম কি শান্তি? কৈ, তাতে ত আমার তত তৃপ্তিলাভ হয় না। বিরহের পর যে মিলন, সেই শান্তি—চিরস্থায়ী শান্তি—সুখময়ী শান্তি। বিদ্রোহ—যুদ্ধ প্রভৃতির অবসান ক্ষণস্থায়ী শান্তি। প্রথম মিলনের পর পুনর্ব্বিচ্ছেদ হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তত কষ্ট হয় না, সে শান্তিও অনায়াসলভ্য। যাহক এখন প্রকৃত শান্তিলাভের ত উপায় দেখছি না। সমস্ত ভারতে অনুসন্ধানের জন্যে চর নিযুক্ত কোরলেম, কোথাও সেই শান্তিপ্রদায়িনী যৌবনে যোগিনীর দেখা পাওয়া গেল না! মায়াবতী কি আর জীবিতা আছেন? বোধ হয় না। উঃ! কি যাতনা! একাকিনী—যোগিনী—অনাথিনীর মত পথে পথে, বনে বনে, নগরে নগরে, ভূধরে ভূধরে, কতস্থানে ভ্রমণ কোরে, কত কষ্ট, কত যাতনা সহ্য কোরছেন! সেই কোমল শরীর—সেই মধুরিম মূর্ত্তি আর কি এ জগতে আছে? উঃ!—কি বেদনা! আমিই তাঁর জীবনের শূল হলেম! আমারই জন্যে তাঁর এত দুর্দ্দশা! উঃ!—যাতনা অসহ্য! কিছুতেই আর সুখ নেই। এখন সকলই তমোময়—হৃদয় তমোময়, দেহ তমোময়, ভবন তমোময়, রাজ্য তমোময়, জগত তমোময়, সকলই তমোময়। হা! সে মনোময়ী কোথায়?—যমুনে! তুমি বহুকাল হতে প্রবাহিত হচ্চ, বহুকাল হতে তোমার লহরী পুলিনকে আলিঙ্গন কোচ্চে, কিন্তু তুমি পুলিনের দুঃখ দূর কোর্ত্তে পারলে না। সে যে মাটী সেই মাটীই আছে। যমুনে! আর কতদিন অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন কোরবে? আমায় আলিঙ্গন দাও, আমি তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হই। (পতনোদ্যম)

প্রথম রক্ষক। মহারাজ! করেন কি?

পৃথ্বী। অ্যাঁ!—তাইত! (স্বগত) যমুনে! তুমি রমণী—রমণী মাত্রেই যে মায়াময়ী, তা আজ বিলক্ষণ জানতে পারলেম। এখনই তোমার মায়ায় আমার প্রাণ যাচ্ছিল। যমুনে! শুনেছি, মাধবের মোহন মুরলীর মধুর রবে তুমি উজান বহিতে। এতে বোধ হচ্চে, তুমি রসিকা, প্রেমিকা, কিন্তু রমণীকুলের মত পরদুঃখে দুঃখিনী নও! আমি দুঃখী—মহাদুঃখী, তোমার তীরে দারুণ দহনে দগ্ধ হচ্চি, কৈ? তুমি একবার উজান বওয়া দূরে থাক, রোদনছলে লহরীলীলা সম্বরণ করা দূরে থাক, কেবল বুক উঁচু কোরে গর্ব্বভরেই চলেছ! যমুনে! শ্রীকৃষ্ণের নাম নীলরতন, তাঁর বর্ণও নীল; তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর সুখে সুখিনী হয়ে, তুমি নীলাম্বরী পরেছ। আজ আমার দুঃখে দুঃখিত হও, তোমায় রক্তাম্বরী পরাই। অধিক রক্ত কোথায় পাব? দেহের অর্দ্ধেক রক্ত মায়াবতীর মিলনচিন্তার আহারে গেছে, অর্দ্ধেক আছে, এস তাতেই তোমায় রক্তাম্বরী পরাই। (অসিনিষ্কাষণ)

দ্বিতীয় রক্ষক। মহারাজ! কোন শত্রু ত এখানে নেই।

পৃথ্বী। (স্বগত) তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?—না।

দ্বি-র। (স্বগত) দেখছি, নিতান্তই উন্মত্ত হবার উপক্রম হয়েছে!

পৃথ্বী। দেখ—

দ্বি-র। আজ্ঞা করুন।

পৃথ্বী। দেখ, ঐ জলে কি ভাসছে—ঐ যে—

প্র-র। কৈ?—

পৃথ্বী। ঐ যে ভেসে ভেসে আসচে—ঐ—

প্র-র। আজ্ঞা হাঁ, ও একটা মড়া।

পৃথ্বী। মড়া? না—ঐ ডুবল—না—না—ঐ আসচে—

দ্বি-র। আজ্ঞা, এই দিকেই আসচে। লাল কাপড় পরা—

পৃথ্বী। কে ও?—ঐ এল, কে ও? অ্যাঁ!—প্রিয়ে! মায়াবতী! যৌবনে যোগিনী! ঐ এল, ধর—(যমুনায় ঝম্পপ্রদান)

প্র-র। কি হল! মহারাজকে ধর। (যমুনায় ঝম্পপ্রদান)

দ্বি-র। ধর—ধর—

পৃথ্বী। (যমুনা হইতে) ভয় নেই, ভয় নেই।

দ্বি-র। হায় কি হল!—করি কি!—আমি যাব কি?

পৃথ্বী। না—না—তুমি এঁকে ধরে তোল,—ভয় নেই।

দ্বি-র। দিন, এই দিকে ঠেলে দিন, আসতে, আসতে।

পৃথ্বী। কাটখানা ধরে তোল, গায়ে হাত দিওনা, আসতে।

দ্বি-র। ধরেছি, ঠেলে দিন, আসতে।

(মায়াবতীকে কাষ্টসহ উত্তোলন, এবং পৃথ্বীরাজ ও প্র-রক্ষকের তীরে উঠন।)

পৃথ্বী। আজ আমার পুনর্জন্ম—পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্টা হল। দেখি, প্রিয়া নিদ্রিতা। প্রাণেশ্বরি! মায়াবতি! ওঠ, প্রিয়ে! তোমার দাস পৃথ্বীরাজ চরণতলে উপস্থিত।

মায়া। অ্যাঁ পৃথ্বীরাজ! হৃদয়রাজ কৈ! হৃদয়রাজ! প্রাণেশ্বর! (আলিঙ্গন)

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্ক। (স্বগত) এ এল কি করে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! করেন কি? ওকে স্পর্শ কোরবেন না।

পৃথ্বী। কেন?

শঙ্ক। ও ভ্রষ্টাচারিণী।

পৃথ্বী। ভ্রষ্টা!—সে কি?—কখনই না।

শঙ্ক। চিতোরপতি ওর সতীত্ব নষ্ট কোরেছেন। ও আপনার জন্যে নয়, চিতোররাজের জন্যে যৌবনে যোগিনী।

পৃথ্বী। বিশ্বাস হয় না। প্রমাণ?

শঙ্ক। এই তার প্রমাণ। এই দেখুন পত্র, ও চিতোররাজকে লিখেছিল। (পত্রদান)

পৃথ্বী। (পত্র পাঠ)

প্রাণেশ্বর!

আপনার জন্য যৌবনে যোগিনী হইয়া, কাঙালিনীর মত পথে পথে, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। হৃদয়ে এমন সাহস হয় না যে, সহসা আপনার চরণসদনে উপনীত হই, কি জানি যদি অনাথিনী বলিয়া ঘৃণা করেন। এই লোকমুখে সমস্ত শুনিতে পাইবেন। যদি দাসী বলিয়া কৃপা করেন,

আপনার চরণ দর্শনে গমন করিব, নচেৎ যৌবনে যোগিনী চিরযোগিনী হইবে।

আপনার শ্রীপদপ্রার্থিনী
মায়াবতী।

(স্বগত) তাইত! এ ভ্রষ্টাচারিণী! এই যে মোড়কে পাপিষ্ঠ সমর সিংহের নাম রয়েছে। এই পাপিনীর নামাঙ্কিত মোহর। এই মৎপ্রদত্ত "ভুলোনা আমায়" অঙ্কিত অঙ্গুরীর ছাপ। কি বিভ্রম! আমি স্বর্ণলতাভ্রমে এতদিন বিষবৃক্ষের আলিঙ্গন প্রার্থনা কচ্ছিলেম! উঃ! রমণীর মায়া বোঝা ভার! (প্রকাশ্যে) পাপিনি! দূরহ। তুই মায়াবতী, যথার্থই মায়াবতী। একজনকে সতীত্ব দান কোরে, আবার আমায় নাথ বলে আলিঙ্গন করিস? স্ত্রীহত্যায় মহাপাপ, তাই নিষ্কৃতি পেলি।

মায়া। (স্বগত) এ কি ঘটনা! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমি ভ্রষ্টা! পৃথ্বীরাজ আমার মুখ দেখবেন না! যাঁর জন্যে যৌবনে যোগিনী, তিনি বলেন দূরহ!—বৃথা কলঙ্ক! উঃ! আমি কি হতভাগিনী! বিধির কি অপূর্ব্ব বিবেচনা! বৌদ্ধ পুরোহিত শঙ্কাচরার্য্য কি ধার্ম্মিক! বিনামেঘে বজ্রাঘাত! বিধির অপূর্ব্ব বিচার! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন। আমি আপনার চরণ পাব বলে বিচার প্রার্থনা করি না, সতীর কলঙ্কিনী নাম অপেক্ষা দণ্ড আর নাই, আমি সেই কলঙ্ক দূর করবার জন্যে,—পাপীর দণ্ডের জন্যে বিচার প্রার্থনা কচ্চি। মহারাজ! আমি দস্যুহস্তে পতিত হয়েছিলেম, চিতোরপতি আমায় উদ্ধার করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত, তিনি উদ্ধার কোরেও আমায় রক্ষা কোর্ত্তে পারেননি। তাঁর সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, পথে প্রায় একশ দস্যু আমাদের পুনরায় আক্রমণ কোরে আমাকে হরণ করে। চিতোরপতি কোথায় গেলেন, তাঁর সন্ধান পেলেম না। শেষে দুরাত্মারা আমায় এক তরীর উপর নিয়ে যায়। ভাগ্যবশত আমার কেশও স্পর্শ কোর্ত্তে পারেনি। যে শিবিকায় ছিলেম, সে শিবিকা সুদ্ধই তরীতে নেযায়। শেষে তরীতে উঠবামাত্রই এক প্রবল ঝড়ে তরী মগ্ন হয়। আমি এক কাষ্ঠ অবলম্বন কোরে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিলেম; শেষে কে যেন আমাকে সেই বৃহৎ কাষ্টের উপর শয়ন করিয়ে দিলে, তার অঙ্গ স্পর্শে আমি মূর্চ্ছা গেলেম। পরে

এখানে আমায় কে আনলে তাও জানি না। মহারাজ! এই আমার শেষ কথা। ও পত্রখানি আমি চিতোররাজকে দিই নাই, আপনাকে দেব বলেই লিখেছিলেম, দস্যুরা ও পত্র ও আর একখানি পত্র গহনাসুদ্ধ কেড়ে লয়। পাপিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য কোথায় পেলে তা জানি না। কিন্তু ঐ ভণ্ড পাষণ্ডের জন্যেই আমার এই সর্ব্বনাশ হল—জগতে কলঙ্ক হল—

পৃথ্বী। কোন কথা শুনতে চাই না। তুই এখনই দূর হ।

শঙ্ক। ওর বাক্যে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস কোরবেন না।

মায়া। পাতকি! নরাধম! যদি আমি সাধ্বী সতী হই, যদি আমার মন ঐ পৃথ্বীরাজের শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য কারও প্রতি মত্ত না থাকে, তা হলে এই অভিশাপ দিই, তোর অপঘাত মৃত্যু হবেই হবে। মহারাজ! এ পাপিষ্ঠের কথায় বিশ্বাস কোরবেন না। চিতোররাজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। মহারাজ! শঠের বাক্যে বিশ্বাস কোরে প্রিয় মিত্রের মনে বেদনা দেবেন না। দাসী—এদাসী আপনার চরণে এজীবনকে বিক্রয় করেছে; গ্রহণ করেন সৌভাগ্য, না করেন, আমি যোগিনী—চিরযোগিনী হয়ে আপনার চরণধ্যান কোরব। আমার আর কেউ নাই; শঙ্করাচার্য্যের কুমন্ত্রণায় পিতামাতা নিদয়া, সখীকে হারিয়েছি, আপনিও বিনা দোষে ত্যাগ কল্লেন, তাই বলি এ জগতে আমার আর কেউ নাই। (রোদন)

পৃথ্বী। আমি বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি; আর কোন কথা শুনতে চাই না—মায়ায় ভুলতে চাই না।

মায়া। চান না? শ্রীচরণে স্থান দেবেন না? দেবেন না? আচ্ছা, একটা কথা বলি—সত্যের জয় সর্ব্বত্রে; পরিণামে সত্য অবশ্যই প্রকাশ পাবে, তখন জানবেন, মায়াবতী সতী কি কলঙ্কিনী। আমারে বেদনা দিলেন দিন, চিতোরপতিকে বৃথা বেদনা দেবেন না। তাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। মহারাজ! যদিও আপনি আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশেই মহারাজ বলে ডাকচি। মহারাজ! আপনার জন্যেই আমার এ মানবীলীলা দুঃখে, কষ্টে, শোকে, যাতনায়, কলঙ্কে গেল, তবু আপনার চরণে স্থান পেলেম না! দেখি পরজন্মে যদি পাই। এখন চল্লেম, কলঙ্কবহনাপেক্ষা এ জীবন জীবনে দেওয়াই বিহিত। যে যমুনা হতে আপনি দাসীরে উদ্ধার করেছেন, সেই

যমুনার হৃদয় এখন আমার আশ্রয়। (যমুনায় ঝম্পদানোদ্যম এবং শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ধারণ।)

মায়া। পিশাচ! স্পর্শ করিসনে, ছেড়ে দে। এখনই এই ত্রিশূলাঘাতে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। সর, আমি যাই। মহারাজ! এই শেষ দেখা, জন্মের মত দেখা, চল্লেম, আমি সতী কি কলঙ্কিনী, ধর্ম্ম তা প্রকাশ করবেন।

(মায়াবতীর বেগে প্রস্থান)

শঙ্ক। (স্বগত) মনস্কামনাত এক প্রকার সিদ্ধ হয়ে এল। একটা ফাঁদ থেকে আর একটা ফাঁদে পৃথ্বীকে আনলেম। মায়াবতী গেল, এখন চিতোররাজ। আরো কত করবো, হাড়ে হাড়ে জ্বালাব। এখানে আর বিলম্ব কোরব না; মায়াবতীকে হস্তগত করা যাকগে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এখন আজ্ঞা হয়ত বিশ্রাম করিগে।

পৃথ্বী। যান, যথা ইচ্ছা যান।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) এজগতে দুঃখ, শোক, বেদনা, পাপ, শত্রুতা সকলের মূল—রমণী। রমণীর মায়া দেবতা জানেন না, মনুষ্য কোন ছার? শাস্ত্রে, পুরাণে, ইতিহাসে দেখা যায়, কেবল রমণীই সকল সুখসংহারিণী—সকল বিপদের খনি। সাধ্বীসতী বলে যে নারী প্রসিদ্ধা, সেই আবার পরপুরুষাঙ্কবাসিনী! কি চমৎকার চরিত্র! বিধির কি চমৎকার সৃষ্টি! এই মায়াবতীর জন্যে আমি কত বেদনা সহ্য করলেম, শেষে অমৃতমন্থনে গরল উঠল! কমলকলি কণ্টকী হল! দুরাচার চিতোররাজ কি অবিশ্বাসী! পাপিষ্ঠের হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হল না? সে জানে না যে, মায়াবতী সিংহপ্রিয়া? তারি দোষে, তারি ছলনায় সতী সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়েছে। মিত্রতার এই ফল! মায়াবতী, চিতোরপতির জন্যেই যৌবনে যোগিনী, নচেৎ তাকে এ পত্রই বা লিখবে কেন? চিতোরপতিকে এর উচিত ফল দেবই দেব।

(সমর সিংহ এবং অম্বালিকার প্রবেশ।)

সমর। মহারাজ! আমাদের অতি দুর্ভাগ্য।

পৃথ্বী। দুর্ভাগ্য—তুই মহাপাতকী, বিশ্বাসঘাতক, ছদ্মবেশী মিত্র। বিষকুম্ভপয়োমুখ।

সমর। (স্বগত) এ কি কথা?—আমার সঙ্গে এরূপ ব্যাভার কেন? ইনি কি উন্মত্ত হয়েছেন?

পৃথ্বী। আমি সব জানি, তুই কৌশলে মায়াবতীর সতীত্ব নষ্ট করেছিস। এখনই এখান হতে দূর হ, নৈলে তোর নিস্তার নাই।

সমর। সে কি! মহারাজ! আপনি কি উন্মত্ত হয়েছেন? আমি মায়াবতীর সতীত্ব নষ্ট করেছি! এ কেমন কথা? এই অসিস্পর্শ কোরে, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্মসাক্ষ্য কোরে বোলছি, যদি মায়াবতীর সতীত্ব নষ্ট কোরে থাকি, আমি ক্ষত্রিয়জাত নই।

অম্বা। মহারাজ! এ কি কথা? চিতোরপতির সঙ্গে এক দণ্ড মাত্র সখির দেখা হয়েছিল, আমরা বরাবর ওঁদের সঙ্গে ছিলেম, উনি কেমন কোরে কখন মায়াবতীর সতীত্ব নষ্ট কোরলেন? আপনি বিনানুসন্ধানে কেন সাধ্বীসতীর চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ কোচ্চেন?

পৃথ্বী। অনুসন্ধান দূরে থাক, আমি বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি, ভ্রষ্টাচারিণী মায়াবতী, সমর সিংহের প্রেমভিখারিণী।

অম্বা। কি! মায়াবতী, রাজা সমর সিংহের প্রেমভিখারিণী! এ কথা যে বলে, যে এ কলঙ্ক রটনা করে, তার জিহ্বা এই জন্মেই সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হবে। আপনি কার কথায় বিশ্বাস কোরে অনাঘ্রাতা স্বর্ণকমলিনীর হৃদয়ে শূল বিদ্ধ কোচ্চেন?

সমর। মহারাজ! যদি কখনও আমি আপনার অনিষ্ট কোরে থাকি, অন্তে যেন আমার বীরগতি লাভ না হয়। আমি আপনার ভগিনী পৃথার-পতি, আর বাল্যাবধি আপনার সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ আছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আপনার অমঙ্গল চেষ্টা করি না, সততই আপনার আজ্ঞার বশবর্ত্তী। আপনি বিনা কারণে আজ সেই প্রণয়ের প্রতিফলস্বরূপ আমার চরিত্রে কলঙ্ককালিমা প্রদান করলেন! ধর্ম্ম জানেন, মায়াবতী সতী কি কলঙ্কিনী, আর আমি বিশ্বাসঘাতক কি না।

পৃথ্বী। বিশ্বাসঘাতক! তুই ঘোর বিশ্বাসঘাতক। এই পত্র দেখ। মায়াবতী কি লিখেছে।

সম। (পত্র পাঠ)

পরম কল্যাণীয় প্রবল প্রতাপান্বিত

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ সমর সিংহ বাহাদুর

চিতোরপতি সমীপেষু।

মহারাজ! আপনার ভ্রম হয়েছে; মায়াবতী যদি আমার প্রেমভিখারিণী হবে, তবে পত্রের খামে "পরম কল্যাণীয়" লিখবে কেন?

পৃথ্বী। কল্যাণীয়?—হুঁ! ভিতরে কি লিখেছে?

সম। (স্বগত পত্রপাঠ) মহারাজ! ধর্ম্মসাক্ষ্য কোরে বলছি, এর বাষ্প মাত্রও সত্য নয়। এই দেখুন, শিরোনামে এক পাঠ, পত্রে এক পাঠ, শিরোনাম ভোজ্পত্রে লেখা, পত্রখানি অশ্বত্থত্বকে লেখা। মহারাজ মূল পত্রে আমার নামও নাই।

অম্বা। দেখি! (পত্রপাঠ) হয়েছে। আপনি এ পত্র কোথায় পেলেন?

পৃথ্বী। শঙ্করাচার্য্য দিয়েছে।

অম্বা। তবেই হয়েছে; মহারাজ! আপনি বৃথা ভ্রমে পতিত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য্য সকল সর্ব্বনাশের মূল। তারই কারণে আপনার ও মায়াবতীর হৃদয়সিন্ধু এত বিচলিত হচ্চে। মহারাজ! আপনি যখন সেই ভণ্ডকে দূত স্বরূপে গুজরাটপতির নিকট পাঠান, তখন আপনি যে পত্রখানি মায়াবতীকে দিতে বলেন, পাপিষ্ঠ সেই পত্র গুজরাটপতির হস্তে দিয়ে বলে, মায়াবতী ভ্রষ্টাচারিণী হয়েছে। ভীমদেব তাই শুনে ও সেই পত্র দেখে, আমাদের গুপ্ত কারাগারে বদ্ধ করেন।

পৃথ্বী। এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, আমি জানি বৌদ্ধেরা কখন পরের অনিষ্ট করে না।

অম্বা। মহারাজ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ঘোর ভণ্ড, নারকী, তার মুখে মধু অন্তরে বিষ। আপনি তারে ধার্ম্মিক মিত্র জ্ঞান করেন, কিন্তু সে আপনার পরমশত্রু। পাপিষ্ঠের দোষে আমরা কারাবাসিনী হলে, সিদ্ধেশ্বরী নামে এক যোগিনী, দয়া করে সখীকে যোগিনীবেশে কারাগার হতে উদ্ধার করেন ও একখানি পত্র এই চিতোরপতিকে লিখে

এক জন লোক সঙ্গে দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দেন। এখানি সেই পত্রের খাম। আর এই পত্রখানি মায়াবতী আপনাকে লেখেন। দস্যুরা যখন আমার কাছ থেকে সখির গহনাসুদ্ধ পুঁটুলি কেড়ে লয়, তখন এই পত্র দুখানিও তার সঙ্গে ছিল। কেমন কোরে ও পেলে, তা জানি না। কিন্তু আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্চে, ঐ দস্যু সংগ্রহ কোরে আমাদের এই দুর্দ্দশা কোরেছে। এই দেখুন এ খাম খানির পৃষ্ঠে ভগবতী সিদ্ধেশ্বরীর অভয় ত্রিশূলের ছাপ রয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, এখন বলুন আপনি মায়াবতীর দেখা পেয়েছেন কি না?

পৃথ্বী। পাপিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য এমন চক্রান্ত কোরেছে! সখে চিতোরপতি! এতক্ষণে আমার চৈতন্যোদয় হল। আমি রত্ন পেয়ে পা দিয়ে ঠেলেছি, ক্রোধবশে তোমায় অনেক কটূ কথা বলেছি, ক্ষমা কর। (সমর সিংহের পদধারণ) মায়াবতী জীবিতা আছেন, এই মাত্র আমি বিনাদোষে শঙ্করাচার্য্যের চক্রে পতিত হয়ে তারে অপমানের সহিত কত কটূ কথা বলেছি। তিনি এই যাচ্চেন। চল, শীঘ্র চল, তাঁর সন্ধানে যাই।

অম্বা। কোথায়?—মায়াবতী কোথায়?

পৃথ্বী। সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান।)

—০—

নবম দৃশ্য।

দিল্লী—শ্মশানভূমি।

(মায়াবতীর প্রবেশ।)

মায়া (স্বগত) আর কেন? মানবীলীলা—যোগিনীলীলা—শেষ হল। এজন্মে যা হবার তা হল। আরনা—যার চরণ পাবার জন্যে যৌবনে যোগিনী—জনকজননীর সুখকণ্টকী—তাঁরি নিকট যখন কলঙ্কিনীরূপে পরিচিতা হলেম, তখন আর এ জীবনে কি প্রয়োজন? পৃথ্বীরাজের শ্রীচরণই এতদিন এ জীব-

নের অবলম্বন ছিল, এখন সে অবলম্বনশূন্য। এখন আমি তারশূন্য বীণা—বাজব না—লোকে বাজাতে পারবেও না। তবে যে কথা কচ্চি, সে কেবল পূর্ব্ববাদ্যের ঝনৎকার মাত্র। লোকে বলে, চিতা, চিন্তা উভয়ের মধ্যে চিন্তা প্রধান। চিতা মৃতদেহ দাহন করে, চিন্তা জীবিতকে দাহন করে। আমি এতদিন তাই মানতেম, কিন্তু আজ সে কথায় বিশ্বাস নাই। আমি জীবিতা, এই চিতাই এখন আমার সার। এ জীবিত দেহ এখন চিতায় জ্বালাব, জগতকে জানাব, চিতাও জীবিতকে দগ্ধ করে। যাই,—আমি যাই, মা ধরণি! আমি চল্লেম—জন্মের মত তোমার হৃদয় হতে চল্লেম। আর তোমার দেহে পদাঘাত কোরব না। ধরণি! তুমি নানারূপধারিণী, কে বলে তুমি মৃত্তিকামাত্র?—তুমি কারো পক্ষে সুখদায়িনী—শান্তিময়ী—কারো পক্ষে বিকট তমোময়ী। মা! তুমি আমার পক্ষে অমানিশার ন্যায় তমোময়ী। তোমার হৃদয়ে থেকে আজ আমার সুখসাধ ফুরাল। বসুন্ধরে! ভারতভূমি! বীরজননি! আবার যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে আসতে হয়, মা! দেখো যেন এমন জ্বালায় আর জ্বালিও না। পৃথ্বীরাজ! দুঃখিনীর হৃদয়সরোজরাজ! চল্লেম—বিদায় দাও। নিষ্ঠুর! বিদায় দাও, প্রাণ যায়—নিদয়! তুমি বৃথা কলঙ্কে আমায় কলঙ্কিনী কোরলে! বিনা প্রমাণে আমায় পা দিয়ে ঠেললে!—হায়! শঠ! তোমার জন্যে রাজনন্দিনী হয়ে ভিখারিণী, অনাথিনী, তুমি আমায় ত্যাগ কোরলে! কর,—কিন্তু মনে রেখো, স্মরণ কোরো, তোমার প্রেমের জন্যে মায়াবতী যৌবনে যোগিনী। সখি! অম্বালিকে! এ সময় তুমি কোথায়? দেখে যাও, তোমার যতনের ধন মায়াবতী কলঙ্কিনী হয়ে, শ্মশানে প্রাণত্যাগ কচ্চে। সখি! আর দেখা হবে না, জন্মের মত চল্লেম। ভারতে ঘোষণা কোরো, মায়াবতী পৃথ্বীরাজের জন্যে যৌবনে যোগিনী। সখি! এই শেষ বিদায়। মা! গর্ভধারিণি! তোমার নাম স্মরণ কোর্ত্তে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। মা! আমি তোমার আদরের ধন, তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, মা! ক্ষমা কর্‌। পিতঃ! আমি তোমার নির্ম্মলবংশে কলঙ্ক অর্পণ কোরেছি, ক্ষমা কোরো, আমি চল্লেম। পিতঃ! তোমার বংশাবলী-গ্রন্থে লিখে রেখো—মায়াবতী যৌবনে যোগিনী। মা উগ্রচণ্ডিকে! তোমার আজ্ঞায় আমি যৌবনে যোগিনী, কিন্তু দেবি! আমার ভাগ্যে তুমি এই লিখেছিলে? মাগো! তুমি সর্ব্বভূতে অবস্থান কর, সকল

লই জান, আমি সতী কি কলঙ্কিনী তাও জান, মা! তা জেনে, কেন আমার শিরে কলঙ্কের ডালি দিলে? এ তোমার কেমন লীলা? মুণ্ডমালিনী! আমি চিরদাসী, আমার প্রতি এত নিদয়া কেন? মা! আমি চল্লেম—বিদায় দাও—জলন্ত চিতানলে দেহ ঢেলে সকল পাপ ক্ষয় করি। এখানেত দেখছি, দুটী চিতা জ্বলছে। এটীত নিবো নিবো প্রায় হয়েছে, এটীতে ঝাঁপ দিলে, প্রাণ-ত্যাগ হবে না। এইটী দেখছি বৃহৎ চিতা। শুনেছি পৃথ্বীরাজের ব্যয়ে অনাথ প্রজাদের মৃতদেহ এখানে দগ্ধ হয়। বোধ হয় এইটীই সেই চিতা হবে; অনেক দেহও একত্রে জ্বলছে দেখছি। আমি অনাথিনী—এই চিতাই আমার আশ্রয়। পৃথ্বীরাজ! আজ তোমার স্থাপিত চিতাতেই তোমার জন্যে যৌবনে যোগিনীর জন্মের মত প্রাণ যাচ্চে। একবার দেখে যাও—পৃথ্বীরাজ! চল্লেম—চল্লেম—

(মায়াবতীর চিতায় পতনোদ্যম এবং চারিজন লোকের সহিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও মায়াবতীকে ধারণ)

মায়া। কে তুই? পাপিষ্ঠ! আবার তুই এখানে? কেন আমায় বাধা দিলি? সরে যা, স্পর্শ করিসনে। আমি প্রাণত্যাগ করি।

শঙ্ক। আমার কথা শুনুন আগে।

মায়া। তুই ঘোর নারকী, তোর কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তুই সরে যা এখান থেকে, প্রাণত্যাগ করি।

প্রথম ব্যক্তি। এই দিকে আসুন। (ধারণ)

মায়া। তোরা কে? ছেড়ে দে, আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করি।

শঙ্ক। রাজনন্দিনি! আমায় ক্ষমা করুন।

মায়া। তোকে? এ জন্মে না। আমি কি ক্ষমা কোরব? সেই ক্ষেম-ঙ্করীর নিকট প্রার্থনা করগে, এখন আমায় সুখে চিতারোহণ কোর্ত্তে দে।

শঙ্ক। আমি আপনার শত্রু নই। আপনার পিতার চিরমিত্র; আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি যে পৃথ্বীরাজের নিকট আপনার বৃথা কলঙ্ক প্রকাশ কোরেছি, তার ফল অবশ্যই পাব। আপনি যে সাধ্বী সতী, তা বিলক্ষণ জানি। কেবল একজন দস্যুর দোষে আপনাকে এই কলঙ্কের ভাগিনী হতে হয়েছিল। একজন দস্যুই আমার হাতে সেই পত্র দেয়। আমি অন্য

প্রমাণ না লয়ে, তাতেই বিশ্বাস কোরে আপনার হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি। রাজনন্দিনি! আমি বৌদ্ধ, পরের অনিষ্ট করা আমার ইচ্ছা নয়, এবং আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। পৃথ্বীরাজের নিকট আপনার নিষ্কলঙ্কতা পুনরায় প্রতিপন্ন কোরেছি, তিনি এখন আপনার জন্যে বিলাপ কোচ্চেন। আপনাকে সেখানে নে যাবার জন্যে আমায় অনুসন্ধানে পাঠিয়েছেন। ভাগ্যবশেই এখানে আপনার দেখা পেলেম। আপনি চলুন, নচেৎ আমার প্রাণ যাবে। আমায় ক্ষমা করুন।

মায়া। তোমার কথায় আর বিশ্বাস নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সত্যি গো মাঠাকরুন! সত্যি, মহারাজ আপনার জন্যে কত কাঁদছেন, আপনি চলুন, আমরা তাঁর চাকর।

শঙ্ক। আপনি না গেলেই আমার প্রাণ দণ্ড হবে। আমায় ক্ষমা করুন, চলুন, পথে শিবিকা আছে, চলুন। অন্যমত কোরবেন না, বুদ্ধদেবের দিব্য, আমি মিথ্যা বলছি না।

মায়া। সত্যই কি পৃথ্বীরাজ ডাকচেন?

শঙ্ক। আজ্ঞা হাঁ।

মায়া। চল, অদৃষ্টে যা আছে হবে।

(সকলের প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।

দিল্লী—রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

(পৃথ্বীরাজ এবং সমর সিংহের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। সখে! আমার জীবনের আশা, ভরসা সব ফুরাল। যৌবনে যোগিনীর জন্যে আমার সব ফুরাল। প্রাণ আকুল, মন উদাস, দেহ ভার, রাজ্য দণ্ড, আবাস নরক, পৃথিবী তমোময়ী বোধ হচ্চে। সখে! আর না—

সমর। সে কি? আপনি রাজ্যেশ্বর, মহাজ্ঞানী, আপনি এত ব্যাকুল হচ্চেন কেন? একবার যখন সেই হৃদয়বাসিনীকে আপনি অনায়াসে পেয়েছিলেন, তখন আবার অবশ্যই মিলন হবে।

পৃথ্বী। মিলন? এ জগতে? কখনই না। জীবিতেশ্বরী কি আর জীবিতা আছেন? কখনই না। অপমান—কলঙ্ক বহন কোরে জীবিতা আছেন? কখনই না। এ জগতে নাই, তিনি সুরলোকে শচীসহচরী হয়েছেন। (শিলাতলে উপবেশন।)

সমর। অমঙ্গলের কথা বলেন কেন? তিনি অবশ্যই জীবিতা আছেন।

পৃথ্বী। না, এত অনুসন্ধানেও যখন তাঁরে পেলেম না, তখন তিনি নাই। আর আমি তাঁরে পাব না। সে ললিত মূর্ত্তি, সে ললিত ভঙ্গিমা, সে ললিত প্রকৃতি আর আমি দেখতে পাব না। (স্বগত) হা চারুশীলে! হা যৌবনে যোগিনী! তুমি কোথায়?-মায়াবতী! অমৃতভাবিনী! প্রাণ যায়—দেখা দাও। প্রাণপ্রতিমে! তোমারে এ নরাধম অনেক বেদনা দিয়েছে। বিনা প্রমাণে কলঙ্কিনী বলে অনেক তিরস্কার করেছে, প্রিয়ে! তাই আর কি আমায় দেখা দেবে না? হায়! কেন আমি ভণ্ড শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাক্যে ভুলে, সতীকে কলঙ্কিনী বলে, হস্তগত চিরপ্রার্থনীয় নিধি পরিত্যাগ কোল্লেম? এখন যে প্রাণ যায়। উঃ! (প্রকাশ্যে) সখে! যাতনা অসহ্য। আমার রাজ্য রৈল, রক্ষা কোরো, আমি চল্লেম। আমার প্রাণ কেমন কোচ্চে, আর না, আর সহ্য হয় না, মায়াবতী!—প্রেমময়ি!—

সমর। (স্বগত) আকাশ ও হৃদয়ে কিছু মাত্র বিভেদ নাই। শরচ্চন্দ্রোদয়ে বিমল আকাশ যেমন পরম প্রভাময় হয়, সুখোদয়ে মানবহৃদয়ও সেইমত প্রমোদময় হয়। আকাশে কৃষ্ণজলদোদয়ের ন্যায় হৃদয় যখন বিকট চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, যাতনারূপ বিদ্যুল্লতা পলকে পলকে ক্রীড়া করে, উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস বজ্ররূপে পরিণত হয়, তখন সূর্য্যসঞ্চিত বাষ্পের ন্যায় প্রাণসঞ্চিত শারীরিক রক্ত জল হয়ে চক্ষু দিয়ে পতিত হয়। আজ পৃথ্বীরাজের হৃদয় সেই অবস্থাপন্ন—রোদন কচ্চেন, কত কি ভাবছেন; কেবল এক প্রেমের প্রতাপে। বীরের প্রতাপ দুর্ব্বলের নিকট, প্রেমের প্রতাপ সকলের নিকট। মানব কোন ছার? দেবতারাও নতমস্তকে প্রেমের

পূজা করেন! লোকে বলে, সকলেই অর্থের বশ, আমি বলি, সমস্ত সৃষ্টিই প্রেমের বশ।

পৃথ্বী। সখে! উপায় কি?

সমর। আপনি বৃথা ব্যাকুল হচ্চেন। সমস্ত ভারতে চর পাঠান গেছে, কোথাও না কোথাও অবশ্যই দেখা পাওয়া যাবে।

পৃথ্বী। মন যে প্রবোধ মানে না।

সমর। মহাবীর হয়ে, এমন চপল হচ্চেন কেন?

পৃথ্বী। রমণীর কমনীয় প্রেমের কাছে বীরত্ব খাটে না।

সমর। সে কথা যথার্থ; এখন যদি দুর্ভাগ্যবশত মায়াবতীর সন্ধান না পাওয়া যায়, তা হলে—

পৃথ্বী। তা হলে আর কি এ দেহে প্রাণ থাকবে?

সমর। মহম্মদঘোরী নিকটাগত, লাহোরে শিবির স্থাপন কোরেছে, এ সময়ে ভারত রক্ষা—

পৃথ্বী। ভারতকে তোমরা রক্ষা করবে। আমি সে পৃথ্বীরাজ নই; আমি এখন কাষ্ঠ-পুত্তলিকা।

সমর। বাতুলের ন্যায় কথা কচ্চেন।

পৃথ্বী। কি কোরতে বল?—মায়াবতী ব্যতীত জীবিত থাকতে?-কখনই না।

সমর। না, তা বলি না, মায়াবতীর সঙ্গে মিলন হবার সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে কি না জন্মভূমি, স্বাধীনতা, বেদ, বিগ্রহ রক্ষা—

পৃথ্বী। না, আমা হতে হবে না। আমার প্রাণত আমার কাছে নাই, প্রাণ সেই মায়ার কাছে। মন এখন ভারতের প্রত্যেক স্থানে—গহনবনে উচ্চ শিখরে, গুহাভ্যন্তরে, নগরে, পর্ণকুটীরে, সাগর-উদরে। মন এখন কেবল অন্বেষণেই ব্যস্ত, সেই মায়াবতীর মধুর মূর্ত্তি দর্শনেই ব্যস্ত। এখন যুদ্ধ কোরবে কে?—কার জন্যে? জন্মভূমির জন্যে? জন্মভূমি আমার পক্ষে এখন দুঃখের আকর। এখন এখান থেকে প্রস্থান কোরলেই বাঁচি। হিমালয় এখন আমার প্রিয়স্থল। যত দিন বাঁচব, মায়াবতীর ধ্যান কোরব। বৈষয়িক জগৎ এখন বিষময়।

সমর। (স্বগত) গ্রহপরিবর্ত্তনের ন্যায় ভারতের ভাগ্য দেখছি পরিবর্ত্তিত হয়। সর্ব্বপ্রধান নরপতি, মহাবীর পৃথ্বীরাজের যখন এই উত্তর, এই দশা, তখন মঙ্গল কোথায়?

(এক জন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাজ! গুজরাট-রাজকন্যার সংবাদ পাওয়া গেছে।

পৃথ্বী। মায়াবতীর?—মায়াবতী জীবিতা আছেন?

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ।

সমর। তুমি কোথায় সন্ধান পেলে?

রক্ষক। যমুনাতীররক্ষার ভার আমার উপর ছিল। দেখলেম শঙ্করাচার্য্য এক শিবকাসহিত একখানি তরীতে উঠলেন। শিবিকা তরীতে রাখবা মাত্রই মাঝীরা তরী খুলে দিলে। শিবিকার ভেতর থেকে, ঠিক গুজরাট-রাজকন্যার মত এক সুন্দরী যোগিনী বহির্গত হয়ে, উচ্চৈস্বরে চীৎকার কোর্ত্তে লাগলেন। আমি একখানি ক্ষুদ্রতরী অবলম্বন কোরে, তাদের অনুসরণ কোল্লেম, কিন্তু বায়ুভরে তাদের তরী মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি একা তরী চালাতে না পেরে ফিরে এলেম।

পৃথ্বী। তারা কোন্ দিকে গেল?

রক্ষক। উত্তরপশ্চিম কোণে চলে গেল।

পৃথ্বী। সখে! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। মায়াবতী জীবিতা, আমার পরম সৌভাগ্য। শঙ্কর সিংহের শমনসদনে গমনের বিলম্ব নাই, তাই সে ভণ্ড বৌদ্ধ, আচার্য্যবেশে শৃগাল হয়ে, সিংহের অনিষ্টকামনা কোচ্চে। এই অসি তার উচিত ফল দেবেই দেবে। এখন এস, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই।

(সকলের প্রস্থান।)

একাদশ দৃশ্য।

ঐরাবতী নদী।

(একজন মাঝী ও তুইজন দাঁড়ী কর্ত্তৃক বাহিত তরীর প্রবেশ।)

প্রথম দাঁড়ী। নদীতে বড় তুফোন।

মাঝী। তাইত রে! ওদিকে আবার একটা বড় মেঘ উঠেছে।

দ্বিতীয় দাঁড়ী। নৌকা যায় যে রে।

প্র-দাঁ। বড় মেঘ গো, ঘোর আঁধার, এইবার প্রণে মলেম।

মাঝী। ভয় নেই, ভয় নেই, কসে দাঁড় ধর।

প্র-দাঁ। আরে পাল ছেঁড়ে যে?

মাঝী। খোল, পাল খোল।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

(তরীর ভিতর হইতে—সাবধান, মাঝী সাবধান)

দ্বি-দাঁ। তোমরা নোড়না, সাবধান হয়ে বোস।

মাঝী। (পালখোলন) হাল ছেড়ে দিয়েছি রে! ঠাকুরদের নাম নে।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

প্র-দাঁ। ওগো তোমরা এই বেলা আপন আপন ঠাকুরের নাম লও। সাবধান, গেল, গেল, নৌকা গেল।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

মাঝী। সাবধান, সাবধান, পরমেশ্বর! রক্ষা কর।

(তরীর ভিতর হইতে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্ক। ও মাঝী! নৌকা যায় যে?

মাঝী। চুপ কর, ঠাকুরের নাম লও।

শঙ্ক। অঁ্যা, বলিস কি রে? উঃ! ঘোর মেঘ! প্রবল বায়ু! ঘন ঘন বিদ্যুৎ!—বজ্রধ্বনি! উঃ! তরী যায় যে? জয় বুদ্ধদেব! রক্ষা কর, রক্ষা কর, বুদ্ধদেব! রক্ষা কর, তরী গেল গেল।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

সকলে। ঠাকুর! রক্ষা কর—গেল—গেল—ঠাকুর! রক্ষা কর।

(তরীর ভিতর হইতে মায়াবতীর প্রবেশ।)

মায়া। উগ্রচণ্ডিকে! আমার পক্ষে আজ অতি শুভদিন, শুভক্ষণ। মা উগ্রচণ্ডিকে! ডোবাও, তরী ডোবাও, জন্মের মত ডোবাও, প্রাণ শীতল হক। পবন! সংহারমূর্ত্তি ধারণ কর—আরো ভীমমূর্ত্তি ধারণ কর, আমার যোগিনী-লীলা অবসান কর।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

মায়া। তরঙ্গিনি! স্ফীতা হও, আরো স্ফীতা হও, তরীকে উদর মধ্যে স্থান দাও, পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এ মানবী-লীলা সমাপ্ত হক। নদি! নাও, তরীকে গর্ব্ভমধ্যে নাও।

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

মায়া। সৌদামিনী! কেন আর দেখা দাও? কেন আর এ কলঙ্কিনীর পাপমুখ দেখতে উদ্যত হচ্চ? হা বজ্র! বৃথা হুঙ্কারে কি ফল? জগতে কেউ তোমারে আদরে স্থান দেয়না। আমি ডাকছি, আমার হৃদয়ে এস, আমি তোমায় স্থান দেব।

(বজ্রধ্বনি)

মায়া। পৃথীরাজ! তুমি কোথায়? এস, দেখা দাও, এই সময়ে দেখা দাও, কলঙ্কিনী ডাকছে দেখা দাও, যৌবনে যোগিনী ডাকছে, পৃথ্বীরাজ! এই আমার শেষ আহ্বান। তরঙ্গিনি! ঐরাবতী! নাও, আমায় নাও, এই সময়ে নাও। কল্লোলিনি! আমি কলঙ্কিনী বলে কি তরীকে গ্রাস কোরবে না?

শঙ্ক। কর কি? ধারে যেওনা।

মায়া। সরে যা পামর!

সকলে। গেল, নৌকা গেল, আর থাকে না, বড় ঝড়, দোহাই ঈশ্বর!

শঙ্ক। জয় বুদ্ধদেব! রক্ষা কর।

মায়া। স্রোতস্বতি! নাও, আমায় নাও, তরী গ্রাস কর। নেবেনা? আমায় নেবেনা? পৃথ্বীরাজ! চল্লেম, পরজন্ম যদি থাকে দেখা হবে। এখন চল্লেম, কলঙ্কিনী চল্লো, যৌবনে যোগিনী চল্লো—(নদীতে ঝম্প প্রদান।)

(বজ্রধ্বনি)

শঙ্ক। আরে কি হল?—ধর ধর।

সকলে। ধর, ধর।—

শঙ্ক। ধর ধর। (নদীতে ঝম্প প্রদান)

মাঝী। গেল, গেল, নৌক যায়রে—

সকলে। গেল, গেল, নৌক গেল—

(বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)

মাঝী। সাবধান, গেল গেল।

(তরী অদৃশ্য।)

দ্বাদশ দৃশ্য।

লাহোর—শিবির।

(মহম্মদঘোরীর প্রবেশ।)

মহম্মদ। (স্বগত) গতবারে কাফের পৃথ্বীরাজের তরবারি আমায় পরাস্ত কোরেছে; এবার তার সমুচিত ফল দেবই দেব। কিন্তু এখন হিন্দুদের জাতীয় বিচ্ছেদ না হলে সহজে জয় লাভ সম্ভব নয়। পৃথ্বীরাজ মহাবীর—ভারতের সমস্ত নৃপতি তার বশম্বদ; সৈন্যসংখ্যাও আমার অপেক্ষা অল্প নয়। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ, এর মধ্যে ভেদই এখন অবলম্ব-নীয়। এ উপায় ভিন্ন জগতে এমন মহাবীর—মহাবলশালী জাতি নাই যে, ভারত জয় করে। আমি গত কয়বারের যুদ্ধে হিন্দুবীরগণের বীরত্ব

বিশেষরূপেই জানতে পেরেছি। যাহক, এবার যদি পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত কোরতে না পারি—ভারতে যবনপতাকা উড্ডীয়মান কোরতে না পারি, তা হলে এ জীবন আর রাখব না। শঙ্করাচার্য্যের কোন সংবাদ পাচ্ছি না কেন? তার দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হবার সম্ভব। গত কয়বারের যুদ্ধে সে গোপনে অনেক সাহায্য করেছে। শঙ্করাচার্য্য, দিল্লীর রাজসিংহাসন-প্রার্থী; এবার যদি তার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়, তাহলে অবশ্য তার বাসনা পূর্ণ কোরব। শঙ্করাচার্য্য রাজগিরির ভূতপূর্ব্ব রাজা; এখন সে হিন্দু নয়, বৌদ্ধ; পুঁতুল পূজা করে না, সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয়। শঙ্করাচার্য্য রাজপদের যোগ্যব্যক্তি বটে। বুদ্ধি উত্তম, ব্যাভার উত্তম, আবার বিদ্বান। এখন সে বৌদ্ধ আচার্য্য—ব্যাভার আচার্য্যের মত, ইচ্ছা রাজার মত। রাজ্যশাসন করা তার বাসনা নয়, দিল্লীর সিংহাসন পেলে, সে অনেককে বৌদ্ধ কোর্ত্তে পারবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু যদি দিল্লী জয় কোরতে পারি, তা হলে কি শঙ্করাচার্য্যকে দেব? কখনই না। এখন দেব বলে, আশা দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা যাক, পরে মনে যা আছে তাই হবে। এখনও সে এলোনা কেন? সে কি জীবিত আছে? বোধ হয় না, তা হলে সে এতদিন সাক্ষাৎ কোরতো।

(কুতব উদ্দীনের প্রবেশ।)

মহ। সংবাদ কি?

কুতব। সমস্তই সুসংবাদ। দূত এইমাত্র এল, গুজরাটপতি ভীমদেব ও কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র এই পত্র লিখেছেন।

মহ। পত্রের মর্ম্ম কি?

কুতব। তাঁরা আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী, আপনার সহিত যোগ দিয়ে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা কোরতে প্রস্তুত। আর দূতমুখে শুনলেম, পৃথ্বী নাকি অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হয়েছে।

মহ। বটে? অতি সুসংবাদ।

কুত। মধ্যে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহারাজ জয়চন্দ্রের এক যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে পৃথ্বীর অনেক প্রধান প্রধান সেনাপতি প্রাণত্যাগ করেছে।

মহ। সে যুদ্ধের সূত্র কি?

কুত। শঙ্করাচার্য্যই সূত্র। চরমুখে শুনলেম, আপনার আদেশমত শঙ্করাচার্য্য ভারতীয় রাজগণের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্বলিত করতে ক্ষান্ত নেই। পৃথু যেমন অদ্বিতীয় বীর এবং বলশালী, কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রেরও সেইমত ক্ষমতা—বল আছে। উভয়ের মধ্যে বিবাদসঞ্চার করবার জন্যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ হয়েও জয়চন্দ্রকে হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজসূয়যজ্ঞ করতে মন্ত্রণা দেন। জয়চন্দ্র যজ্ঞ আরম্ভ কোরলে, উত্তর প্রদেশের সমস্ত রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার কোরে কর দেন। এ দিকে শঙ্করাচার্য্য যজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়ে পৃথুর নিকট গিয়ে বলেন, জয়চন্দ্র আপনার অপমান কোরে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি নিতে ইচ্ছা কোরে রাজসূয় যজ্ঞ কচ্চেন। পৃথু তাতে জয়চন্দ্রের উপরে অত্যন্ত কুপিত হন। পৃথু, যজ্ঞ-সভায় না আসায় শঙ্করাচার্য্যের পরামর্শমতে পৃথুর সোনার প্রতিমূর্ত্তি যজ্ঞসভার দ্বারদেশে স্থাপিত কোরে জয়চন্দ্র যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। পরে শঙ্করাচার্য্যের মুখে প্রতিমূর্ত্তির কথা শুনে পৃথু অনেক সৈন্য লয়ে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হন। যজ্ঞসভায় জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী স্বয়ম্বরা হতে ছিলেন, পৃথু যুদ্ধে জয়ী হয়ে, নিজ সোনার প্রতিমূর্ত্তি ও সেই কন্যাকে হরণ করে আনেন। তাতে উভয় পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি, সৈন্যধ্বংস, এবং বিশেষ শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে।

মহ। শঙ্করাচার্য্যের কোন সংবাদ পেয়েছ?

কুত। আজ্ঞা না, তিনি থাকলে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

মহ। হাঁ; পৃথ্বীরাজ ব্যসনাসক্ত হয়েছেন কিরূপ?

কুত। গুজরাটপতির কন্যার জন্যে উন্মত্ত হয়েছেন।

মহ। বটে? তবে এবার জয়লাভের কোন সন্দেহ নাই?

কুত। নাই বটে, কিন্তু জাতীয় বিচ্ছেদ ভিন্ন ভারতজয় করা কঠিন।

মহ। পৃথ্বী যুদ্ধের কোন আয়োজন করেছে কি?

কুত। এখনও না।

মহ। তবে এখানে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না, তুমি সৈন্যদের সজ্জিত হয়ে থাকতে বল, আহারান্তেই দিল্লী অভিমুখে যেতে হবে।

কুত। যে আজ্ঞা।

(কুতব উদ্দীনের প্রস্থান।)

মহ। (স্বগত) কাফেরবধে মহাপুণ্য, পুঁতুলপূজা নিবারণে আরো পুণ্য, আমার জয় না হবে কেন? এবার হিন্দুদের সমগ্র বিগ্রহ, তীর্থস্থান ধ্বংস কোরবই কোরব।

(একজন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। একজন হিন্দু আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্চে।

মহ। হিন্দু? কে সে? আসতে বল।

(রক্ষকের প্রস্থান)

মহ। (স্বগত) হিন্দু? পৃথ্বীর দূত? না, কখনই সন্ধি কোরবনা। সমরানল প্রজ্বলিত কোরে, কাফেরের রক্তে ভারতকে স্নান করাবই করাব।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

মহ। আসুন, আসুন,।

শঙ্ক। জয় হোক, সমগ্র ভারতভূমি আপনার অধীন হক।

মহ। আপনার সমস্ত মঙ্গল?

শঙ্ক। আপনার অনুগ্রহে এক প্রকার মঙ্গল। আপনি আমায় যে আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন, সেই আজ্ঞাসাধনের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কোরে, নানা বিপদ, যাতনা, কষ্ট সহ্য কোচ্ছি, অনেকটা সফল ও হয়েছি।

মহ। কি প্রকার?

শঙ্ক। প্রথম—পৃথ্বীর সঙ্গে কাণ্যকুব্জপতি ও গুজরাটপতির বিবাদ, মনান্তর, শেষ যুদ্ধ। এখন পর্য্যন্তও শত্রুতা দূর হয় নাই, বরং আপনার পক্ষ হয়ে, পৃথ্বীর বিরূদ্ধে অস্ত্রচালনা কোর্ত্তেও তাঁরা প্রস্তুত আছেন। সে সংবাদও বোধ করি পেয়েছেন।

মহ। হাঁ, তাঁদের আহ্বানেই এবার যুদ্ধে এসেছি।

শঙ্ক। চিতোরপতি সমর সিংহ পৃথ্বীর ভগিনীপতি ও প্রিয় মিত্র। সে মিত্রতাও ভঙ্গ করেছি। তৃতীয়তঃ পৃথ্বীর হৃদয়ে ঘোর যাতনা দান—গুজরাট-পতির কন্যার জন্যে পৃথ্বী পাগল; রাজকার্য্য, সৈন্যপরিদর্শন প্রভৃতি কোন বিষয়েই এখন তাঁর দৃষ্টি নাই, কেবল দিবানিশি সেই রাজকন্যার চিন্তাতেই ব্যস্ত। দিন কতক কান্যকুব্জপতির কন্যার জন্যে অন্তঃপুরে সিংহাসন স্থাপন কোরেছিলেন, এখন আবার মায়াবতীর জন্যে দেশে দেশে, বনে বনে আশ্রম

করেছেন। আপনার আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে আমি কিছু মাত্র ত্রুটি করিনে।

মহ। আমি এ সমস্ত সংবাদই পেয়েছি। আপনি গতবারে আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, এখনও কচ্চেন, আপনার নিকট আমি যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি, অবশ্য তা সম্পন্ন কোরব। এখন যাতে এ যুদ্ধে জয়লাভ কোর্ত্তে পারি, সে বিষয়ে সচেষ্ট হন।

শঙ্ক। সে বিষয়ে আমায় অধিক অনুরোধ করা বাহুল্য। পৃথ্বী এখনও সংগ্রামের উদ্যোগ করেনি, এখন আপনার লাহোরে থাকা শোভা পায় না।

মহ। সত্য বটে; আমি অদ্যই এস্থল হতে যাব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গুজরাটরাজকন্যা এখন কোথায়? তিনি দেখতে কেমন?

শঙ্ক। আপনার জন্যেই সে কনক-কমলিনীটী চয়ন কোরে রেখেছি।

মহ। আমার জন্যে? অতি উত্তম; সে কোথায় এখন?

শঙ্ক। এখনই আমি তারে আন্‌চি। তার জন্যে আজ প্রাণই যেত।

মহ। কারণ?

শঙ্ক। পৃথ্বীর করাল কবল হতে উদ্ধার কোরে তরী আরোহণে আসছিলেম, এমন সময়ে ঐরাবতী নদীতে প্রবল ঝড় উপস্থিত। রাজকন্যা জলমগ্ন হলেন, তাঁরে রক্ষা করবার জন্যে আমিও নদীতে ঝাঁপ দিলেম। দুর্ভাগ্যবশত প্রবল ঝড়ে সেই তরীও মগ্ন হলো। রাজকন্যাকে বহুকষ্টে তীরে তুলেম; কাল সমস্ত রজনী তাঁর সেবাতেই গেছে।

মহ। বটে? আমার জন্যে তবে আপনি বিশেষ কষ্ট সহ্য কোরেছেন। তা তিনি এখন কোথায়?

শঙ্ক। পাছে আপনি গ্রহণ না করেন, এই ভয়ে এখানে আনিনি, দ্বারে রেখে এসেছি। তাঁর বেশ যোগিনীর মত, কারণ তিনি সেই বেশেই গুজরাট হতে পলায়ন করেন।

মহ। সে কথা পরে শুনব, এখন তারে এখানে নিয়ে আসুন।

শঙ্ক। যে আজ্ঞা——

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান)

মহ। (স্বগত) পৃথ্বীর অন্তঃপুরে অনেক স্বর্ণ-কমলিনী আছে, কারও জন্যে তাকে উন্মত্ত হতে শুনিনি। কিন্তু গুজরাট-রাজকন্যার প্রেমে যখন তিনি

উন্মত্ত হয়েছেন, তখন ইনি সামান্য নারী নন্। কৈ? এখনও এলনা যে? হিন্দুরমণীর আকৃতি, গঠন, সকলই সুন্দর।

(মায়াবতীকে লইয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

মহ। (স্বগত) হা! কি চমৎকার রূপ! ইনি কি মানবী না পরী? উঃ! রূপের কি প্রভা! জন্মেও এমন সুন্দরী দেখি নাই। সকলে বলে, ভারতভূমি রত্নের খনি, সকল সুখের সদন—তা মিথ্যা নয়। পৃথ্বীরাজ যে এঁর জন্যে উন্মত্ত হবেন তার আশ্চর্য্য কি? এঁকে দেখলে পীরের মন টলে, সংসারী কোন ছার? যোগিনীবেশেই এত প্রভা, না জানি মহিষীবেশে কত বিভাই বিকাশ পায়। আমার নয়ন যে পলক ফেলতে চায় না? বসন্তো-দয়ে কোকিলের কুজন নিবৃত্তি কোথা?

মায়া। (স্বগত) পাপিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যই শনি, এ জীবিত থাকৃতে মঙ্গল নাই। ভণ্ড আমায় কত বিপদে ফেলচে, কত কষ্টে উদ্ধার পাচ্চি, আবার এক বিপদে ফেলচে; কতবার জীবনত্যাগে বাধা দিলে। ও জীবিত থাকৃতে মঙ্গল নাই, কোন কৌশলে ওর প্রাণনাশ কর্ত্তে হবেই হবে। আগে আমার সতীত্ব রক্ষা হক, পরে ওর কথা। এত দেখছি যুদ্ধশিবির, চারিদিকেই অসংখ্য যবনসৈন্য। এর নামই বোধ করি মহম্মদঘোরী। এখানে বল প্রকাশে—চীৎকারে কোন ফলই হবে না। বরং তাতে অনিষ্ট হবারই বিলক্ষণ সম্ভব। রোদন ও বিলাপ করবার স্থল এ নয়। কৌশলে যা কিছু কোর্ত্তে পারা যায়। মা উগ্রচণ্ডিকে! সদয় হও, এইবার শেষবার। মা! রক্ষা কর। উঃ! পাপিষ্ঠ যবন কি বক্রকটাক্ষই করচে।

মহ। সুন্দরি! চিন্তা কি? আমি তোমার দাস মহম্মদঘোরী।

মায়া। আমি পৃথ্বীরাজের দাসী।

মহ। সে কি কথা? তুমি গুজরাট-রাজনন্দিনী রমণীর মণি, আমি তোমায় ভারতেশ্বরী কোরব।

মায়া। আমি যোগিনী, আমার আশা ত্যাগ করুন।

মহ। সুন্দরি! তোমার আশা পীর ত্যাগ কর্ত্তে পারে না, আমি সংসারী। বরাননি! তুমি যা বোলবে তাই কোরব। লক্ষ বেগম তোমার বাঁদী হবে। এস, একবার আলিঙ্গন দাও।

মায়া। করেন্ কি? আপনি সম্রাট, আপনার বিচারশক্তি নাই?

শঙ্ক। আর কেন গোল কর? তোমার পরম সৌভাগ্য যে, ইনি তোমার স্বামী হবেন।

মায়া। নারকি! নীরব হ।

মহ। প্রাণেশ্বরি! এই সমগ্র হিন্দুস্থান তোমার অধীন হবে, তুমি যে, আজ্ঞা কোরবে, আমি তাই কোরব।

মায়া। সত্য বটে, আপনার দাসী হওয়া আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আপনি রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে, ভ্রষ্টাচারিণীকে দাসীপদে কিরূপে নিযুক্ত কোরবেন?

মহ। ভ্রষ্টাচারিণী!—কে?

শঙ্ক। না খোদাবন্দ! মিথ্যা কথা, ধর্ম্ম সাক্ষ্য কোরে বলছি, ও ভ্রষ্টা নয়।

মায়া। ঐ পাপিষ্ঠই আমার সতীত্ব নষ্ট কোরেছে।

মহ। বটে; দুরাচার! আয় প্রতিফল দিই। (শঙ্করের কেশাকর্ষণ ও অসি নিষ্কাষণ)

শঙ্ক। মলেম, মলেম, ও মায়া! রক্ষা কর—বুদ্ধদেব!

(মহম্মদ কর্ত্তৃক অসির আঘাতে শঙ্করাচার্য্যের প্রাণত্যাগ)

মহ। প্রিয়ে! এখন কি আজ্ঞা হয়?

মায়া। আমি যে যোগিনী।

মহ। তা শুনব না। আমায় হৃদয়দান কোর্ত্তে হবেই হবে।

মায়া। (স্বগত) এইবার শেষবার, মা উগ্রচণ্ডিকে! বিপদে রক্ষা কর, মা! তুমি সতীপ্রধানা, সতীর মান রক্ষা কর।

মহ। প্রাণপ্রতিমে! নীরব কেন? অনুমতি কর।

মায়া। আপনি এ মৃত দেহটা বাহিরে রেখে আসুন।

(তরবারি রাখিয়া শঙ্করের মৃত দেহ লইয়া মহম্মদের প্রস্থান।)

মায়া। (তরবারি লইয়া) মা দাক্ষায়ণি! সতীপ্রধানা! কালি! রক্ষা কর, মা! আর ডাকবার সময় নাই। পৃথ্বীরাজ! আজ হতে জগতে আমার নাম লোপ হল। (গলদেশে অসির আঘাত করিতে উদ্যত এবং মহম্মদের প্রবেশ ও অসি ধারণ।)

মহ। ও কি প্রিয়ে! আত্মঘাতিনী হচ্ছিলে কেন?

মায়া। না—না—দেখছিলেম কেমন অসি।

মহ। এখন অনুমতি হয়ত আলিঙ্গন করি।

মায়া। আমার একটী বাক্য রক্ষা কোরতে হবে।

মহ। কি বল?

মায়া। আমি যোগিনীব্রত অবলম্বন করেছি, আর আট দিন হলেই আমার সে ব্রত শেষ হবে, তখন আপনার আজ্ঞা পালন কোরব।

মহ। তা হবে, এখন একবার আলিঙ্গন দাও।

মায়া। না, তা হবে না; সরে যান, আমার কথা রক্ষা করুন।

মহ। তবে এ যোগিনী-বেশ ত্যাগ কর।

মায়া। এখন না, আট দিন পরে।

(কুতব উদ্দীনের প্রবেশ।)

মহ। সংবাদ কি?

কুত। একজন দূত এসেছে, সে বলে পৃথ্বীরাজ অসংখ্য সৈন্য সহিত যুদ্ধার্থে আসচেন।

মহ। বটে?—আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। এক কর্ম্ম কর, আমি সৈন্যদের লয়ে অগ্রসর হই, তুমি সত্বরে এস, আর তোমার উপর এঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার রৈল। যেন এঁর কোন ক্লেশ না হয়, সুবিধামত ও এঁর ইচ্ছামত স্থানে এঁকে রাখবে। যা বলবেন, তাই শুনবে, যেন কোন বিষয়ে ক্রটি না হয়। প্রিয়ে! আমি চল্লেম, আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে যুদ্ধে জয় লাভ কোরে, তোমারে ভারতেশ্বরী কোর্ত্তে পারি।

(মহম্মদঘোরীর প্রস্থান।)

মায়া। (স্বগত) যাও, জন্মের মত যাও, আর যেন ফিরতে না হয়। পৃথ্বীরাজের অসি তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্চে।

কুত। (স্বগত) এ কি মানবী? বোধ হয় না। (প্রকাশ্যে) আপনি কে?

মায়া। যোগিনী।

কুত। যৌবনে যোগিনী?

মায়া। বিধির লিখন।

কুত। মন্দ নয়; এঁকে এখানে রাখলেই যুদ্ধে জয় হয়েছে। এঁকে একবার দেখেই আমার মুণ্ড ঘুরে গেছে, শঙ্করাচার্য্যের মুণ্ডপাৎ হয়েছে, না জানি আরো কত মুণ্ড যাবে।

মায়া। আপনি কে?

কুত। আমি সম্রাটের একজন সেনাপতি।

মায়া। আমার উদ্ধার কোরতে পারেন?

কুত। উদ্ধার?—কিরূপে?

মায়া। আমায় গুজরাটে নে যেতে পারেন?

কুত। কেন, ভয় কি? আপনি ত সম্রাটের মহিষী হয়েছেন। আবার যুদ্ধ শেষ হলে আপনার মত কত হিন্দু যুবতী আমাদের দেশে যাবে, ভয় কি?

মায়া। (স্বগত) না, অন্য উপায় গ্রহণ কোরতে হবে। ছলে, কৌশলে প্রাণ বলিদান ভিন্ন উপায় নাই।

কুত। (স্বগত) এঁকে ত এখানে রাখা কোন মতেই উচিত নয়। এঁকে গিজনীতে পাঠান যাক। নচেৎ মঙ্গল নাই। আজই পাঠাই; যদি যুদ্ধে হার হয়, এঁকে ত লাভ হবে। (প্রকাশ্যে) আপনি গুজরাটে যেতে চাচ্ছেন?

মায়া। হাঁ।

কুত। চলুন লয়ে যাই। শিবিকারোহণে যাওয়াই সুবিধা। চলুন তাতেই পাঠাইগে।

মায়া। সত্য না মিথ্যা?

কুত। জানতেই পারবেন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

—০০—

দিল্লী রাজপ্রাসাদ-শোক-গৃহ।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। (স্বগত) না, আর পাব না। এখনও যখন পেলেম না, তখন আর পাব না। এখন প্রাণ যায় কিসে? উঃ! যাতনা অসহ্য, করি কি? হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে না কেন? উঃ! কি পাপ!—পূর্ব্বজন্মের পাপ—তা নইলে এত পরিতাপ পাই? এখন অন্ধকারময় জগতের সকলই অন্ধকার। সকলই শোকের আগার। আরত শোক সহ্য হয় না। প্রাণ যায় না কেন? উঃ! বিপদের উপর বিপদ! একে এক জ্বালায় জ্বলছি, আবার এক জ্বালা উপস্থিত! মহম্মদঘোরীর লজ্জাও নাই? প্রাণের ভয়ও নাই? মহম্মদঘোরী! নে, ভারত নে—আমি চল্লেম। আমি যাই—গহন বনে মায়াবতীর ধ্যান করিগে, তুই রাজ্য শাসন কর। তুই রাহু, শঙ্করাচার্য্য কেতু। যদি সে ভণ্ড বৌদ্ধকে কখন পাই, প্রতিশোধ দেবই দেব। যে জিহ্বায় সে সতীকে কলঙ্কিনী বলেছে, এই অসিতে সেই জিহ্বা খণ্ড খণ্ড কোরব।

(একজন দূতের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। মঙ্গল ত?

দূত। এক প্রকার বটে। ভণ্ড শঙ্করাচার্য্য যে তরীতে রাজকুমারীকে নে যায়, সন্ধানে প্রথমে জানলেম, প্রবল ঝড়ে সে তরী জলমগ্ন হয়।

পৃথ্বী। তবে মায়াবতী নাই?

দূত। সে আশঙ্কা কোরবেন না; পরে আমরা গোপনে লাহোরে যাই। সেখানে শুনলেম, রাক্ষস শঙ্করাচার্য্য মায়াবতীকে যবনসম্রাটের করে সমর্পণ কোরেছে।

পৃথ্বী। কি মহম্মদঘোরীর করে? পাপিষ্ঠের এত বড় স্পর্দ্ধা? পাপ যবন আর্য্যরমণীর সতীত্ব নষ্ট কোরবে! কখনই না। আমার করে অসি

থাকতে, আমি জীবিত থাকতে আমার প্রাণেশ্বরীর সতীত্ব ধ্বংস কোরবে! কখনই না। তুমি বলতে পার, দুরাত্মা যবন মায়াবতীকে কোথায় রেখেছে? আর সে পাপিষ্ট যবনইবা এখন কোথায়?

দূত। আমার লাহোর গমনের পূর্ব্বেই, যবনসম্রাট সসৈন্যে যুদ্ধার্থে নারায়ণপুরাভিমুখে এসেছেন, এ কথা শুনেছি।

পৃথ্বী। আর না। অসি!—নিদ্রিত অসি! (চুম্বন) চল, আজ তোমায় যবন-রক্ত পান করাইগে।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

পৃথ্বী। কি সংবাদ?

সৈনিক। অতি অমঙ্গল। নারায়ণপুরের যুদ্ধে চিতোরপতি সমর সিংহ প্রাণত্যাগ কোরেছেন। যবন জয়ী।

পৃথ্বী। যবন জয়ী?—বল কি?—সখা চিতোরপতি নাই?

সৈনিক। আপনার আদেশমত আমরা যবনদের গত কয়বারের যুদ্ধের পরাভবের বিষয় স্মরণ কোরিয়ে বল্লেম, যদি জীবনের আশা থাকে, ভারত, ত্যাগ কোরে পলায়ন কর, নচেৎ নিস্তার নাই। এর উত্তরে মহম্মদঘোরী বলে পাঠালে যে, "আমার ভ্রাতা আলাবুদ্দীন রাজা, আমি তাঁর অনুগত সেনানী, তাঁর আজ্ঞা ভিন্ন প্রত্যাবর্ত্তন করা আমার সাধ্য নয়, অতএব যত দিন না গিজনী হতে সে আজ্ঞা আসে, ততদিন পর্য্যন্ত সন্ধি কোরলে ভাল হয়।" আমরা পাপযবনের এই কথায় বিশ্বাস কোরে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু বিধর্ম্মী দুরাত্মা সেই সুযোগে অন্ধকার রজনীতে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিলেম, চিতোরপতি অসমসাহসিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কোরেছেন। সেই সূত্রে যবন জয়ী হয়েছে।

পৃথ্বী। এর প্রতিশোধ পাবেই পাবে। আমাদের এখন কত সৈন্য সংগ্রহ হয়েছে? আর ভারতের কয়জন রাজাই বা যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছেন?

সৈনিক। তখন অধিক অধিক সৈন্য ছিল না বলেই যবন জয়ী হয়েছে। এখন কেবল গুজরাট ও কান্যকুব্জপতি ভিন্ন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, বারাণসী, গোয়ালিয়র, ধার, কালিঞ্জর প্রভৃতি প্রদেশের একশত পঞ্চাশৎজন নৃপতি, তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী, ও অগণিত

পদাতির সহিত আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা কচ্চেন। মহম্মদ কাগগারে উপস্থিত হয়েছে।

পৃথ্বী? দেখি, যবনরক্তে ভারত প্লাবিত কোরতে পারি কি না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

কাগগার—শিবির।

(ভারতভূমি, ভারতলক্ষ্মী, রণদেবী এবং স্বাধীনতার চারিদিক দিয়া প্রবেশ, নৃত্য ও গীত)

রাগিণী ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল একতালা।

ধর ধর তরবার ভারত-তনয়গণ!
এস সবে সমর-সাগরে, করি ছার প্রাণপণ—
যায় যায় যায় হে স্বাধীনতা ধন,
যবন সকলে ভারত কমলে, পাপপদে করে দলন!—
ম্লেচ্ছ মুণ্ডখণ্ডে খণ্ডে করহ ছেদন্—
কাঁদিছে ভারত, রাখহে, জাতীয় মান রতন।

(সকলের গীত গাহিতে গাহিতে একে একে চারিদিক দিয়া প্রস্থান এবং পতাকা হস্তে জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। এই আর্য্যরাজ-পতাকা প্রোথিত হলো। (পতাকা প্রোথিত করণ) দেখা যাক, জয়লক্ষ্মী আজ কারে আলিঙ্গনদান করেন।

(অশ্বারোহণে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। এই কুরুক্ষেত্রে ভারতের কত বীর জয়লাভ কোরেছেন; আমার ভাগ্যে কি আজ তা ঘটবে না? অবশ্যই জয়লক্ষ্মী আলিঙ্গন দেবেন। (বারত্রয় ভেরী বাদন)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

(দুই পার্শ্ব হইতে অশ্বারোহণে নৃপতিগণ, অশ্বারোহী সৈন্যগণ ও

(পদাতিকগণের প্রবেশ)

(পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক অনুচ্চস্বরে ভেরীবাদন)

(সকলের তরবারি নিষ্কাশন ও নেপথ্যে রণবাদ্য)

পৃথ্বী।—মহাবীর আর্য্যরাজগণ!—মহাবলী
সেনাপতিগণ!—সুশিক্ষিত সেনাগণ!—
অকালে উদয় কাল মেঘ, বীরবেশে,
জননী ভারত হৃদে পাপিষ্ঠ যবন।
বাসনা অন্তরে-পদভরে কাঁপাইবে
ভারতমাতারে—পিইবে ভারত-মধু—
লুঠিবে ভারত-নিধি সব—নিগ্রহিবে
বিগ্রহেরে—বিদ্রোহ ঘটাবে; বেদ, বিদ্যা,
আর্য্যধর্ম্ম করিবে বিলয়। স্বাধীনতা—
ভারতের স্বাধীনতা—প্রিয় স্বাধীনতা—
যার বলে ভূমণ্ডলে পূজ্য হও সবে;
হরিতে সে ধনে, অমূল্য রতনে, করে
অন্তরে বাসনা, দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন!
বীরগণ! ভারত-সন্তানগণ! পুত্র
হয়ে, জননীর হেরিবে দুর্দ্দশা? হবে
কি যবনদাস? বিলাবে কি স্বাধীনতা
ধনে, সিংহসম পরাক্রমী হয়ে, আজি
জম্বুক যবনে? হায়! কাঁদাবে মাতারে?—

সৈন্যগণ।—কখন না, কখন না, করি প্রাণ পণ,
নিশ্চয় নাশিব আজি যতেক যবন।

পৃথ্বী।—শূরগণ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের পূজ্য
আর্য্যকুল বীরদর্পে, মহাসুখে আর
অতুল গৌরবে কোরেছেন এই প্রিয়

ভারতশাসন। কলির প্রথম ভাগে—
দিগ্বিজয়ী, মহাবীর, ভীমার্জ্জুন আদি,
মহারণে রণজয়ী হয়ে, কোরেছেন
এই প্রিয় ভারতশাসন। এই সেই
ভারতজননী—সকল রত্নের খনি—
বীরপ্রসবিনী—জন্মভূমি—আমাদের
প্রিয় জন্মভূমি। শূরগণ! বহে যদি
তোমাদের দেহে ভীমার্জ্জুনাদির রক্ত,
হও যদি ভারতের কৃতজ্ঞ সন্তান—
চাও যদি রাখিবারে আর্য্যকুল-মান—
অন্তকালে বীর-গতি—জগতে সুযশ—
প্রিয় স্বাধীনতা সকল সুখের সার—
করি সবে প্রাণপণে যবনসংহার,
রাখ মান, জন্মভূমি ভারতমাতার—
ভারতের জয়, গাও, ভারতের জয়,
ম্লেচ্ছ-মুণ্ড খণ্ডে খণ্ডে করহ বিলয়।

সৈন্যগণ।-ভরতের জয়, গাও, ভারতের জয়।
ম্লেচ্ছ-মুণ্ড খণ্ডে খণ্ডে করহ বিলয়।

পৃথ্বী।—যোদ্ধৃগণ! জীবনে কি ফল?—বীরত্বে কি
ফল?—যদি না রক্ষিতে পার, জন্মভূমি,
স্বাধীনতা, জাতীয় গৌরব?—ভ্রাতৃগণ!
স্মর সবে ভারতের পূর্ব্বের কাহিনী—
স্মর সবে ভারতের পূর্ব্ব বীরগণে—
শ্রীরাম, লক্ষ্মণে, বীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে,
ভীম, দুশাঃসনে, মহারথী ধনঞ্জয়ে,
ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্যে, অভিমন্যু, অশ্বত্থামা,
কর্ণ, জরাসন্ধ, পুরুরাজ, জয়পাল
আদি মহাধনুর্দ্ধরগণে—ত্রিভুবন

কাঁপিত যাঁদের বহুবলে। এখনও
ঘুষিছে যাঁদের যশ ত্রিজগতবাসী।
যাঁদের বীরত্ববলে "ভারতের জয়"
গাহিছে প্রকৃতি সতী। সযতনে যাঁরা
দেশ দেশান্তর হতে, মণি, মুক্তা, ধন,
রত্ন আনি সাজাতেন ভারতমাতারে।
সিংহলাদি সিন্ধুপারে, দেশ দেশান্তরে,
স্থবর্ণে লিখিত, "ভারত-জয়-পতাকা"
মৃদুল সমীরে উড়িত গরব-ভরে
যাদের বীরত্বে। শূরগণ! সেই পূজ্য
আর্য্য-কুল-সুত হয়ে, দিবে কি স্বকরে
ঢালি কলঙ্ককালিমা জাতীয় গৌরবে?
স্বাধীনতা মহাধন, অমূল্য রতন—
দিবে কি সে ধনে ডালি যবন-চরণে?
পরাধীনতা—বিকট, বিষাক্ত শৃঙ্খল—
পরিবে কি চরণে সকলে? জন্মভূমি—
সকল স্থখের স্থল—ভারতমাতারে
যদি না রক্ষিতে পার, কি ফল জীবনে?—
কি ফল বীরত্বে?—কি ফল এ অসি ধরি
করে?—বীরগণ! এ জগতে যদি চাহ,
মান, সুখ, স্বাধীনতা, প্রাণপণ করি,
বীরদর্পে হও অগ্রসর—রুদ্রবেশে,
ভীষণ সংগ্রামে কর যবনসংহার।
আনন্দে যবন-রক্তে মাতারে করাও
স্নান, গাঁথিয়ে যবন-মুণ্ড পর সবে
গলে, ধর বীর নাম। বীরপুত্রগণ!
ভারতের জয়, গাও, ভারতের জয়।

সৈন্যগণ। ভারতের জয়, জয়, ভারতের জয়।

(পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক ভেরীবাদন।)

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে সমরকোলাহল।)

(আর্য্যসৈন্যগণের প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান এবং কতিপয় যবনসৈনিক সহ কুতব উদ্দীনের প্রবেশ।)

কুতব। (আর্য্য-জয়পতাকা লইয়া) এত দিনে হিন্দুরাজপতাকা যবনসম্রাটের করতলগত হল।

(নেপথ্যে জয়বাদ্য, পৃথ্বীরাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মহম্মদঘোরী এবং কয়েকজন যবনসৈনিকের প্রবেশ।)

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ! গত বারের যুদ্ধে আমায় বড় লজ্জা দিয়েছিলে, এখন কেমন তার উচিত ফল পেয়েছ? ভারতরক্ষা কোর্ত্তে পারলে না? যবনজয়ী হলে না?

পৃথ্বী। আর্য্যেরা ছলে, কলে, কৌশলে, অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করে না, বাহুবলে করে, ধর্ম্মযুদ্ধে করে।

মহ। এখন তোমার প্রাণ আমার অধীন তা জান?

পৃথ্বী। পৃথু এত নীচ নয়, ভীত নয় যে, পাপিষ্ঠ যবনের নিকট প্রাণের প্রার্থনা করে।

মহ। তুমি এখন কি চাও?

পৃথ্বী। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ যুদ্ধ চাই।

মহ। কার সঙ্গে?

পৃথ্বী। পাপাত্মা যবনসম্রাটের সঙ্গে।

মহ। কি নিয়ে যুদ্ধ কোরবে? সৈন্যগণ, রাজগণ কোথায়? সকলেই পালিয়েছে।

পৃথ্বী। তা নইলে ভারতের সুখসূর্য্য অস্ত যাবে কেন?

মহ। সৈন্যেরা থাকলে কি কোরতে?

পৃথ্বী। যবন-রক্তে ভারতকে স্নান করাতেম।

মহ। সে তোমার দুরাশা; এখন তুমি কি চাও?

পৃথ্বী। আর কি চাই? যুদ্ধ চাই, তরবারি দাও, দেখ, তোমার মুণ্ড নিপাত কোর্ত্তে পারি কি না।

মহ। তুমি বীর, তা স্বীকার করি, কিন্তু এখন তোমার ও দম্ভ শোভা পায় না।

পৃথ্বী। আৰ্য্যরক্ত যতক্ষণ দেহে প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ পৃথ্বীরাজ জগতের কোন বীরের নিকট নত হবে না।

মহ। (স্বগত) একে এখানে রাখা কোনমতেই কৰ্ত্তব্য নয়। এখানে রাখলে বিপদ ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এ যে প্রকার সাহসী বীর, একে কোনমতে বিশ্বাস করা যেতে পারে না। আর এ জয়চন্দ্রের জামাতা, প্রাণবিনষ্ট করবারও যো নাই। জয়চন্দ্র ক্রুদ্ধ হলে, আবার যুদ্ধ ঘটতে পারে। একে এখন গিজনীতে পাঠান যাক। সেখানে যা ইচ্ছা করা যাবে। (প্রকাশ্যে) কুতব!

কুতব। অনুমতি করুন।

মহ। একে গিজনীতে পাঠিয়ে দাও।

পৃথ্বী। কাপুরুষ! ভীত হচ্ছিস কেন? যদি বীর হস, তরবারি দে, আয়, যুদ্ধ কর, দেখি তোর বাহু কত বল ধারণ করে।

কুতব। এখানে না, গিজনীতে দেখা যাবে, তুমি কেমন বীর। (সৈনিক গণের প্রতি) তোমরা এখান থেকে একে নে যাও, সাবধানে রেখো।

(পৃথ্বীকে লইয়া সৈনিকগণের প্রস্থান।)

মহ। কুতব! ভারতের প্রধান কন্টকত দূর হল। এখন অনায়াসে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করা যেতে পারবে। তুমি অচিরেই দিল্লী জয় কোরবে। সমস্ত সৈন্য এখানে রৈল। আমি অল্পসংখ্যক সৈন্য লয়ে গিজনীতে চল্লেম। ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বভার তোমার উপর অর্পণ কোল্লেম। আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি ভারতশাসন কর। দিল্লী অধিকার করতে বিলম্ব কোর না। আমি শীঘ্রই গিজনী হতে আবার আসচি।

কুত। যে আজ্ঞা। কিন্তু কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের বিষয় কি মীমাংসা কল্লেন?

মহ। এখন তার কথা উত্থাপন কোরে কাজ নাই। তার সহায়েই অদ্যকার যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে। তাকে আশা দিয়ে রাখ, আমি পরবৎসর এসে তাকে সমূলে ধ্বংস কোরব। ভারতে হিন্দুরাজার নামও রাখব না।

বেদ, বিগ্রহ যত ধ্বংস কোর্ত্তে পার, ততই মঙ্গল। ভারতে যখন যে ঘটনা উপস্থিত হবে, আমাকে সংবাদ দিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব কোর না। আর দেখ, হিন্দুরাজাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ যাতে ঘটে, সেই চেষ্টা সতত কোরবে। শঙ্করাচার্য্য নাই, এখন নিজে গোপনে গোপনে এ কার্য্যসাধন কোরবে। হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ না হলে, ভারতজয় করা দুরূহ। অদ্যকার যুদ্ধই তার প্রমাণ।

কুতব। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চদশ দৃশ্য।

গিজনী—কারাগার।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথ্বীরাজ আসীন।)

পৃথ্বী। (স্বগত) যায়—হৃদয় জ্বলে যায়—দেহ জ্বলে যায়—জগত জ্বলে যায়—প্রাণযায়—হায়! প্রাণ যায়। উঃ! কি যাতনা! কি অপমান! অসহ্য, যাতনা—অপমান অসহ্য। আমি পৃথ্বীরাজ, আর্য্যকুলরাজ, আর আজ গিজনীতে যবনকারাগারে বন্দী! উঃ! এ অপমান অসহ্য! মা ভারতভূমি! তোমার দশা কি এখন আমার মত? না ভারতসন্তানগণ তোমার জন্যে প্রাণ সমর্পণ কোর্ত্তে উদ্যত? না, তাহলে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন? বুঝেছি, জননি! দুরাত্মা ম্লেচ্ছদন্তী তোমায় পাপপদে দলন কোচ্চে! লুঠ্‌চে, ঐ লুঠ্‌চে, ভারতের সর্ব্বস্ব লুঠ্‌চে। ভারতবাসিগণ! দুরাত্মা ম্লেচ্ছেরা ভারতের সর্ব্বস্ব লুঠ্‌চে, চেয়ে দেখ। ওঠ, ওঠ, নিদ্রাত্যাগ কর। তরবারি ধর, তরবারি ধর, জননী ভারতভূমিকে রক্ষা কর। সমরে প্রাণত্যাগ কল্প, বীরগতি লাভ হবে। ঐ নিলে, ম্লেচ্ছেরা ভারতের সর্ব্বস্ব নিলে! ভারতবাসিগণ! ঘুমায়োনা, ঘুমায়োনা, ওঠ, ঐক্যতার হার পর, তরবারি ধর, সংগ্রাম কর;

জয়লাভ কোর্ত্তে পার, সুখের বিষয়, না পার দুঃখ নাই। যে প্রকৃত আর্য্যপুত্র হবে, যে জন্মভূমি—স্বাধীনতার মান জানে, তার পক্ষে সমরে প্রাণদান দুঃখকর নয়। আর্য্যসন্তানগণ! ওঠ, তরবারি ধর। জগতে সকল জাতি স্বাধীন, তোমরা বহুকাল হতে স্বাধীন, সত্যযুগ হতে স্বাধীন, বিশ্বসৃষ্টির প্রথম হতে স্বাধীন, আজ কেন পরাধীন হবে? কেন ম্লেচ্ছের দাসত্ব কোরবে? কেন ম্লেচ্ছ-পাদুকা বহন কোরবে? কেন আর্য্যনামে কলঙ্ক দেবে? ভারতবাসিগণ! ওঠ, তরবারি ধর, আর না, আর ঘুমায়ো না। ওঠ, তরবারি ধর, সন্তান হয়ে জননীর দুর্দ্দশা কেমন করে দেখছ? তোমাদের মধ্যে কি আর এমন কোন বীর নাই যে, সেনাপতি হয়? তোমাদের উৎসাহ দান করে? ধিক্ তোমাদের জীবনে! ধিক্ তোমাদের কার্য্যে! ধিক্! শতধিক্! ঐ যায়, ম্লেচ্ছ সর্ব্বস্ব নেযায়! ঐ দেখ, চক্ষুরুন্মীলন কোরে দেখ, জননী ভারতভূমি কাঁদচেন! কপালে করাঘাত কোচ্চেন, কঙ্কনাঘাত কোচ্চেন, চক্ষের জলে—শারীরিক রক্তে হৃদয় ভেসে যাচ্চে! ঐ নেযায়, ম্লেচ্ছ সর্ব্বস্ব নেযায়! ভারতভাণ্ডার শূন্য হল! অসহ্য! আমি জীবিত থাকতে নেযাবে? কখনই না। আমায় কেউ অসি দিক, দেখি, আজ একা গিজনী জয় কোর্ত্তে পারি কি না। মা! ভারতভূমি! আমায় ডাকচ? ডাক, আমি কি কোরব? এখানে কেউ নাই যে আমায় অসি দেয়। পাপিষ্ঠ যবন আমার হস্ত, পদ, দুই শৃঙ্খল দিয়ে বদ্ধ কোরেছে, নইলে এখনই কারাগার ভগ্ন কোর্ত্তেম। যায়, প্রাণ যায়, উঃ! যাতনা অসহ্য! আঃ! আমার মায়াবতী?—মায়া?—যৌবনে যোগিনী?—

(মহম্মদঘোরী এবং চারিজন যবন রক্ষকের প্রবেশ।)

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। পৃথ্বীরাজ তোর ভৃত্য নয়।

মহ। কে তবে?

পৃথ্বী। যম।

মহ। তুমি কোথায় আছ তা জন?

পৃথ্বী। নারকীদের রাজধানীতে।

মহ। তুমি এখন কি চাও?

পৃথ্বী। যুদ্ধ চাই, সাহস থাকে, আয়, যদি বীর হস, আয়, তরবারি ধর, আমায় তরবারি দে। যুদ্ধ কর, দেখ, কে কারে পরাজয় করে। তুই কাপুরুষ, তোর কি সে সাহস আছে? তুই কখনই বীর নস, তুই ঘোর পাতকী।

মহ। বটে? আমি কাপুরুষ? তুই বীর? আচ্ছা, আয় দেখি, তোর বাহুতে কত বল। দাও, ওর শৃঙ্খল মোচন কোরে দাও, তরবারি দাও, তোমরা সাবধান হয়ে দাঁড়াও, যেন না পালায়।

(রক্ষকগণ কর্তৃক পৃথ্বীর শৃঙ্খলমোচন ও তরবারিদান।)

মহ। অধর্ম্মযুদ্ধ কোরলেই তোমার প্রাণ যাবে।

পৃথ্বী। কারে বলচিস?

(পৃথ্বীরাজ এবং মহম্মদঘোরীর অসিযুদ্ধ)

মহ। সাবধান, সকলে সাবধান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে মহম্মদঘোরীর পতন এবং তদীয় বক্ষে পৃথ্বীরাজ পদার্পণ করিয়া অসি প্রহারোদ্যাত)

রক্ষকগণ। হাঁ—হাঁ—

(রক্ষকগণকর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজকে ধারণ এবং অসি কাড়িয়া লওন)

পৃথ্বী। ছেড়ে দে—আমায় ছেড়ে দে।

মহ। মার, কাফেরের মুণ্ডচ্ছেদ কর—খুঁচিয়ে মার।

(রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অনবরত পৃথ্বীর দেহে অস্ত্রাঘাত)

পৃথ্বী। নে, আমার প্রাণ নে—মায়াবতী! যৌবনে যোগিনী!

(পুনরায় রক্ষকগণকর্ত্তৃক পৃথ্বীর দেহে অস্ত্রাঘাত)

পৃথ্বী। মায়াবতী! যৌবনে যোগিনী! চল্লেম—প্রিয়ে! যৌবনে যো— (প্রাণত্যাগ)

মহ। কাফের উচিত ফল পেয়েছে। আমার বক্ষে পদাঘাত? যাও, শীঘ্র মায়াবতীকে এখানে আন।

(একজন রক্ষকের প্রস্থান)

মহ। (স্বগত) নানা কার্য্যে ব্যস্ত বশত এখানে এসে অবধি মায়াবতীর সঙ্গে একদিনও সাক্ষাৎ হয় নাই। যা হয়েছিল সেই লাহোর-শিবিরে। আহা! কি মধুরিম মূর্ত্তি! যেন প্রেম ও পীযুষের খনি! নবীনা যুবতী! আহা! আবার

যোগিনী! যৌবনে যোগিনী! পৃথ্বীর মৃত্যুসংবাদে সুন্দরী অবশ্যই সন্তুষ্টা হবেন। যথন আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্ত্তে স্বীকৃতা হয়েছেন, তখনই জানতে পেরেছি, পৃথ্বীর প্রতি তাঁর তত মায়া নাই। মায়াবতীকে সকলে যৌবনে যোগিনী বলে, কিন্তু আজ অবধি তাঁরে "ভারতেশ্বরী" বলে জগতে ঘোষণা কোরে দেব। ঐ যে প্রাণেশ্বরী আসচেন, উৰ্দ্ধশ্বাসে আসচেন, আলুলায়িত কেশ, মুখ খানি হাসি হাসি, যেন কনককমল-কোরক! এস, প্রিয়ে! এস—

(বেগে মায়াবতীর প্রবেশ।)

মায়া। পৃথ্বীরাজ কৈ? প্রাণেশ্বর! পৃথ্বীরাজ নাই! দুরাত্মা যবন একেবারে খণ্ড খণ্ড কোরেছে! হা! একি দৃশ্য! ভারত-সূর্য্য জন্মের মত অদৃশ্য হল! আর কি উদয় হবে? পৃথ্বীরাজ! প্রাণেশ্বর! তোমার জন্যে আমি যৌবনে যোগিনী—এ জগতে তোমার সেবা কোর্ত্তে পেলেম না, দেখি, পরজন্মে বা ভিন্ন জগতে যদি পাই। দাঁড়াও, পৃথ্বীরাজ! প্রাণেশ্বর! দাঁড়াও, আমি যাই। মা উগ্রচণ্ডিকে! চল্লো—তোমার যৌবনে যোগিনী চল্লো। জগতে আমার নাম রৈল যৌবনে যোগিনী। (পৃথী-রাজের বক্ষ হইতে তরবারি লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত এবং প্রাণত্যাগ)

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী)

মহ। আমি পূর্ব্বেই অনুমান কোরেছিলেম, এ সামান্য মানবী নয়। ধন্য যৌবনে যোগিনী!

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী)

মহ। দেখ, তোমরা এই দুজনের শব নেযাও। গিজনীর প্রধান রাজ-পথের সম্মুখে দুজনের স্মরণার্থে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে দাওগে। পৃথ্বীরাজের স্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দাওগে, "আর্য্যরাজচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ" আর মায়াবতীর স্তম্ভে হীরকাক্ষরে লিখে দাওগে, "পৃথ্বীরাজের প্রেমভিখারিণী মায়াবতী যৌবনে যোগিনী।"

(অলক্ষ্যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ এবং প্রতিধ্বনি যৌবনে যোগিনী)

(যবনিকা পতন।)

(TRUE COPY.)

Office of Private Secretary
to the Viceroy.
1 Larkins Lane.
Calcutta, 26th December, 1882.

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 18th Instant, and the copy of your work entitled "Raj-jibani" and to state that I have placed the book before the Viceroy, who desires me to convey to you his thanks for it.

I am sir,
Yours Obediently
(Sd) H. W. PRIMROSE.
Private Secretary to the Viceroy.

Belvedere, Calcutta.
The 11th December, 1882.

Sir,

In reply to your letter of this day's date,I am to thank you for the copy of your work entitled "Raj-jibani" which you have been good enough to send for the Lieutenant Governor's acceptance.

Yours faithfully
(Sd) F. C. BARNES.
Private Secretary.

—o—

No, 7097.

From the Director of Public Instruction, Bengal.
To Babu Gopal Chandra Mookhopadhyaya.
Calcutta, the 12th December, 1882.

Sir,

In reference to your letter dated the 10th Instant, I have the honor to acknowledge with thanks the receipt of 50 copies of your work "Raj-jibani" or the Bengali version of Sir Thodore Martin's "Life of His Royal Highness the Prince Consort" presented by you for the libraries of Government Zillah Schools.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient servant.
(sd) A. W. Croft
Director of Public Instruction.

———o———

রাজ-জীবনী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

" We welcome the appearance of this book. The life of the Prince Consort, every detail, in fact regarding the Royal family, should be known extensively all over India. The author has done the best in his power. His Bengali is chaste and his power of rendering a difficult expression in to the corresponding vernacular considerable. We sincerely hope the perusal of this book will benefit its readers in every way : it ought to have a large sale and it ought to be read in all the Vernacular Schools of Bengal." *The Liberal*, December 17,1882.

" The author, Babu Gopal Chandra Mookherjee is already well-known to the republic of letters, as the author of the "*Delhi assemblage*" and other works which have won for him a wide reputation * * * and we are bound to say, a better or more faithful translation of the original could hardly be expected. * * *

and he has been especially happy in coining technical *Bengali* equivalents for the political phraseology of the west. * * * and we recommend it to all patrons of the Bengali language." *The Amrita Bazar Patrika*" February 15, 1883.

"The book is very interesting, contaning as it does a good deal of information regarding to the family of the Queen of the Great Britain and Empress of India." *The Oriental Misellany, March*, 1883.

"সচরাচর রাজারাজড়ার জীবনী যেরূপ ঘটনাবিহীন, এক ঘেয়ে হইয়া থাকে, আলবার্টের জীবন সেরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় হয় নাই। যাঁহারা স্বামী হইয়া স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য ও স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই আদর্শ রাজদম্পতীর জীবনীপাঠে অনেক জ্ঞান লাভ করিবেন। * * * অতএব শিক্ষিত সভ্য বাঙ্গালী প্রত্যেকেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। অতি সুন্দর রচনা লালিত্যে পুস্তকখানি অতি উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহা যে বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে উচ্চপদ পাইবে, তাহা এক প্রকার নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সকলেই যে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিবেন ইহাও আমরা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১২৮৯।

"এই পুস্তক পাঠে লোকের যে অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালার গ্রন্থমঞ্জুষায় এই এক নবীন পদার্থ, সকলেরই আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। মুদ্রণ উত্তম, কাগজ ভাল, দেখিলেই পড়িতে বাসনা হয়।" ঢাকাপ্রকাশ, ৯ই মাঘ, ১২৮৯।

"প্রিন্স কনসর্ট ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী বলিয়া যে কেবল বিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রগত মহত্ব তাঁহাকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। গোপাল বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থকার-দিগকে একটী সুদৃষ্টান্ত ও সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপাল বাবু অনেক শ্রম করিয়া এই বৃহৎ গ্রন্থখানা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার অঙ্কে একটী রত্ন প্রদান করিলেন।" চারুবার্ত্তা, ২৫এ পৌষ, ১২৮৯।

"প্রিন্স আলবার্টের চরিত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে, এবং প্রিন্স আলবার্ট বহুতর গুণসম্পন্ন ছিলেন, লেখকও যোগ্য ব্যক্তি, অতএব এই চরিতাখ্যান এতদ্দেশীয়দিগের পঠনীয়।" এডুকেশন গেজেট, ২৮এ মাঘ, ১২৮৯।

"এ প্রকার আদর্শ রাজ-জীবনী প্রকাশ করিয়া গোপাল বাবু বঙ্গ সাহিত্যের বঙ্গসমাজের মহৎ উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এই জীবনীতে কেবল প্রিন্সের জীবন বৃত্তান্ত আছে তাহা নহে, ইহাতে জননী ভারতেশ্বরীর পবিত্র জীবনীও সংগ্রথিত। আমরা ভরসা করি বাঙ্গালী মাত্রেই এই পুস্তক ক্রয় করিয়া গৃহে গৃহে রাখিয়া দিবেন।" প্রভাতী, ১৪ই চৈত্র, ১২৮৯।

"রাজজীবনী পাঠ করিলে মহারাণী যে কিরূপ উদারস্বভাবা দয়ার্দ্র-চিত্তা এবং অহঙ্কারশূন্যা তাহা বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা সরল।" বঙ্গবাসী, ৮ই মাঘ, ১২৮৯।

"এই পুস্তক পাঠে বিলাতের অনেক অবস্থা এবং ইংলণ্ডীয় রাজনীতি ও রাজপরিবারের স্থূল স্থূল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। এ সকল বিষয়ে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। শত শত নাটক ও কবিতা অপেক্ষা আমরা এরূপ একখানি পুস্তকের অধিক আদর করিয়া থাকি।" ভারতমিহির, ১২ই বৈশাখ, ১২৯০।

"রাজপরিবারের সহিত আমাদিগের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে রাজপরিবা-রের পরিচয় অবগত হওয়া প্রজামাত্রেরই কর্ত্তব্য। গোপাল বাবু সেই পরিচয়ের দ্বার সাধারণের পক্ষে উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। সমাজে এরূপ গ্রন্থের সমধিক আদর বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিকী ইচ্ছা।" হালিসহর প্রকাশিকা, ১৮ই চৈত্র, ১২৮৯।

"এখানি অতি সুপাঠ্য। ইহার ভাষা সাধু ও মিষ্ট। ইহাতে অনেক সদুপদেশ লাভের সুযোগ সমাহৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের পাঠ জন্য এই পুস্তকখানি নির্দ্দিষ্ট করা অনেক কারণে উচিত হয়।" মেদিনী।

"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের এবং ভারতেশ্বরীর সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। রাজ-জীবনী প্রথম শ্রেণীর পাঠকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের আকার রয়েল ৮ পেজি ফরমার দুইশত পৃষ্ঠা। আজকাল ভালদরের বাঙ্গালা পুস্তকের মূল্য সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তত্তুলনায় রাজ-জীবনীর মূল্য খুব কম হইয়াছে বলিতে হইবে।" সাহস, (এলাহাবাদ). ৫ই পৌষ, ১২৮৯।

Political. No. 46.

INDIA OFFICE.
London, 10*th, June,* 1880.

To His Excellency the Most Honorable
the Governor General of India in Council.

My Lord Marquis,—With reference to the letter of the Government of your Excellency's predecessor in the Foreign Department (General) No 7. dated 7th March, 1880. I have to inform you that Her Majesty has been graciously pleasd to accept the work entitled "*Victoria-Rajsuya*" or the "*History of the Imperial Assemblage at Delhi, held on the* 1st *January.* 1877," and to command that Her thanks may be conveyed to the auther Babu Gopal Chunder Mookerjee.

I have &c.
(Sd) HARTINGTON.

GOVERNMENT HOUSE.
Calcutta, 1*st Jan.* 1880.

SIR,—I am directed by His Excellncy the Viceroy to acknowledge with thanks the receipt of the handsome casket containing your translation of Mr. Talboys Wheeler's "*Imperial Assemblage*" and other Books.

His Excellency has much pleasure in accepting these interesting Volumes.

I am,
Yours faithfully.
(Sd) G. POMEROY COLLEY.
Private Secy to the Viceroy.

ভিকটোরিয়া রাজসূয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

"ইহাতে কেবল সেই বিখ্যাত দিল্লীর দরবারের আমূল বৃত্তান্ত নহে, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের আদিম অবস্থা অবধি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিব-

রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কেবল জাতীয় রাজভক্তির সূচনা নিবন্ধন নহে, অন্য পক্ষেও ইহার উপাদেয়তা বিলক্ষণ আছে। ” এডুকেশন গেজেট, ৫ই পৌষ, ১২৮৬।

“ এতদ্ব্যতীত এই পুস্তক খানিতে পাঠক অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভিকটোরিয়া-রাজসূয় রচনাতে গোপাল বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।” নববিভাকর, ২২ এ পৌষ, ১২৮৬।

“ গোপাল বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। দিল্লীর দরবার অতি কুক্ষণে হয়, সাম্রাজ্য স্থাপন অবধি দেশের ক্রমাগত কষ্টই চলিতেছে, তথাপি গোপাল বাবু এমন অপ্রীতিকর বিষয়ও ভাষার গুণে ভাল করিয়াছেন। এমন বাঁধান ও ছাপান আমরা সর্ব্বদা বাঙ্গলা পুস্তকে দেখিতে পাই না।” সহচর, ১৩ই মাঘ।

“ তাঁহার পরিশ্রমের সার্থকতা হইয়াছে। ভিকটোরিয়া-রাজসূয়ে এমত কতকগুলি বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বাঙ্গালা ভাষার পাঠকদিগের পাঠযোগ্য।” ভারতমিহির, ২৫এ চৈত্র, ১২৮৬।

“ গ্রন্থকার কেবল সংবাদপত্রের ঋণ গ্রহণ না করিয়া নিজ চেষ্টায় ইংরাজি হইতে বিশদ অনুবাদ করিয়াছেন। ভরসা করি শক্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন।” ঢাকাপ্রকাশ, ৫ই মাঘ ১২৮৬।

“মেং হুইলারের পুস্তকে যাহা আছে, তদ্ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত ইতিহাস, ইংলণ্ডীয় রাজবংশের ইতিবৃত্ত, দেশীয় রাজগণের ইতিবৃত্ত বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সার কথায় এখানি সকল শ্রেণির লোকের পক্ষেই অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।” প্রভাতী, ১৭ই মাঘ, ১২৮৬।

“ সুতরাং গোপাল বাবুর উদ্দেশ্য বিষয়ের আর অধিক প্রশংসা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।” সমাচার চন্দ্রিকা, ৭ই মাঘ, ১২৮৬।

‘ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মনোহর ও ওজোগুণশালী হইয়াছে। দেশীয় রাজন্য বর্গের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত একস্থলে সমাবেশিত হওয়াতে ইহা নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও একটী তৎজ্ঞান অভাববিমোচক হইয়াছে। আমরা ইহাকে এক খানি মূল্যবান পুস্তক ও ডাইরেকটারি জ্ঞান করি।” শ্রীহট্ট প্রকাশ, ২৭এ মাঘ, ১২৮৬।

" এই গ্রন্থপাঠ করিলে ভারতবর্ষ ও ব্রিটিস সমাজ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে বলা বাহুল্য। গোপাল বাবু যে সুলেখক তাহা অপ্রকাশ নাই; সুতরাং এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ খানির রচনাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে, বলা বাহুল্য।" হিন্দুরঞ্জিকা, ৩রা পৌষ, ১২৮৬।

"যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহাদের পক্ষে এগ্রন্থ বিশেষ উপকারী হইবে ; কেন না ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। দিল্লী নগরীর বর্ণনা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে" বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, ৯ই পৌষ, ১২৮৬।

" এতদ্বারা গোপাল বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূরণ করিয়াছেন। পুস্তক খানি বঙ্গসাহিত্যের একটী সম্পত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পাঠকেরা ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই লাভবান হইবেন।" মেদিনী, ২২এ মাঘ, ১২৮৬।

" We invite attention to an advertisement in another column of *Victoria-Rajsuya* by Babu Gopal Chundra Mookerjea, Editor of the *Provakur*. It is a translation of Mr. Wheeler's Delhi Assemblage. The English version has of course merits of its own, but the Bengali version is worthy of the grand occasion which it chronicles. There is much in this book, which distant readers who had no opportunity of seeing the most magnificent State display ever held in this country under the auspices of British rule, would like to know." *Hindoo Patriot*, July 12, 1880.

" * * * We have called it the Bengali version of Mr. Wheeler's book, but it is not *exactly* that. We have here almost all that Mr. Wheeler gave us, aud something more. The author has made his histories of India and Great Britain more complete He has given us short descriptions of the minor ceremonies that were performed in Calcutta and other places in India. He also furnishes us with short notices of the Native Rajes and the British possession in the world. Much of all this has been wisely selected. The style is in the main, chaste and spirited. "
Sunday Mirror, Apr, 1880.

" It is a neat Volume of more than 250 pages (Royal 8Vo), well bound in cloth, promising to give us a graphic description of the affairs at Delhi. " *Amrita Bazar Patrika*, February, 5, 1880.

"The book is very interesting, inasmuch as it gives a good deal of information regarding the Princes and Chiefs of India. *Bengal Magazine,* December, 1879.

"Babu Gopal Chander Mookherjee is a Bengali author of some standing. He is an earnest, diligent and intelligent worker in the department of literature. 'Victoria Rajsuya' is at least one of those works which bespeak great industry and a desire to be useful to society. The get-up of his work is really creditable." *Oriental Miscellany,* December, 1879.

"*** the commencing poems are a happy selection, and are really excellent which speak highly of the author's taste and irrudition. *** we accordingly commend the book to the reading public as eminently suited for preserving in every household." *National Paper,* December, 23, 1879.

পষাণ-প্রতিমা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিভিমতি,—

"ইহাঁর প্রণীত যৌবনে যোগিনীর বিষয় সোমপ্রকাশের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। সমালোচ্য নাটকখানিও সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। আমরা এক্ষণে এইরূপ নাটকের রচনায় একটী মহৎ উপকারের সম্ভাবনা দেখিতেছি।" সোমপ্রকাশ, ৭ই ফাল্গুন, ১২৮৪ সাল।

"পাষাণ-প্রতিমা খানি ঐতিহাসিক নাটক বটে, এবং নাটকের সমস্ত গুণ-সমন্বিতও তাহার সন্দেহ নাই।" এডুকেশন গেজেট, ৮ই আষাঢ়, ১২৮৫।

"আমরা পাষাণ-প্রতিমা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি, ইহার লেখা ও কল্পনা অতি সুন্দর হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট নাটকে যে সকল গুণ গরিমা চাই, ইহাতে তাহার অসদ্ভাব নাই। সহৃদয় কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে সুখানুভব করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।" ঢাকাপ্রকাশ, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৮৫।

"ইনি সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত।" ভারত মিহির, ১৭ই ফাল্গুন, ১২৮৫।

"গ্রন্থকার অপরিচিত লোক নহেন। ভাষার মধুরতাদি বিলক্ষণ আছে।" হিন্দুহিতৈষিণী, ১৯এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

"পাষাণ-প্রতিমার লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক এবং তাঁহার এই নাটক খানি উৎকৃষ্ট নাটক শ্রেণির অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার ভাষা মধুর এবং দৃশ্যগুলি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে।" শ্রীহট্টপ্রকাশ, ১লা আশ্বিন, ১২৮৫।

"আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার নামটী যেরূপ সুমিষ্ট লেখাও ততোধিক। ইহার ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। এখানি অভিনয়োপযোগী হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।" সমাচার চন্দ্রিকা।

"ইহাঁর রচিত দৃশ্যকাব্যগুলি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। পাষাণ-প্রতিমার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। চিন্তাশীল পাঠক মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পুস্তকের স্থানে স্থানে গোপাল বাবুর আর একটী চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মনে মনে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন।" গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২৬এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

"The author of the piece before us has written for the stage and like a practised dealer produces wares to suit the tastes of his customers. We think the writer evinces some power and skill in the composition of dramatic pieces." *Hindoo Patriot*, Novr. 4, 1878.

"'Pasan Pritima" and "Joubanay Jogini" are certainly above the average order of kindered books of the day. The historical dramas have been written with care and with an eye to stage and scenic effects. His language is chaste, his description lively, his plot interesting, and his dialogue well-sustained, and at times, sprited. Babu Gopal Chundra's productions are altogether hopeful, and indicate a spirit of patriotism." *Indian Mirror*, January 31, 1879.

"The author has an essentially poetic cast of mind and shews considerable power in portraying the working of passions." *Bengali*, May, 16. 1876.

"Its language is rich, plot deep and interesting, and descriptions faithful and spirited. On the whole, the work is a readable one and deserves public support." *Amrita Bazar Patrika*, May, 16, 1878.

"In this drama, there is much action, much fighting, much blood-sheding. It is quite sensational." *Bengal Magazine*.

"The plot is very interesting and the descriptions are lively and full of spirit." *National Paper*. March 6, 1878.

বিধবার দাঁতে মিশি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"অনেকানেক রঙ্গভূমি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, এক্ষণকার নাটক গুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিধবার দাঁতে মিশি

এই নবোৎসহজনিত ফল। এখানি সাবেক উঞ্ছ বাঙ্গালা নাটকের দলে মিশিতে পারে না" এডুকেশন গেজেট।

"ইহাতে সমাজ চিত্রটী সুন্দর হইয়াছে। নামটী শুনিতে ভাল নহে বটে, কিন্তু পুস্তক খানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করা যায়।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

"গ্রন্থখানির শিরোনাম পাঠ করিয়া আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ইহা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক, কিন্তু পাঠ পরিসমাপ্তি হইলে আমাদিগের সে ভ্রম দূর হইল। নাটক খানির প্রস্তাবটী নূতন, মনোরম, উপদেশক, সমাজ-সংস্কারক, সারবিশিষ্ট অথচ বিশেষ হাস্যোদ্দীপক। নাটক খানি পাঠ করিয়া যে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থকারের কল্পনা-শক্তির এবং রচনানৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতায় নাটক খানি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।" হালিসহর পত্রিকা।

"We are glad to notice the publication of a very useful Bengali Drama called Bidhobar Datomisi by Gopal Chandra Mookherjee, who endeavours to point out the mainfold evils arising from wine and other dissipation amongst the enlightened portion of the native community." *Friend of India.*

কামিনীকুঞ্জ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"সতী কি কলঙ্কিনীর পর যে সকল গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এ খানি তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।" সমাচার চন্দ্রিকা, ৮ই মাঘ, ১২৮৫।

"আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এই ক্ষুদ্রকায়া পুস্তক খানি পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহা একখানি সুন্দর সুখদ ও উত্তম গীতি-কাব্য হইয়াছে।" শ্রীহট্ট প্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, ১২৮৫।

"ইনি আরও কয়েক খানি দৃশ্যকাব্য প্রকাশ করিয়া লোকরঞ্জন ও যশঃ লাভ করিয়াছেন। এ কাব্য খানিও অভিনয়ের উপযুক্ত হইয়াছে" গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২০এ মাঘ ১২৮৫।

"ইহাতে দিব্য শব্দলালিত্য আছে। গানগুলির সুর ও তান উত্তম।" সমাচার সার, ৪ঠা চৈত্র, ১২৮৫।